Recommended by the Board of Studies of the Calcutta University as Text Book and approved by the Central Text Book Committee.

শ্রীমন্ত সওদাগর।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

Printed by
B. B, Chakraburtty at the "Hitabadi" Press
70, Celootola Street
&
Published by M. N. Gossain
from the Harimohan Library, 20, Cornwallis Street,
Calcutta.

উৎসর্গ।

ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ভিষগাচার্য্য

মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

মান্যবর!

আপনি আমাকে, যেরূপ স্নেহ করেন ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। সে আনন্দ, সে কৃতজ্ঞতা আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আপনার অনুগ্রহ না থাকিলে আমার পক্ষে গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশ অসম্ভব হইত। আজ যে আমার বহু কষ্ট ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই শ্রীমন্ত সওদাগর বাঙ্গালার পাঠকসমাজে উপস্থিত হইয়াছে, সে আপনারই অনুগ্রহে। খুল্লনা শ্রীমন্তকে অকূল সাগরে ভাসাইবার সময়ে তাঁহাকে ভগবতী চণ্ডীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, আর আজ বঙ্গীয় পাঠক সমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার সময় আমি আমার শ্রীমন্তকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনি বিদ্যোৎসাহী, সুতরাং আমার শ্রীমন্ত আপনার নিকট সমাদৃত হইবে ইহাই আমার ভরসা। পুস্তকখানি আপনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ভবদীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের

বিজ্ঞাপন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে "শ্রীমন্ত সওদাগর" প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হওয়াতে এবং এই গ্রন্থ বঙ্গীয় "সেণ্ট্রাল টেক্স্‌ট্ বুক কমিটির" দ্বারা অনুমোদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বোর্ড অফ ষ্টডিজ" দ্বারা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হওয়াতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট হইল। সরকার মহাশয় "রঙ্গালয়" নামক যে পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমি দেখি নাই এবং কয়েক স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। যদি এই গ্রন্থের কখনও তৃতীয় সংস্করণ হয় এবং আমি ঐ "রঙ্গালয়" সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে পরিশিষ্টের সহিত রঙ্গালয়ে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের প্রবন্ধ মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিব।

আমার স্নেহভাজন সুহৃৎ সুলেখক শ্রীমান পাঁচু গোপাল মল্লিক এই সংস্করণের প্রুফ সংশোধন কার্য্যে আশাতীত সাহায্য করিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ভূমিকা

যে সকল প্রতিভাশালী কবির কৃপায় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতম। মহাকবি কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের রচিত মহাভারত যেরূপ জনপ্রিয়, কবিকঙ্কণের চণ্ডীও এক কালে সেইরূপ জনপ্রিয় ছিল। এক কালে মুকুন্দরামের শ্রীমন্ত সওদাগর ঘটিত চণ্ডীর গান বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ ও ধর্ম্ম ভাবের উদ্রেক করিত। সঙ্গীতে, কথকতায়, যাত্রাভিনয়ে, গানে, শ্রীমন্তের কাহিনী কোন না কোনরূপে বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে পরিশ্রুত হইত। এই বিষয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম যেরূপ সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন, বোধ হয় হোমর ব্যতীত কোন কবিই কোন দেশে সেরূপ হইতে পারেন নাই।

কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত যুবকগণের নিকটে কবিকঙ্কণের আর সেরূপ সমাদর নাই। নব্য যুবকগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই কবিকঙ্কণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। কমলে-কামিনীর অভিনয় দর্শন করিয়াই বোধ

হয় অনেকে কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। উচ্চ-শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বোধ হয় সকলেই ইংলণ্ডের প্রচলিত জনপ্রবাদমূলক গল্পসমূহ অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করেন, কিন্তু আমাদের স্বদেশের এই শ্রীমন্ত সওদাগরের প্রাচীন কাহিনী অনেকের নিকটে অপরিজ্ঞাত। মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ সাহিত্যসেবিগণ বঙ্গসাহিত্য-কাননের যে পিকবরকে ইংলণ্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক চসারের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন, সেই বঙ্গের "চসার" মুকুন্দরামের সহিত বাঙ্গালী যুবকগণের পরিচয় নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

যে সকল কাহিনী শত শত বৎসর বাঙ্গালীর হৃদয়ের সহিত বিজড়িত ছিল, আজ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালা সেই সকল কাহিনীকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে সকল সম্পত্তি আমরা পিতৃপিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, সাহিত্যই তন্মধ্যে প্রধান। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমরা সেই পৈতৃক সম্পত্তি অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়া তাহা অবহেলায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

কৃত্তিবাস এবং কাশীরামের সমাদর এখন শিক্ষিত যুবক সমাজে পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইলেও উহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই; বরং অনেক শিক্ষিত মহোদয় ঐ দুইজন মহাকবির

পুস্তকের নূতন ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রচার করিয়া কবিযুগলের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কবিকঙ্কণের অদৃষ্টে সেরূপ শ্রদ্ধালাভ হয় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া কবিকঙ্কণকে প্রাচীন-কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র আশ্রয় "বটতলা" হইতে উদ্ধার করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিয়াছিলেন। সরকার মহাশয়ের সে প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

যে কবিকঙ্কণ চণ্ডী এক কালে বাঙ্গালীর সবিশেষ সমাদরের বস্তু ছিল, এখনই বা তাহা সমাদৃত হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার সময়ে প্রথমেই কবিকঙ্কণের ভাষার কথা আমাদের মনে পড়ে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এখন যেরূপ ভাষা আমরা দেখিতে পাই, তাহা বোধ হয় কৃত্তিবাসের রচিত আদি পুস্তকে ছিল না। সংপ্রতি কৃত্তিবাসের যে আদি রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা এখনকার বাঙ্গালীর পক্ষে সহজবোধ্য নহে। কাল সহকারে তাঁহার ভাষা ধীরে ধীরে সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরামের ভাষার এরূপ সংস্কার হয় নাই। সেই জন্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ভাষা বর্ত্তমান পাঠকগণের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হয় না।

বর্ত্তমানকালের পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী লেখকগণ ভাষা সম্বন্ধে কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের ভাষা বর্ত্তমান বাঙ্গালীর দুর্ব্বোধ্য নহে। কৃত্তিবাস বা কাশীরামের ভাষায় এরূপ শব্দ বোধ হয় এখন অতি অল্পই আছে, যাহার অর্থ গ্রহণ করা এ কালের বাঙ্গালীর পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু কবিকঙ্কণের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। কবিকঙ্কণের ভাষায় এরূপ বহু শব্দ আছে, যাহার অর্থবোধ হওয়া আমাদের পক্ষে সুকঠিন। কবিকঙ্কণের ভাষার মধ্যে অনেক উৎকলীয়, হিন্দী বা উর্দ্দু শব্দ স্থান পাইয়াছে। তৎকালে হয় ত এ দেশে সেই সকল শব্দের প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন উহা অপ্রচলিত হওয়াতে এ কালের লোকের পক্ষে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর রস গ্রহণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী পাঠকগণ কবিকঙ্কণকে দূর হইতে প্রণাম করিয়াই প্রস্থান করেন; কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিবার চেষ্টা করেন না।

কবিকঙ্কণের ভাষা যেরূপই হউক না কেন, এক বিষয়ে আমরা তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথমে স্থান প্রদান করিতে পারি। বাঙ্গালীর পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র অঙ্কনে কবিকঙ্কণ যেরূপ কৃতিত্ব প্রকাশ

করিয়াছেন, কোন প্রাচীন কবিই সেরূপ পারেন নাই। কৃত্তিবাস বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষাতে রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে রামায়ণে আমরা সুদূর অযোধ্যা, মিথিলা, কিস্কিন্ধ্যা এবং লঙ্কার চিত্র দেখিতে পাই; কিন্তু আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের কোন চিত্র তাহাতে দেখিতে পাই না। কৃত্তিবাস এবং মুকুন্দরাম উভয়েই সম্রাট আকবরের সামসময়িক। কিন্তু কৃত্তিবাসের রচনায় আমরা তৎকালের বাঙ্গালা বা বাঙ্গালীর কোন সংবাদ পাই না। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কেমন ছিল, বাঙ্গালী কিরূপ ছিল, কৃত্তিবাস তাহা আমাদিগকে বলেন নাই। তিনি অযোধ্যার রাজপুত্র, রাজবধূ, রাজমাতাকে বাঙ্গালীর ছেলে, বাঙ্গালীর পুত্রবধূ এবং বাঙ্গালীর জননীর বেশ পরিধান করাইয়া আমাদিগকে দেখাইযাছেন। কাশীরাম দাসও তাহাই করিয়াছেন। এই দুই মহাকবির অনুগ্রহে আমরা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৌশল্যা অথবা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কুন্তী বা দ্রৌপদীকে আমাদের আপনার জন বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা সত্য সত্যই আমাদের আপনার জন ছিলেন, তাঁহারা কিরূপ ছিলেন, কিরূপে তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত, কৃত্তিবাস বা কাশীরাম তাহার কোন সংবাদই

আমাদিগকে দেন নাই। সে সংবাদ দিয়াছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। মুকুন্দরাম আমাদের সম্মুখে যে চিত্রপট স্থাপন করিয়াছেন, সেই পটে আমরা তিন শতাব্দী পূর্ব্বের একটি বাঙ্গালী বণিকের পারিবারিক অবস্থা সুস্পষ্ট চিত্রিত দেখিতে পাই। এমন কি, সে কালের বাঙ্গালীর বিলাস-ব্যসন কিরূপ ছিল, বাঙ্গালীর আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য কি ছিল, বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পাই। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম যথাক্রমে অযোধ্যা ও ইন্দ্রপ্রস্থের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, মুকুন্দরাম রাঢ়দেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

সে কালের রাজা, রাজ্য, বণিক্, ব্যবসায়, ক্রীড়া, কৌতুক, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুরাগী ও ধর্ম্মবিদ্বেষী প্রভৃতির চিত্র কবিকঙ্কণ যেরূপ স্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহ করেন নাই। ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও বাঙ্গালীর পারিবারিক চিত্র স্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত আছে, কিন্তু শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ন্যায় কোটিপতির অট্টালিকা হইতে দীন দরিদ্রের কুটীরে সমান আদর লাভ করে নাই। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম রত্ন হইলেও উহার প্রচার চণ্ডীর ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হয় নাই। চণ্ডীর গান, শ্রীমন্তের মশান, কমলে-কামিনীর অভিনয় ও কথকতা এবং

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত বাঙ্গালার নরনারী সকলেরই হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কেবল ধর্ম্মের গানে বঙ্গসমাজের এক নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্থান পাইয়াছিল। অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই বেহুলা নখীন্দরের কাহিনী ও ধর্ম্মমঙ্গলের সমাদর এখনও বিদ্যমান আছে।

কবিকঙ্কণ প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর চিত্র অঙ্কনে সবিশেষ পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গ্রাম নগর এবং জনপদ সমূহের অবস্থান সম্বন্ধে তিনি অনেক স্থলে ভ্রম করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে অলীক জনশ্রুতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বন্দর ও নগর প্রভৃতির উল্লেখ কালে তিনি সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপরতা স্থির রাখিতে পারেন নাই*। অজয় নদ হইতে গঙ্গায় উপনীত হইয়া সাগরাভিমুখে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে যে গ্রামের পর যে গ্রামের উল্লেখ করা সঙ্গত, মুকুন্দরাম তাহা করেন নাই। এ বিষয়ে তিনি কয়েক স্থলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই অনেকগুলি নগর ও বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেই সুস্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুকুন্দরাম জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্গতি বা অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। সমুদ্রে চিংড়ীদহ, কড়িদহ, শঙ্খদহ প্রভৃতির উল্লেখে

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি সমুদ্রবর্ণনা কালে কল্পনারই সম্পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্থানের বর্ণনাতে এরূপ বহু ত্রুটী থাকিলেও তিনি বাঙ্গালার যে সমাজচিত্র ও সংসারচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা কবির অঙ্কিত যে বাঙ্গালার চিত্র দেখিতে পাই, এখনও অনেক পল্লীগ্রামে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। লহনার সখী লীলাবতী এখনও অনেক পল্লীগ্রামে বিরাজ করিতেছে। এখনও অনেক পতিপ্রেম-বঞ্চিতা বা সপত্নী-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিতা হতভাগ্যা স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য লীলাবতীর ন্যায় বশীকরণ বিদ্যায় নিপুণা রমণীর সহায়তা গ্রহণ করে। এখনও বঙ্গের অধিকাংশ গৃহস্থের বাটীতেই দুর্ব্বলার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্টা ক্রূরমতি পরিচারিকা স্বার্থসিদ্ধির মানসে সুখের সংসারকে অশান্তির আকরস্বরূপ করিয়া তুলিতেছে। এখনও বঙ্গের বহু গৃহস্থ ধনপতির ন্যায় পিতৃ-মাতৃ-দায় বা কন্যাদায়ের সময়, সমাজপতিগণের দ্বারা পারিবারিক কলঙ্কের জন্য নিগৃহীত হইতেছে। একালে আমরা যাহার ছায়া-মাত্র দেখিতে পাই, সে কালে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

সে কালে বাঙ্গালার ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও পরিচারক অথবা নিম্নশ্রেণীর লোককে সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া

তাহাদের সহিত কিরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেন, তাহা আমরা শ্রীমন্তের আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া জানিতে পারি। ধনপতি তাঁহার নৌকার নাবিক ও কর্ণধারগণকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন ; শ্রীমন্ত সিংহল গমনকালে যখন যে তীর্থে গমন করিয়াছেন, তখনই সেই তীর্থের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য নাবিকদিগের নিকট বর্ণন করিয়াছেন। তিনি সিংহলে নগরপালের হস্তে বন্দী হইয়া যখন মশানে নীত হইলেন, তখন নাবিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমার ধাত্রী দুর্ব্বলাকে আমার প্রণাম জানাইও।" এখনকার পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশের ভদ্রলোকে ইতর লোকের সহিত এইরূপ সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দাস দাসীকে প্রভুর পুত্র কন্যারা "দাদা" বা "দিদি" বলিয়া সম্বোধন করিত, প্রতিবেশী ইতর লোককেও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ভদ্রসন্তানগণ নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেন না, এক একটা সম্পর্ক অনুসারে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতেন। এখনও পল্লীগ্রামে এই প্রথা বিদ্যমান আছে।

কবিকঙ্কণের নায়ক গন্ধবণিক জাতীয় বলিয়াই আমরা সে কালের অনেক সুবিখ্যাত গন্ধবণিকের নাম জানিতে পারিয়াছি। সে সময়ে কোন্ কোন্ নগরে বহুসংখ্যক গন্ধবণিকের বাস ছিল, কবিবর তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান

কালে ঐ সকল নগরের মধ্যে অনেকগুলিই নগণ্য গ্রামে পরিণত হইলেও এখন পর্য্যন্ত সেই সকল গ্রামে বহুসংখ্যক গন্ধবণিকের বাস আছে। সুতরাং কবি যে সমাজ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক নহে।

এস্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতবর্ষের বাহিরে, বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি দূরদেশেও যে এককালে আর্য্য সভ্যতার প্রচার হইয়াছিল, একথা সকলেই অবগত আছেন। এখনও সুমাত্রা, বালী, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল দূরবর্ত্তী দেশে ও দুর্গম সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে আর্য্য সভ্যতার বিস্তারে কাহারা প্রধান সহায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের বোধ হয়, প্রথমেই বৈশ্যগণের নামোল্লেখ করা উচিত। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতের বণিকগণ যেরূপ বাণিজ্যার্থ পৃথিবীর নানা দুর্গম দেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন, এক কালে ভারতের বৈশ্যগণও সেইরূপ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত ও অবস্থান করিতেন। বৈশ্যগণের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না, অনেক প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিন শত বৎসর

পূর্ব্বে—অর্থাৎ মুকুন্দরামের সময়ে সমুদ্র-যাত্রা যদি বণিকগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে মুকুন্দরাম কখনই তাঁহার নায়ককে সমুদ্র-পথে সিংহলে প্রেরণ করিতে সাহসী হইতেন না এবং ধর্ম্মানুরাগী রাজা বিক্রমকেশরীও সাধু ধনপতিকে সমুদ্র-পথে গমন করিবার জন্য আদেশ করিতেন না।

বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না বলিয়াই বণিকগণ সমুদ্র-পথে অতি দূরবর্ত্তী দেশে গমন ও তথায় আর্য্য সভ্যতা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফিরিঙ্গী দস্যুর উপদ্রবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সমুদ্র-যাত্রা এক রূপ বন্ধ হইয়াছিল। কবিকঙ্কণও তাঁহার গ্রন্থে "ফিরাঙ্গী"দিগের অত্যাচারের উল্লেখ করিয়াছেন। ধনপতি ও শ্রীমন্ত তাহাদের ভয়ে রাত্রির অন্ধকারে গোপনে তাহাদের দেশ অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশের উপকূলভাগ পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের উৎপাতে দুর্গম হইয়াছিল। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ঐ সকল জলদস্যুর অত্যাচারেই নিম্নবঙ্গের অনেক স্থান জনহীন অরণ্যময় হইয়া সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ পরাক্রান্ত দস্যুর উপদ্রব সত্ত্বেও যে ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি গন্ধবণিকগণ বাণিজ্যের জন্য সাগর পারে যাতায়াত করিতেন, ইহা বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের কথা নহে।

ফলতঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়া এক দিকে যেরূপ প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও গার্হস্থ্য চিত্র সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, অন্যদিকে সেইরূপ এই কাব্য পাঠে বাঙ্গালার নরনারীর চরিত্রও সুন্দর রূপে জানিতে পারি। ধনপতির দেবী-বিদ্বেষ, খুল্লনার ধর্ম্মানুরাগ ও সরলতা, দুর্ব্বলার নীচতা, লহনার ঈর্ষা ও অভিমান, লীলাবতীর কুটিলতা, শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি ও ধর্ম্মানুরক্তি প্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে আমরা কখনও শোকে ম্রিয়মাণ হই, কখনও ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত হই, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হই! কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠ কালে আমরা যে পুস্তকমাত্র পাঠ করিতেছি, তাহা মনে হয় না; মনে হয় যেন আমাদের সম্মুখে একটি প্রকৃত ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং অনেক সময়ে আমরা মুগ্ধ ও আত্ম-হারা হইয়া সেই ঘটনার নায়ক নায়িকাগণের সহিত ভাসিয়া যাইতেছি। ইহাই প্রতিভাশালী কবির বিশেষত্ব।

রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিবার সময়েও আমরা এইরূপ ঘটনাস্রোতের মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া ভাসিয়া যাই সত্য, কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে এক বিষয়ে পার্থক্য আছে। রাম, লক্ষ্মণ বা যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন আমাদের সমবেদনা আকর্ষণে সমর্থ হইলেও আমরা তাঁহাদিগকে আমাদেরই মত মানুষ বলিয়া মনে

করিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে দেবতাতুল্য বলিয়া মনে করি, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য মানব-সাধারণের কার্য্য হইতে পৃথক হইলেও আমরা তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি মনে করি না। রামচন্দ্র পদরেণু দানে পাষাণীকে মানবী করিতে পারেন, লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকিতে পারেন, হনুমান সাগর লঙ্ঘন করিতে পারেন, অর্জ্জুন স্বর্গে গিয়া দেবরাজের পার্শ্বে উপবেশন করিতে পারেন, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই না—কেন না ইঁহারা দেবতা।

কিন্তু ধনপতি বা শ্রীমন্ত আমাদেরই মত মানুষ। তাঁহাদিগকে দূরদেশে গমন করিবার জন্য তরণীতে আরোহণ করিতে হয়, স্মরণমাত্র কপিধ্বজ বা পুষ্পক তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয় না। ধনপতি ও শ্রীমন্ত অনাহারে থাকিতে পারেন না, তাঁহাদিগকেও জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য কোন দিন রন্ধন করিতে হয়, আর কোন দিন বা কদলী, ক্ষীর, খণ্ড প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে হয়। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে যে সকল অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আছে, তাহাতে আমাদের নায়ক নায়িকার কোন হাত নাই, তাহা দেবতার কার্য্য। ধনপতি, শ্রীমন্ত, লহনা, খুল্লনা, লীলাবতী, দুর্ব্বলা আমাদেরই মত মানুষ; সেই জন্যই আমরা অতি শীঘ্রই তাঁহাদিগকে আপনার

লোক বলিয়া বুঝিতে পারি। মুকুন্দরাম সকল বিষয়েই বাঙ্গালার কবি, সকল বিষয়েই বাঙ্গালী কবি।

কবিকঙ্কণের শ্রীমন্ত-চরিত্র যাহাতে বর্ত্তমান কালের পাঠক পাঠিকাগণের পক্ষে সুগম হয়, যাহাতে তাঁহারা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া ধন্য হয়েন, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীমন্তচরিত্র সরল ও সাধু ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার সেই চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

শ্রীমন্ত সওদাগর।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীমন্ত সওদাগর।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধনপতি ও খুল্লনা।

পূর্ব্বকালে রাঢ় দেশে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা ছিলেন। অজয় নদের তীরে উজ্জয়িনী বা উজানি নগর রাজা বিক্রমকেশরীর রাজধানী ছিল। উজানির বাণিজ্যস্রোত সমগ্র ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বহু-সংখ্যক গন্ধবণিক্ দেশ-বিদেশের দ্রব্যসম্ভার আনিয়া উজানি নগরে বিক্রয় করিতেন এবং রাঢ়দেশোৎপন্ন দ্রব্যনিচয়ে তরণী পূর্ণ করিয়া নানা দিগ্‌দেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেন।

উজানি নগরে গন্ধবণিক্ জাতীয় ধনপতি দত্ত নামক এক যুবা বণিক্ বাস করিতেন। তিনি অতুল ধনের অধীশ্বর, পরম রূপবান্ এবং বৈশ্যোচিত গুণগ্রামশালী ছিলেন। রাজা বিক্রমকেশরী ধনপতির সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উজানি নগরের অদূরে অবস্থিত ইছানী নগরে নিধিপতি নামে এক বণিক্ বাস করিতেন, ধনপতি সেই বণিকের কন্যা লহনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধনপতির সংসারে লহনা ব্যতীত কেহই আত্মীয় ছিল না। লহনার পিত্রালয়ের দাসী দুর্ব্বলা লহনার সহিত উজানি নগরে ধনপতি বণিকের বাটীতে বাস করিত।

নিধিপতি বণিকের ভ্রাতা লক্ষপতি ইছানী নগরে পৃথক্ এক অট্টালিকায় বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী রম্ভাবতী এবং একমাত্র কন্যা খুল্লনা তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইন্দ্রের অন্যতমা নর্ত্তকী রত্নমালা কোন কারণে ভগবতী চণ্ডিকার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে মানবদেহ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খুল্লনাই সেই শাপভ্রষ্টা নর্ত্তকী। বস্তুতঃ, খুল্লনার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিলে তাহাকে শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী বলিয়াই বোধ হইত। ক্রমে ক্রমে যখন খুল্লনা বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হইল, তখন লক্ষপতি তাহাকে

কোন সর্ব্বগুণশালী পরম রূপবান্ পাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশে ঘটকগণ গন্ধবণিক-জাতীয় সুপাত্রের অন্বেষণে নানা দেশে গমন করিলেন।

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের ধনবানগণ বহুসংখ্যক পারাবত রাখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই সকল পারাবতকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া দিতেন; তাহারা আকাশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আপনাদের আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হইত। ধনপতিও তৎকালীন প্রথা অনুসারে মধ্যে মধ্যে পারাবত উড়াইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন ধনপতি তাঁহার কুলপুরোহিত জনার্দ্দন ওঝা এবং রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ, দামোদর, সুবল প্রভৃতি বয়স্য-গণকে লইয়া পারাবত উড়াইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন; এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় শ্বেতা নামক একটী বহুমূল্য পারাবত দলভ্রষ্ট ও বাজ পক্ষীর ভয়ে ভীত হইয়া অতি দ্রুতবেগে ইছানী নগর অভিমুখে পলায়ন করিল। ধনপতি তাহা দেখিতে পাইয়া সেই পারা-বতের অনুসরণ করিলেন। জনার্দ্দন ওঝাও ধনপতির সহিত পারাবতের অনুসরণে ইছানী নগর অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

খুল্লনা তাহার বয়স্যাদিগের সহিত পথিপার্শ্বে খেলা করিতে-ছিল, শ্বেতা দ্রুতগমনে অবসন্ন হইয়া খুল্লনার অঞ্চলে পতিত

হইল। ধনপতি ও জনার্দ্দন দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং খুল্লনার নিকটে উপস্থিত হইয়া পারাবত প্রার্থনা করিলেন। ধনপতি এবং খুল্লনা পরস্পরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ধনপতি, ইছানীর কয়েকজন অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, খুল্লনার পরিচয় জানিতে পারিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, খুল্লনা তাঁহার শ্বশুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, সেই অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। তিনি প্রিয় বয়স্য ও কুলপুরোহিত জনার্দ্দন ওঝাকে খুল্লনার পিতা লক্ষপতির নিকট প্রেরণ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

এদিকে লক্ষপতি নানা দিগ্দেশে যে সকল ঘটক প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল ঘটক একে একে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বহুসংখ্যক পাত্রের কথা লক্ষপতিকে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু লক্ষপতির কোন পাত্রই মনোনীত হইল না। সে সময়ে চম্পক নগরে চাঁদ সওদাগর, বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত, সপ্তগ্রামে রামচন্দ্র দাঁ, বড়শূলে হরি দত্ত, ফতেপুরে রাম কুণ্ডু, করজনায় হরি দাঁ, প্রভৃতি বণিক্‌গণ গন্ধবণিক্ সমাজে নানা বিষয়ে গণ্য মান্য ছিলেন। ঘটকগণ লক্ষপতিকে এই গন্ধবণিক্ প্রধান গণের মধ্যে যে কোন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু জনার্দ্দন ওঝা ঐ সকল

গন্ধবণিকের একটা না একটা দোষ কীর্ত্তন করিয়া লক্ষপতির মনে তাঁহাদের প্রতি বিরাগের সঞ্চার করিলেন এবং ধনপতিই যে খুল্লনা সুন্দরীর স্বামী হইবার একমাত্র যোগ্য পাত্র, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। লক্ষপতিও ধনপতিকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন।

লক্ষপতির পত্নী রম্ভাবতী প্রথমে এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে, বিবাহিত পাত্রে—বিশেষতঃ যাহার পত্নী বিদ্যমান আছে, এরূপ কোন যুবককে—কন্যা সম্প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু জনার্দ্দন ওঝা লক্ষপতিকে এরূপভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, রম্ভাবতী কিছুতেই স্বামীকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু লক্ষপতি রম্ভাবতীকে বলিলেন যে, খুল্লনার বৈধব্যযোগ আছে, সেই জন্য অভিজ্ঞ গ্রহাচার্য্যগণ পরামর্শ দিয়াছেন যে, কোন বিবাহিত যুবকের হস্তে খুল্লনাকে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে খুল্লনার বিধবা হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই কথা শুনিয়া রম্ভাবতীও খুল্লনাকে ধনপতির করে সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। ধনপতির সহিত খুল্লনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল।

লহনা যখন লোকমুখে স্বামীর এই বিবাহ-প্রস্তাবের কথা অবগত হইলেন, তখন তাঁহার অভিমান ও দুঃখের আর সীমা

রহিল না। এতদিন তিনি যে সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, এখন সেই সংসারে তাঁহার একজন অংশভাগিনীর আবির্ভাব হইবে, এই চিন্তাতে তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ধনপতি, লহনার ক্ষোভ ও অভিমানের কারণ অবগত হইয়া, নানারূপে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন তিনি বলিলেন যে, সংসারে লহনার এত কাল যেরূপ অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা ছিল, ভবিষ্যতেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। যাহার সহিত তিনি বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে লহনারই খুল্লতাত-পুত্রী; তাহার সহিত লহনার কদাচ মনোমালিন্য ঘটিবার সম্ভাবনা হইবে না। খুল্লনা লহনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী হইয়া থাকিবে। এই প্রকারে ধনপতি লহনাকে নানারূপ প্রবোধ-বচনে কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিয়া পত্নীর নিকট হইতে বিবাহ বিষয়ে সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন।

শুভদিনে, শুভলগ্নে লক্ষপতি কন্যাকে পাত্রস্থ করিলেন। ইছানী নগর খুল্লনার বিবাহের সময়ে কয়েক দিবস ধরিয়া আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইল। অসংখ্য দীন দরিদ্র উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল এবং নানা প্রকার উপহার প্রাপ্ত হইল। গৌড় দেশের যাবতীয় গন্ধবণিক্ এই বিবাহ উপলক্ষে উজানিতে এবং ইছানীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিবাহের উৎসব শেষ হইলে ধনপতি নবপরিণীতা বধূকে লইয়া স্বগৃহে

গমন করিলেন। লহনা প্রথমে সপত্নীর আশঙ্কায় ভীতা হইলেও খুল্লতাত-পুত্রী সুশীলা খুল্লনাকে সহচরীরূপে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। তিনি রমণীসুলভ সপত্নী-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া খুল্লনাকে কনিষ্ঠা সহোদরা জ্ঞানে সমাদর ও যত্ন করিতে লাগিলেন; লহনার এই উদারতায় এবং সপত্নীদ্বয়ের মধ্যে সদ্ভাব বিদ্যমান থাকায় ধনপতির সংসার সত্য সত্যই সোণার সংসারে পরিণত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শুক-সংবাদ।

উজানি নগরে খগান্তক ও মৃগান্তক নামক দুই সহোদর বাস করিত। তাহারা ব্যাধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আশৈশব ব্যাধবৃত্তি শিক্ষা করিয়াছিল। উভয়ে বনমধ্যে গমনপূর্ব্বক জাল পাতিয়া পক্ষী ধরিত, শর নিক্ষেপ করিয়া মৃগ অথবা শ্বাপদ জন্তু বধ করিত এবং সেই সকল পক্ষী কিংবা নিহত জন্তুর চর্ম্ম প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

একদিন তাহারা গভীর অরণ্যমধ্যে বাগুরা বিস্তার করিয়া অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল, এমন সময়ে একটি শুক ও একটি শারিকা আসিয়া সেই বাগুরায় পতিত হইল। ব্যাধ ভ্রাতৃযুগল ঐ বিহগদম্পতীকে দেখিবামাত্র জাল গুটাইয়া লইল এবং হৃষ্টচিত্তে পক্ষী দুইটিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিল। শুক এবং শারিকা তণ্ডুলকণা ভোজনের আশায় বাগুরায় প্রবেশ করিয়াছিল; ব্যাধেরা যে নিরীহ পক্ষী ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই।

এক্ষণে আপনাদিগকে কৃতান্তসদৃশ নিষ্ঠুর ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইতে দেখিয়া তাহারা কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে তাহারা ব্যাধ-ভ্রাতৃযুগলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ব্যাধ, তোমরা অনর্থক কেন এত প্রাণিহত্যা কর? তোমরা যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের পাপভার উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতেছে। যে সকল নিরীহ পক্ষীকে তোমরা প্রতিদিন বধ কর, তাহারা তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছে। তাহাদের অভিসম্পাতে তোমাদের পরকাল নষ্ট হইবে। তোমাদের যেরূপ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও সুখদুঃখ-বোধ আছে, সকল প্রাণীরই সেইরূপ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও সুখদুঃখ-বোধ আছে। তোমরা এই যে প্রত্যহ অসংখ্য প্রাণীর প্রাণবধ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেছ, সেই অর্থ তোমাদের সহিত পরলোকে যাইবে না। তোমাদের মৃত্যু হইবামাত্র আত্মীয়-স্বজনবর্গ সেই সকল অর্থ আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবে। অতএব তোমরা এই পাপ ব্যবসায় পরিত্যাগপূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মপথে বিচরণ কর, তোমাদের ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হইবে।"

পক্ষীর মুখে এইরূপ হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্যাধদ্বয়ের ভ্রমান্ধকার বিনষ্ট হইল। তাহারা চিরকাল যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, তাহা যে মন্দ কৰ্ম্ম, তাহার পরিণাম যে অতীব ভীষণ, এতদিন একথা তাহারা কাহারও মুখে শ্রবণ

করে নাই। এক্ষণে পক্ষীর মুখে এই সকল হিতকর বচন শ্রবণ করিয়া তাহারা স্তব্ধ হইল, তাহাদের হৃদয়ে অনুতাপের সঞ্চার হইল। তখন তাহারা পক্ষিদ্বয়ের বন্ধন মোচন করিয়া শুককে সম্বোধন করিয়া বলিল "হে বিহঙ্গমবর, তোমার কথায় আমাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। আমরা এতদিন যে কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম, তাহা যে বাস্তবিক অন্যায় কার্য্য, ইহা আমরা জানিতাম না। আজ তুমি আমাদের মোহ দূর করিয়াছ। আমরা অদ্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও এই পাপবৃত্তি অবলম্বন করিব না, তোমরা পরম ধার্ম্মিক, কখনও কাহারও অনিষ্ট কর না, তোমাদের সাহচর্য্য লাভে আমরাও পবিত্র হইলাম; এক্ষণে তোমাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিলাম, তোমরা স্বচ্ছন্দে উড়িয়া যাও।"

শুক ও শারী ব্যাধদ্বয়ের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল "হে ব্যাধ, তোমাদের বাক্যে আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তোমরা আমাদের অনুরোধে অসৎ পথ হইতে সৎপথে পদার্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ, সুতরাং তোমাদের যথাসাধ্য উপকার করা আমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা আমাদিগেকে রাজা বিক্রমকেশরীর নিকটে লইয়া চল। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রাজাকে বলিয়া তোমাদের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিব।

খগান্তক ও মৃগান্তক পক্ষিদম্পতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে আপনার বাহুতে বসাইয়া নগর অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা নগরে প্রবেশ করিলে পথিকগণ সেই দুইটী পক্ষীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল এবং অনেকে ঐ পক্ষী দুইটীকে ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বলিল "আমাকে দুইটী পক্ষী বিক্রয় কর, আমি মূল্যস্বরূপ চারি পণ বরাটিকা প্রদান করিব।" অপর এক ব্যক্তি বলিল, "ওরে ব্যাধ, আমাকে যদি এই দুইটি পক্ষী প্রদান করিস, তাহা হইলে আমি একখণ্ড বস্ত্র প্রদান করিতে সম্মত আছি।" এইরূপে কত লোক পক্ষিদ্বয়ের কত প্রকার মূল্য নির্দ্দেশ করিল। কিন্তু ব্যাধেরা কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ব্যাধ ভ্রাতৃযুগল রাজসভায় উপনীত হইলে শুক দূর হইতে রাজাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল "হে রাজন্, আজ আপনাকে দর্শন করিয়া আমার জন্ম সফল হইল। হে মহীপতি, আমার পূর্ব্বজন্মের কথা শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বে বীরবাহু রাজার নন্দন ছিলাম। বিশ্বামিত্র ঋষি কোন কারণে আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করেন, আমি সেই অভিসম্পাতের ফলে পক্ষী হইয়া বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলাম ; সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া বাল্যলীলা করিতেছিলেন। কিছুদিন আমি বৃন্দাবনে বাস করিয়া তথা হইতে স্বর্গের নন্দনকাননে গমন করি। সুরপতি ইন্দ্র একদিন আমাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং অনেক চেষ্টার পর আমাকে ধরিয়া সুবর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেন। দেবসভায় ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ আমার মধুর কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিতেন। বাসবের প্রিয় মিত্র শ্রীবৎস একদিন ইন্দ্রের নিকটে আমাকে প্রার্থনা করিলেন। বন্ধুর প্রীতিসম্পাদনের জন্য ইন্দ্র অবিলম্বে আমাকে শ্রীবৎসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীবৎস স্বীয় পত্নী চিন্তার সহিত স্বর্গদ্বার নামক পুরীতে বাস করিতেন, আমি দেবসভা হইতে সেই স্বর্গদ্বারপুরীতে নীত হইলাম। শ্রীবৎস আমাকে সুশিক্ষিত করিবার অভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতিকে আমার শিক্ষকতা কার্য্যে নিয়োগ করিলেন, আমি বৃহস্পতির অনুগ্রহে নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলাম। হে রাজন, আমি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া পৃথিবীময় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। যখন যে দেশে গমন করিয়াছি, তখনই সেই দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনার আশ্রয়ে আসিলাম।”

শুকমুখে তাহার ইতিহাস শ্রবণ করিয়া রাজা বিক্রমকেশরী এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নরপতি অতি যত্নসহকারে ব্যাধের নিকট হইতে পক্ষিদম্পতীকে আপনার হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ব্যাধ ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রভূত পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

অনন্তর শুক রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য সভামধ্যে নানাপ্রকার শাস্ত্র-বচন আবৃত্তি করিল, কত প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিল, কত প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করিল। রাজা পক্ষীর মুখে সেই সকল অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে অমাত্যপ্রবর, তুমি অবিলম্বে মণি-রত্নাদি-সুশোভিত একটি সুবর্ণপিঞ্জর আনয়ন কর, আমি সেই পিঞ্জরে এই খগ-দম্পতীকে রাখিয়া দিব।"

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী কহিলেন, "হে মহারাজ, আপনি যেরূপ পিঞ্জরের কথা বলিলেন, সেরূপ পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিতে পারে, এরূপ শিল্পী রাঢ়দেশে কেহ নাই। গৌড়দেশ ব্যতীত কোথাও সেই প্রকার পিঞ্জর নির্ম্মিত হয় না। অতএব আপনি ধনপতি বণিককে আদেশ করুন, তিনি অবিলম্বে গৌড় রাজ্যে গমনপূর্ব্বক আপনার বাঞ্ছিত পিঞ্জর আনয়ন করিবেন।"

ধনপতি সে সময়ে রাজসভাতেই উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ধনপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিত্রবর, তুমি অবিলম্বে গৌড়নগরে গমনপূর্ব্বক আমার এই প্রিয় বিহগদম্পতীর জন্য সুবর্ণ পিঞ্জর আনয়ন কর।"

ধনপতি ইতঃপূর্ব্বে বহুদিন বিদেশে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খুল্লনার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পর তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, অতঃপর কিছুদিন আর তিনি বিদেশে গমন করিবেন না, নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবেন। এক্ষণে রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি বহুদিন বিদেশ ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, যদি আপনি আমার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বণিক্‌কে গৌড় নগরে গমন করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।"

রাজা ধনপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু বাক্যে তাহা প্রকাশ না করিয়া ধনপতিকেই গৌড়নগরে গমন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ধনপতি তখন মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ভূস্বামীর অপ্রীতিভাজন হইয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করা

বিড়ম্বনা মাত্র, সুতরাং গৌড় নগরে গমন শ্রেয়স্কর। বিশেষতঃ ধনপতির বন্ধু কয়েকজন সভাসদ্‌ও ধনপতিকে রাজার আদেশ পালন করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করাতে, ধনপতি দণ্ডায়মান হইয়া রাজার আদেশ পালনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাজা ধনপতির হস্তে তাম্বূল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানযুক্ত করিলেন। রাজার আদেশে ভাণ্ডারী রাজ-ভাণ্ডার হইতে পিঞ্জর-নির্ম্মাণযোগ্য সুবর্ণ ধনপতির হস্তে প্রদান করিলেন। ধনপতি সুবর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজচরণে প্রণাম করিয়া এবং অন্যান্য সভাসদের নিকট বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে রাজসভা পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সপত্নী-বিদ্বেষ।

রাজা বিক্রমকেশরী ধনপতিকে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া গৌড় নগরে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন ; সেই জন্য ধনপতি আর স্বগৃহে গমন করিবার সুযোগ পাইলেন না। তিনি উজানি নগর হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম দিবসে মজলিস-পুরে উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় দিবসে মজলিসপুর হইতে বারবকপুরে গমন করিলেন। বারবকপুরে রাত্রি যাপনপূর্ব্বক তিনি পরদিনে কালীঘাটায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিলেন ; পথিমধ্যে যদি কোন দিন রন্ধন করিবার সুবিধা হইত, তাহা হই-লেই তিনি রন্ধন করিতেন, নচেৎ ক্ষীর, খণ্ড, দধি, কদলী প্রভৃতি ভক্ষণপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। চতুর্থ দিবসে ধনপতি বড়গঙ্গার কূলে শীতলপুরে প্রবেশ করিলেন। বড়গঙ্গার পর পার হইতে গৌড় রাজ্যের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। ধনপতি গৌড় রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রাজসভাতে গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বরকে উপহার দিবার জন্য তিনি

দুইটি পার্ব্বত্য অশ্ব, দশ কাঁদি রক্তবর্ণ নারিকেল, কলসপূর্ণ গঙ্গাজল এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া রাজ-সকাশে গমন করিলেন।

উপহার-দ্রব্য-সম্ভার লইয়া ধনপতি গৌড়পতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেই সকল দ্রব্য রাজার সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৃপবর ধনপতির শিষ্টাচারে সন্তোষ লাভ করিয়া, তাঁহাকে আসন পরিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার পরিচয় ও গৌড় রাজ্যে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধনপতি সসম্ভ্রমে করযোড়ে তাঁহার গৌড়ে আগমনের কারণ রাজসকাশে নিবেদন করিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ গৌড় রাজ্যের বিখ্যাত শিল্পী-দিগকে আহ্বানপূর্ব্বক অতি সুন্দর একটি পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন এবং যতদিন পিঞ্জরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ধনপতিকে গৌড়ে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। ধনপতি গৌড়াধিপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজার প্রদত্ত আবাসে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে লহনা এবং খুল্লনা যখন শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহাদের স্বামী রাজার আদেশে গৌড় নগরে গমন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা, বিশেষতঃ খুল্লনা দুঃখে ম্রিয়মাণা হইলেন।

লহনাও শোকাভিভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিবাহের পর একাধিকবার স্বামীর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া সত্বর সেই শোকাবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি স্বয়ং প্রকৃতিস্থা হইয়া নানাপ্রকারে খুল্লনাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠা ভগিনীর বিপৎ-কালে যেরূপ সমবেদনা প্রকাশ করে, কনিষ্ঠার চিত্তবিনো-দনের জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে, লহনাও খুল্লনার চিত্তবিনোদনের জন্য সেই প্রকার বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খুল্লনাকে আহার করাইতেন, খুল্লনার কবরী-বন্ধন ও বেশবিন্যাস করিয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ সে সময়ে লহনার ব্যবহার দেখিয়া কেহই তাঁহাকে খুল্লনার সপত্নী বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না, সকলেই লহনাকে খুল্লনার অগ্রজা সহোদরা বলিয়া মনে করিতেন।

লহনার পিত্রালয় হইতে দুর্ব্বলা নামে এক দাসী লহনার সহিত ধনপতির বাটীতে আগমন করিয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই দুর্ব্বলা অত্যন্ত নীচপ্রকৃতি এবং স্বার্থপর ছিল। সে লহনার সপত্নীপ্রেম দর্শন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। সে জানিত যে, যে বাটীতে

সপত্নীকলহ নাই, সেই বাটীতে পরিচারিকার স্বার্থসাধনেরও সুবিধা নাই। সে মনে করিল যে, যদি এই দুই সপত্নীর মধ্যে বিবাদের সঞ্চার করিতে পারি, তাহা হইলে পরস্পরের নিকটে পরস্পরের নিন্দা করিয়া উভয়েরই প্রীতিভাজন হইতে পারিব, সুতরাং যেরূপেই হউক, এই সপত্নী-প্রীতি-বন্ধন ছেদন করিতেই হইবে।

দুর্ব্বলা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে দুষ্টা সুযোগ বুঝিয়া লহনার নিকটে খুল্লনার নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল এবং লহনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, "তুমি যাহাকে আত্মীয় জ্ঞানে এত যত্ন করিতেছ, পরে সেই তোমার পরম শত্রু হইবে। কারণ, কিছু দিন পরে সে তোমাকে তোমার স্বামিসুখ হইতে বঞ্চিত করিবে এবং স্বয়ং এই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—হইয়া থাকিবে। এখন তুমি যে সংসারে গৃহিণী হইয়া আছ, দুই দিন পরে তোমাকে সেই সংসারে দাসীস্বরূপে থাকিতে হইবে।" দুর্ব্বলা প্রত্যহই লহনার নিকটে এইরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দুই এক দিন লহনা তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু দুর্ব্বলা লহনার পিত্রালয়ের দাসী, সুতরাং সে যে সকল কথা বলিতেছে, তাহা লহনার কল্যাণ-বাসনাতেই বলিতেছে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অবশেষে দুর্ব্বলার

পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। দুর্ব্বলার কু-পরামর্শে লহনার হৃদয় হইতে সপত্নীপ্রেম তিরোহিত হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে ঘোর বিদ্বেষের সঞ্চার হইল।

লীলাবতী নামে লহনার এক সখী ছিলেন। লহনার কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইলে, তিনি লীলাবতীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। খুল্লনার সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য তিনি দুর্ব্বলাকে লীলাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। লীলাবতী একে সখী, তাহার উপর ব্রাহ্মণ-কন্যা, সুতরাং তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎ উপহার প্রেরণ কর্ত্তব্য মনে করিয়া লহনা পাঁচ কাঁদি কদলী, পাঁচ ভার তণ্ডুল, দুই ভার বড়ি, একশত কাহন ঘেচী কড়ি, দুই ভার খণ্ড, পাঁচ ভার দধি এবং পাঁচ বিশ তাম্বূল দুর্ব্বলার সহিত প্রেরণ করিলেন। দুর্ব্বলা লীলাবতীর নিকট গমন পূর্ব্বক বিরলে তাঁহার নিকটে আপনার আগমনের কারণ প্রকাশ করিল। দুর্ব্বলার মুখে সকল কথা অবগত হইয়া লীলাবতী দুর্ব্বলার সহিত লহনার নিকটে আগমন করিলেন।

প্রথমে পরস্পরের কুশল-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি হইলে, লহনা সখীর নিকটে আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। লীলাবতী প্রথমে লহনাকে স্বামি-বশীকরণের জন্য নানা প্রকার ঔষধ ধারণ করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সে পরামর্শ লহনার

মনোমত হইল না। তিনি, স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যাহাতে খুল্লনা নানা প্রকারে নিগৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য লীলাবতীকে অনুরোধ করিলেন। তখন লীলাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া লহনার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "দশ বার দিন পরে এই পত্র খুল্লনাকে দেখাইও, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" লীলাবতী পত্রখানি এইরূপভাবে রচনা করিলেন, যেন ধনপতি গৌড় নগর হইতে লহনাকে লিখিতেছেন যে, তাঁহার উজানিতে প্রত্যাগমন করিতে অনেক বিলম্ব হইবে। গৌড়নগরে পিঞ্জর নির্ম্মাণের জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন হইয়াছে, খুল্লনার সমস্ত অলঙ্কার লইয়া লহনা যেন অবিলম্বে গৌড়ে প্রেরণ করেন এবং যতদিন ধনপতি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত যেন খুল্লনা ছাগ রক্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন। খুল্লনার পরিধানের জন্য স্থূল ছিন্ন বস্ত্র, তাহার শয়নের জন্য গো-শালা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইল। পত্রের উপসংহারে লিখিত হইল যে, লহনা যদি এই পত্রের অনুযায়ী কার্য্য না করেন, তাহা হইলে ধনপতি লহনার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন।

লীলাবতী এই পত্র লহনার হস্তে অর্পণ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনার দশদিন পরে লহনা বিষণ্ণ বদনে ধীরে ধীরে খুল্লনার সমীপে গমন করিলেন এবং সজল

নয়নে তাঁহার হস্তে সেই পত্র প্রদান পূর্ব্বক খুল্লনার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য মিথ্যা বিলাপ করিতে লাগিলেন। খুল্লনা পত্র পাঠ করিয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, এই পত্র কখনই ধনপতি দত্তের স্বহস্ত-লিখিত নহে। কোন দুষ্ট ব্যক্তি কৌতুক করিবার জন্য এই পত্র রচনা করিয়াছে। কিন্তু লহনা খুল্লনার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই পত্রের মর্ম্ম অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য বারংবার খুল্লনাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি, খুল্লনার শরীর হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়াও লইলেন। তখন খুল্লনা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই লহনা এই কাণ্ড করিয়াছেন। খুল্লনা প্রথমে লহনার নিকট কত বিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সপত্নীর চিত্তে দয়ার উদ্রেক করিতে পারিলেন না। লহনা খুল্লনার কোন কথাই শ্রবণ করিলেন না। বলপূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক গো-শালায় প্রেরণ করিলেন। খুল্লনার দুঃখের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি অগত্যা সমান্য পরিচারিকার অপেক্ষাও হীনাবস্থায় পতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

খুল্লনা গো-শালায় বসিয়া রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুর্ব্বলা তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক মৌখিক সমবেদনা

প্রকাশ করিয়া কতই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। খুল্লনা দুর্ব্বলার কপটতা বুঝিতে পারিলেন না, তাহাকে সত্য সত্যই করুণহৃদয়া বলিয়া মনে করিলেন।

পরদিন লহনার আদেশে খুল্লনা ছাগযূথ লইয়া উজানি নগরের বহির্ভাগে অরণ্যের পার্শ্বে ছাগচারণে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলচণ্ডী।

খুল্লনার দুঃখের অবধি রহিল না। যে খুল্লনা এককালে মাতার ক্রোড়ে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন, সেই খুল্লনাকে একাকিনী গহন কাননের নিকটে ছাগচারণে প্রবৃত্ত হইতে হইল। নানা প্রকার উপাদেয় ও দুষ্প্রাপ্য খাদ্যও এককালে যাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইত, তাঁহাকে এক মুষ্টি কদন্নের জন্যও সপত্নীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতে হইল; যাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য শত শত দাস দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিত, তাঁহাকে আজ স্বহস্তে গো-শালার একপার্শ্ব পরিষ্কার করিয়া শয়নের স্থান করিয়া লইতে হইল; দুগ্ধফেননিভ কুসুম-কোমল শয্যায় যাঁহার নিদ্রা হইত না, তাঁহাকে আজ সামান্য তৃণশয্যায় শয়ন করিয়াই রাত্রি যাপন করিতে হইল!

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। খুল্লনা এত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও

স্বামীর নিন্দাসূচক একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয় নাই, একদিনও তিনি আপনার দুরদৃষ্টের নিমিত্ত কোন দেবতার প্রতি অভক্তি প্রকাশ করেন নাই।

খুল্লনা দুর্গার উপাসনা করিতেন। এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, ভগবতী চণ্ডী পৃথিবীতে নারীসমাজে আপনার পূজা প্রচলিত করিবার জন্যই খুল্লনাকে কিছু দিনের জন্য নানা প্রকার কষ্ট দিয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নকালে খুল্লনা প্রান্তর মধ্যে এক তরুতলে বিশ্রাম-আশায় উপবেশন করিয়া নিদ্রামগ্না হইয়া পড়েন। সেই সময়ে ভগবতী চণ্ডী খুল্লনার মাতা রম্ভাবতীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাছা, তোর কপালে যে কত কষ্ট আছে, তাহা আমি জানি না. তোর সর্ব্বশী নাম্নী ছাগীকে শৃগালে মারিয়া ফেলিয়াছে, আজ হয় ত লহনা তোকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিবে।" এই বলিয়া চণ্ডী অন্তর্হিতা হইলেন।

নিদ্রাভঙ্গে খুল্লনা উঠিয়া বসিলেন এবং জননীকে স্মরণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিলেন। তাহার পর দেখিলেন যে, সত্য সত্যই সর্ব্বশী নাম্নী ছাগীটি নিকটে নাই। তখন তিনি রোদন করিতে করিতে সর্ব্বশীর নাম ধরিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইল। খুল্লনা

অবশেষে গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, তথায় এক সরোবরে দেবকন্যারা স্নান করিতেছেন। তাঁহারা খুল্লনার পরিচয় এবং রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খুল্লনা তাঁহাদের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলেন। দেবকন্যারা খুল্লনার কথা শুনিয়া বলিলেন "তুমি প্রতি মঙ্গলবারে চণ্ডীর পূজা ক'র, তোমার সকল কষ্ট দূর হইবে।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজার পদ্ধতি শিখাইয়া দিলেন। খুল্লনাও তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে চণ্ডীর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

খুল্লনার পূজায় ভগবতী চণ্ডী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বর দিবার জন্য বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করিয়া গভীর রাত্রিতে খুল্লনার নিকটে আগমন করিলেন। ভগবতী খুল্লনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে চণ্ডীর নিন্দা করিয়া খুল্লনাকে চণ্ডীর পূজা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু খুল্লনা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। খুল্লনার একাগ্রতা ও ভক্তি দেখিয়া ভগবতী চতুর্ভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া খুল্লনাকে বলিলেন "বৎসে, আমি তোমার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।"

ভগবতীকে সম্মুখে অবতীর্ণা দেখিয়া খুল্লনা ভক্তিগদ্গদ চিত্তে তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। দেবী

তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলে তিনি করযোড়ে বলিলেন, "দেবি! আমি আর কি বর প্রার্থনা করিব? যদি আপনি আমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন দুই বেলা উদরপূর্ত্তি করিয়া অন্ন খাইতে পাই এবং যদি আমার কোন ছাগ বনমধ্যে হারাইয়া যায়, তাহা হইলে আমি যেন অক্লেশে সেই ছাগকে প্রাপ্ত হই। ইহা ব্যতীত আমি আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না।"

খুল্লনার এই নির্লোভ অথচ সরল স্বভাব দর্শন করিয়া দেবী তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে বর দিতেছি, তুমি অচিরে তোমার গৃহে প্রধান গৃহিণী হইবে এবং পরম গুণবান পুত্র লাভ করিবে।" এই বলিয়াই ভগবতী অদৃশ্য হইলেন।

ভগবতীর অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরেই খুল্লনা তাঁহার সর্ব্বশী ছাগীকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন এবং আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে ভগবতীর কৃপার কথা চিন্তা করিতে করিতে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেই রাত্রিতেই লহনা নিদ্রাবেশে স্বপ্নে দর্শন করিলেন. যেন কোন দেবী তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারের জন্য যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতেছেন। সপত্নী

খুল্লনার সহিত লহনা যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া সেই দেবী রোষকষায়িত-লোচনে লহনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন "রে পাপিষ্ঠে, যাহাকে তোর্ হস্তে সমর্পণ করিয়া তোর্ স্বামী প্রবাসে গমন করিয়াছেন, ই সেই নিরপরাধা খুল্লনার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিস্, তাহাতে যে কেবল তুই আপনার নাম কলঙ্কিত করিয়াছিস্ তাহা নহে, তোর শ্বশুরকুলেও তুই কলঙ্কার্পণ করিয়াছিস্। তুই নিশ্চিন্তচিত্তে গৃহে বসিয়া নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতেছিস, আর তোর্ ভগিনী খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরাইয়া বেড়াইতেছে, ইহাতে কি তোর্ মনে আত্মগ্লানির উদয় হয় না? ইহাতে যে তোর্ স্বামীর পবিত্র নাম কলঙ্কিত হইতেছে। যাহার স্বামী লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর, সেই খুল্লনা আজ তোর্ চাতুরীজালে পতিত হইয়া কাঙ্গালিনীর বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে! যখন তোর স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তোর এই নীচতার কথা শুনিয়া তোকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুই কি উত্তর দিবি? সাধু ধনপতি আসিয়া যে তোর গর্ব্ব চূর্ণ করিবেন, তাহা কি একবারও চিন্তা করিস্ না?"

স্বপ্নে দেবীর মুখে এই প্রকার তিরস্কার শ্রবণ করিয়া লহনার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি স্বভাবতঃ ঈর্ষ্যাপরায়ণা নীচমনা

ছিলেন না, কেবল দুর্ব্বলার কু-পরামর্শেই খুল্লনার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। এক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। সেই গভীর রাত্রিতেও খুল্লনা অরণ্য হইতে ছাগ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই জানিতে পারিয়া তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতেই একাকিনী অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে লহনা দেখিলেন, খুল্লনা ছাগযূথ লইয়া ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন।

খুল্লনাকে দর্শন করিবামাত্র লহনা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া স্বীয় দুর্ব্ব্যবহারের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং অনুতপ্ত-হৃদয়ে বারংবার আপনাকে ধিক্কৃত করিতে লাগিলেন। লহনা বলিলেন "ভগিনি, তোমার সহিত এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। দেখ, আমার দুর্ব্ব্যবহারে তুমি সামান্য শারীরিক কষ্টমাত্র পাইয়াছ, কিন্তু আমি যেরূপ মানসিক যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা বর্ণনাতীত: আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিবাদে যে সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে পারে, তাহারই জয় হয়, তাহারই মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়।" এই প্রকার বিবিধ বচনে খুল্লনার দুঃখ-অপনোদনের চেষ্টা করিয়া লহনা খুল্লনাকে সসমাদরে গৃহে লইয়া গেলেন।

সেই দিন হইতে ভগবতীর কৃপায় খুল্লনার দুঃখশর্ব্বরী প্রভাত হইল। লহনা সেই দিন হইতে খুল্লনার সহিত সর্ব্ব-প্রকারে সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। স্বয়ং নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও কিসে খুল্লনা সুখে থাকিবেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
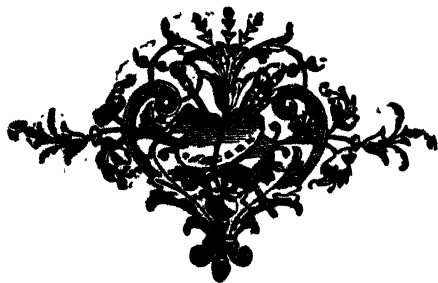
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

ভগবতী চণ্ডী খুল্লনার দুঃখ দূর করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি ধনপতিকে উজ্জয়িনীতে আনয়ন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন রাত্রিকালে ধনপতি গৌড় নগরে স্বীয় আবাসে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন লহনা এবং খুল্লনা মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার শর্য্যাপার্শ্বে ম্লান বদনে বসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিতেছেন। ধনপতি অনেক দিন স্বীয় আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবাসে অবস্থান করিতেছেন, গৃহে দুইটি পত্নীকে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তথায় কিরূপ ভাবে কাল যাপন করিতেছেন, একবারও তাহার কোন সংবাদ লইলেন না প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া অভিমান-ভরে লহনা ও খুল্লনা স্বামীকে কতই অনুযোগ করিতে লাগি-লেন। স্বপ্নে এই দৃশ্য দর্শন করিয়াই ধনপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। [illegible]ত্যাগ পূর্ব্বক অনুতপ্ত হৃদয়ে রজনীর

অবশিষ্ট অংশ নানা প্রকার চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন এবং পর দিনেই স্বদেশে যাত্রা করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে ধনপতি গৌড়রাজ-সকাশে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজাকে উপহার দিবার জন্য তিনি দশ ঘড়া পূর্ণ করিয়া চিনি, ফেনী (বড় বাতাসা), পূরি, নারিকেলের কাঁদি এবং কয়েক ঘড়া গঙ্গাজল লইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গৌড়েশ্বর ধনপতির কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আরও অন্ততঃ এক মাস কাল গৌড় নগরে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ধনপতি যথোচিত সম্ভ্রম ও বিনয় সহকারে নানাবিধ যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশে গমনের জন্য বারংবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অগত্যা গৌড়রাজ তাঁহাকে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন এবং যে সকল শিল্পীকে সুবর্ণ-পিঞ্জর নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সুবর্ণ-পিঞ্জর আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। শিল্পীরা রাজার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ-কারুকার্য্য-সম্বলিত, মণি-মাণিক্য-খচিত সুবর্ণময় পিঞ্জর আনিয়া রাজার সম্মুখে স্থাপন করিল। ধনপতি সেই মহামূল্য পিঞ্জর নির্ম্মাণের পারিশ্রমিক স্বরূপ শিল্পীদিগকে এক শত টাকা প্রদান করিলেন

এবং পিঞ্জর লইয়া রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজাও ধনপতিকে নানাবিধ ধন, রত্ন, কঙ্কণ অশ্বযুগল, সুসজ্জিত হস্তী প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন। বিদায়-কালে রাজা ধনপতিকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন।

ধনপতি কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া গৌড় নগর হইতে যাত্রা করিয়া বড়গঙ্গা নদীর কূলে উপস্থিত হইলেন এবং নদী পার হইয়া শীতলপুর, মালতীপুর, কালাহাট, সগড়ি, বড়লখালি, সিমলা, বালিয়াঘাটা, রায়খাল, রাজপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অজয় নদের কূলে উপস্থিত হইলেন এবং আউটবেক, ত্রি-মুহানি পার হইয়া উজ্জয়িনী নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে স্বগৃহে গমন না করিয়া, একেবারে রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে সেই স্বর্ণপিঞ্জর স্থাপন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ধনপতিকে দর্শন করিবামাত্র রাজা পরম আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার ক্ষেমবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা স্বর্ণপিঞ্জরের কারুকার্য্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং ধনপতিকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়া গৃহে গমন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। ধনপতি রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক

স্বগৃহে গমন করিলেন। পূর্ব্বেই নানাবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে ধনপতির আগমনবার্ত্তা নগরমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। লহনা ও খুল্লনা স্বামীর অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব্ব হইতে নানা প্রকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অগ্নি-পরীক্ষা।

ধনপতি বৎসরাধিক কাল গৌড় নগরে বাস করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম সুখে কিছু দিন পত্নীদ্বয়ের সহিত কালাতিপাত করিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে ধনপতির পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন সমাগত হইল। বন্ধুগণের পরামর্শে তিনি মহাসমারোহ সহকারে পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিলেন। বঙ্গদেশে যত গন্ধবণিকের বাস ছিল, তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। পত্রবাহকগণ ধনপতির লিখিত নিমন্ত্রণ-পত্র এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সামাজিক মর্য্যাদাস্বরূপ সুপারি ও সন্দেশ লইয়া দেশে দেশে প্রস্থান করিল। সে সময়ে বর্দ্ধমানে নীলাম্বর, চম্পাই নগরে চাঁদ সওদাগর, ভালুকীতে অলঙ্কার দত্ত, মণ্ডলায় শঙ্কর নায়েক, কজ্জনাতে যাদব, মাধব, হরি, শ্রীধর ও বলাই নামক পাঁচ সহোদর, ফতেপুর বোরস্থলাতে সোমচন্দ্র, মালগনীতে শতানন্দ চন্দ, দশঘরাতে বাসুলা,

শেয়াখালাতে শ্রীধর হাজরা, লাউগাঁতে রাম দত্ত, পাঁচড়াতে চণ্ডীদাস খাঁ প্রভৃতি বণিক্‌গণ গন্ধবণিক্‌সমাজে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ধনপতি সওদাগরের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া এই সকল বণিক্-কুলতিলক সবান্ধবে উজ্জয়িনী নগরে সমাগত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে ধনপতি যথারীতি শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপন করিয়া সামাজিক প্রথা অনুসারে স্ব সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সর্ব্বাগ্রে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই মাল্যচন্দন উপলক্ষে মহা গোলযোগের সূত্রপাত হইল। কারণ, ধনপতি চম্পাই নগরের চাঁদ সওদাগরকে গন্ধবণিক সমাজের প্রধান ব্যক্তি স্থির করিয়া সর্ব্বাগ্রে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা তাঁহার সংবর্দ্ধনা করাতে অন্যান্য স্থানের বণিক্‌গণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞাত বোধ করিলেন। তাঁহারা সকলেই ধনপতিকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ধনপতির অনুপস্থিতিকালে তাঁহার যুবতী ভার্য্যা খুল্লনা একাকিনী বনমধ্যে ছাগচারণে গমন করিতেন বলিয়া সকলে খুল্লনার চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্কের আরোপ পূর্ব্বক ধনপতিকে সমাজচ্যুত করিবার ভয় দেখাইলেন। ধনপতি গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া খুল্লনার নিকটে, সপত্নীর প্রতি লহনার দুর্ব্ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য লহনাকে

ভর্ৎসনাও করিয়াছিলেন; কিন্তু লহনার সেই অন্যায় কার্য্যের জন্য পরে যে তাঁহাকে সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই। এখন তাঁহার স্বজাতীয়দিগের মুখে খুল্লনার চরিত্রে অকারণ কলঙ্কের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া লহনাকে তাঁহার অদূরদর্শিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য পুনরায় যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু তখন আর লহনাকে ভর্ৎসনা করিলেও স্বজাতীয়দিগের নিকটে খুল্লনার কলঙ্ক-মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ধনপতি অগত্যা পুনরায় সভাস্থলে গমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সভাতে সমবেত কোন রঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি হরিবংশ আবৃত্তিচ্ছলে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া খুল্লনা-চরিত্রে নানা প্রকার দোষারোপ করিল, কেহবা রামায়ণে বর্ণিত সীতা-হরণ এবং সীতার অগ্নি-পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া ধনপতির প্রতি নানা প্রকার সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিল।

এই প্রকারে সভার মধ্যে মহা অশান্তির আবির্ভাব হইল। পরে অনেক বাদ বিতণ্ডার পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে, সীতা দেবী যেরূপ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপনার চরিত্রের নির্ম্মলতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, খুল্লনাও যদি সেইরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপনার চরিত্রের দোষশূন্যতার

পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে সমবেত কুটুম্বগণ নির্ব্বিবাদে ও অবাধে খুল্লনার স্পৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা আর কোনরূপ আপত্তি করিবেন না। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ধনপতি ক্ষোভে ও ভয়ে অধোবদন হইলেন ; কিন্তু জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের কোপশান্তির উপায়ান্তর নাই জানিয়া এই অসাধ্য প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যখন এই প্রস্তাব সেই নির্ম্মলস্বভাবা, আদর্শ চরিত্রা, ধর্ম্ম-পরায়ণা খুল্লনার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি প্রফুল্ল চিত্তে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি প্রথমে স্নান করিয়া শুচি হইলেন, পরে পবিত্র পট্ট বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভগবতী চণ্ডীর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূজা শেষ করিয়া খুল্লনা যখন দেবীকে প্রণাম করেন, সেই সময় দেবী ভগবতী অন্যের অলক্ষ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন এবং খুল্লনার মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "বৎসে ! কোন চিন্তা নাই, আমি সর্ব্বদা তোমার নিকট থাকিয়া তোমাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিব। তুমি নির্ভয়ে তোমার কুটুম্বগণের প্রস্তাবিত পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাদের সন্দেহ দূর কর।" এই কথা বলিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। খুল্লনা দেবীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সভামধ্যে গমন করিলেন।

এইবার খুল্লনার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমে দুইজন পথিকের মস্তকে খুল্লনার লিখিত দুইখানি পত্র স্থাপন পূর্ব্বক বহুক্ষণ তাহাদিগকে জলমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হইল। পথিকদ্বয় বহুক্ষণ জলমধ্যে থাকিয়াও কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিল না. অনায়াসে ও সুস্থ শরীরে জলাশয় হইতে উঠিয়া সভামধ্যে আগমন করিল। তাহার পরে, একটা কলস-মধ্যে একটা রত্নাঙ্গুরীয়ক স্থাপনপূর্ব্বক সেই কলসমধ্যে একটা ভয়ানক-বিষধর কালসর্পকে রাখা হইল, খুল্লনা অম্লান বদনে সেই কলসের মধ্য হইতে অঙ্গুরীয়ক উঠাইয়া লইলেন। অনন্তর একটা লোহার সাবল অগ্নিতাপে উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ হইলে এক ব্যক্তি সাঁড়াসী দ্বারা সেই সাবল ধরিয়া খুল্লনার নিকটে গমন করিল, খুল্লনা অবলীলাক্রমে সেই অগ্নিবৎ উত্তপ্ত লৌহখণ্ড মুষ্টিতে ধারণ পূর্ব্বক সাতবার মস্তকের উপর ঘুরাইয়া দূরে একটা তৃণস্তূপের উপর নিক্ষেপ করিলেন. মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তৃণস্তূপ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু উত্তপ্ত সাবল ধারণ হেতু খুল্লনা কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। এই প্রকার নানারূপ পরীক্ষার পর সকলে খুল্লনাকে জতুগৃহের মধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করিবার প্রস্তাব করিল। অবিলম্বে একটা জতুগৃহ নির্ম্মিত হইল। নানা প্রকার দাহ্য পদার্থ দ্বারা সেই গৃহের প্রাচীর, ছাদ ও কবাট নির্ম্মিত হইল।

খুল্লনা ভগবতী চণ্ডীকে স্মরণ পূর্ব্বক সহাস্য বদনে জতুগৃহের নিকটে গমন করিলেন এবং স্বয়ং জতুগৃহের প্রাচীরে অগ্নি সংযোগপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্নিদেব সহস্র রসনা বিস্তার করিয়া জতুগৃহের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। অনল-তাপে জতুগৃহ দ্রবীভূত হইয়া বহ্নিস্রোতের ন্যায় ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইল, উহার উত্তাপ এত প্রবল হইল যে, কোন ব্যক্তি তাহার নিকটে গমন করিতে পারিল না, এমন কি, আকাশ পথে বিহঙ্গমগণও সেই অগ্নিরাশি অতিক্রম করিতে পারিল না। বস্তুতঃ ক্ষণকালমধ্যেই সেই জতুগৃহ অদৃশ্য হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রচণ্ড বৈশ্বানর গগনস্পর্শিনী শিখা বিস্তার পূর্ব্বক সেই স্থানে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

কয়েক দণ্ড পরে অগ্নির তেজ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়া আসিল; যাহারা অগ্নির উত্তাপ-স[illegible]তে না পারিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা[illegible]রে ধীরে সেই স্থানে সমবেত হইতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, কেবল ভস্মস্তূপ দর্শকগণের দৃষ্টিপথের সম্মুখে বিদ্যমান রহিল। যতক্ষণ জতুগৃহটি দগ্ধ হইতেছিল, ততক্ষণ ধনপতি প্রাণাধিকা প্রিয়তমার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া রোদন করিতে-ছিলেন। কেহই সে সময়ে মনে করে নাই যে, এই দুর্ব্বিষহ

উত্তাপ সহ্য করিয়া খুল্লনা সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অক্ষত শরীরে জীবিত থাকিতে পারিবেন। কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে সকলে সবিস্ময়ে দর্শন করিল যে, খুল্লনা সহাস্য আস্যে সেই ভস্মস্তূপ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভক্তিভাবে ভগবতী চণ্ডীকে ও সমবেত গুরুজনকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই সানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া এই জতুগৃহে অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহারা যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া খুল্লনার নিকটে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সেই সভায় সমবেত ব্যক্তিমাত্রেই খুল্লনাকে আর সামান্যা মানবী বলিয়া মনে করিতে সাহস করিল না; তাহারা সকলেই তাঁহাকে দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল এবং নানা প্রকার সুমধুর বাক্যে তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হইল।

খুল্লনা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রন্ধনকার্য্যের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা শেষ করিলেন। তখন ধনপতির কুটুম্বগণ পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়া খুল্লনার পাক-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। খুল্লনার স্পৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজনে আপত্তি করা ত দূরের কথা, কেহ সে কথা মনে আনিতেও সাহস করিল না। ধনপতি হৃষ্ট চিত্তে সমাগত আত্মীয় ও কুটুম্বগণকে যথাযোগ্য

ধন রত্নাদি উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারাও ধনপতির নিকট আশানুরূপ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ধনপতি ও খুল্লনার যশোগান করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজাদেশ।

পরদিন প্রাতঃকালে ধনপতি রাজ-দর্শন অভিলাষে রাজ বাটীতে গমন করিলেন। রাজাকে উপহার দিবার জন্য তিনি গুড়, সুপারি, তাম্বূল, শর্করা এবং চাঁপা ও বর্ত্তমান প্রভৃতি বস্তু লইয়া রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তিনি ঐ সকল উপহার রাজার সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক রাজচরণে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। রাজা বিক্রমকেশরী পুরাণ শ্রবণ করিতেছিলেন। পুরাণপাঠক, জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দন দানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছিলেন যে, যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দন দান করেন, তাঁহার সুকৃতির সীমা থাকে না। যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্বেত মাল্য ও শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবপূজা করেন, তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন, যিনি শিবের মন্দিরে শঙ্খধ্বনি করেন, মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। যিনি নারায়ণের সমীপে দণ্ডায়মান থাকিয়া চামর ব্যজন করেন, তিনি স্বর্গীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করেন।

রাজা, পাঠকের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, শঙ্খ ও চন্দনের ভাণ্ডারীকে আহ্বান পূর্ব্বক, রাজভাণ্ডার হইতে শঙ্খ ও চন্দন আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ভাণ্ডারী রাজার আদেশে অচিরে ভাণ্ডারে গমন করিলেন এবং তথা হইতে বাকলা চন্দন নামক এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় চন্দন আনয়নপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। রাজা উৎকৃষ্ট চন্দনের পরিবর্ত্তে জঘন্য বাকলা চন্দন আনয়ন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভাণ্ডারী করযোড়ে বলিলেন, "হে রাজন, ভাণ্ডারে এক তোলা পরিমিতও উত্তম চন্দন নাই; কারণ পূর্ব্বে যখন আপনার রাজ্যের বণিকেরা দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত ছিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বদা ভীত চিত্তে আপনার আদেশ পালন করিতেন। কিন্তু এখন বণিকেরা ধনকুবের হইয়াছেন, তাঁহারা সম্পত্তিশালী হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায় এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াই বসিয়া আছেন এবং নানা প্রকার ভোগবিলাসে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইল বণিক রঘুপতি দত্তের মৃত্যু হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বে তরী পূর্ণ করিয়া চন্দন আনয়ন করিতেন। বর্ত্তমান কালের বণিকগণ স্ব স্ব আলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে যাইতে সম্মত নহেন বলিয়া ভাণ্ডারে অনেক দ্রব্যেরই অভাব হইয়াছে। এখন রাজ ভাণ্ডারে নীলকান্ত মণি, মাণিক্য, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি রত্ন

আর নাই। চামর সকল অত্যন্ত পুরাতন হওয়াতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লবঙ্গ অভাবে গজশালাতে গজ, সৈন্ধবের অভাবে অশ্বশালায় অশ্বসকল প্রত্যহই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শঙ্খের এরূপ অভাব হইয়াছে যে, পূজার সময় শঙ্খধ্বনি এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমণীরা শঙ্খধারণের ইচ্ছাসত্ত্বেও শঙ্খের অভাবে পিত্তলের অলঙ্কার ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হে রাজন, যদি পুনরায় রাজভাণ্ডার এ সকল দ্রব্যে পূর্ণ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে ধনপতি দত্তকে বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরণ করুন।”

ভাণ্ডারীর কথা শ্রবণ করিয়া ধনপতি করযোড়ে রাজাকে বলিলেন “মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন; দক্ষিণকূলে বাণিজ্য করিবার জন্য অন্য কোন বণিক্‌কে আদেশ করুন। হে রাজন্‌, আমরা পুরুষানুক্রমে যে সকল তরণী লইয়া জলপথে বাণিজ্যার্থ গমন করিতাম, সেই সকল তরণী এক্ষণে জীর্ণ হইয়া ভ্রমরার জল-মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। আমি সেই সকল জীর্ণ তরণী লইয়া কিরূপে সমুদ্রে গমন করিব?”

ধনপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে সমুদ্রযাত্রায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। রাজা বিক্রমকেশরী তখনও মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন দর্শন করিয়া ধনপতি পুনরায় করযোড়ে বলিলেন

"হে অবনীপতি, আমি যে সময়ে গৌড় নগরে অবস্থান করিতে-ছিলাম, সে সময়ে আমার প্রথমা পত্নী লহনা সপত্নী-বিদ্বেষের বশবর্ত্তিনী হইয়া খুল্লনাকে কিরূপ কষ্ট দিয়াছিল, তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আমি সেই সপত্নী-বিদ্বেষের কথা স্মরণ করিয়া বিদেশে গমন করিতে ভয় পাইতেছি। হে নরনাথ, আপনি এবার সিংহল দেশে অন্য কোন বণিককে প্রেরণ করুন।"

ধনপতির কথায় রাজার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইতেছে ও তাঁহার লোচনদ্বয় ক্রোধে আরক্তিম হইতেছে দেখিয়া, ধনপতি অগত্যা দুঃখিত মনে, রাজার আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন। তখন রাজার মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি ধনপতিকে আপনার পরিচ্ছদ, অশ্ব ও নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রদান করিলেন এবং বাণিজ্য করিবার জন্য একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিয়া সহর্ষে ধনপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার আদেশে ভাণ্ডারী সভাস্থলে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আনয়নপূর্ব্বক ধনপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। ধনপতি রাজচরণে প্রণাম করিয়া এবং সভাস্থ সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আবাস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞান পত্র

রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ধনপতি সিংহল গমনের উদযোগ করিবার জন্য স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার স্বকীয় আবাসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ধনপতির সিংহল যাত্রার সংবাদ নগরের নানা স্থানে প্রচারিত হওয়ায় লহনাও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ধনপতি গৌড় নগর হইতে প্রত্যাগমন করত, খুল্লনার সহিত লহনার দুর্ব্ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া, লহনার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং খুল্লনার প্রতি সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। বিশেষতঃ খুল্লনার অগ্নি-পরীক্ষার দিনে সভামধ্যে আত্মীয় কুটুম্ব সমাজে তাঁহাকে যে অপ্রতিভ এবং হতমান হইতে হইয়াছিল, লহনাই তাহার একমাত্র কারণ—এ কথা যখনই ধনপতির মনে উদিত হইত, তখনই তিনি ক্ষোভে ও ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইতেন। সেদিন খুল্লনা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বামীর পূর্ব্বগৌরব রক্ষা ও পতিকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ধনপতি সেইজন্য খুল্লনার প্রতি একান্ত প্রীতি প্রকাশ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, খুল্লনার প্রতি ধনপতির সানুরাগ ব্যবহার দর্শন করিয়া লহনার হৃদয়ে দারুণ বিরক্তি ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইত কিন্তু তিনি তাহার কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ করিতেন না একক্ষণে স্বামী বাণিজ্যার্থ সিংহলে গমন করিবেন শুনিয়া লহনার মনে আনন্দের উদ্রেক হইল। তিনি মনে করিলেন, আমার স্বামী গৃহবাসী হইয়াও আমার পক্ষে প্রবাসী হইয়াছেন। আমার সপত্নীই এখন স্বামীর হৃদয় এবং সংসারের কর্ত্তৃত্ব অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং এখন যদি আমার স্বামী কিছুদিনের জন্য বিদেশে গমন করেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। কারণ, আমি এখন সধবা হইয়াও পতির আদরে বঞ্চিত হইয়া বিধবার সমান হইয়াছি, এখন যদি খুল্লনা পতির বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। রাজা বিক্রমকেশরী এ সময়ে আমার স্বামীকে বিদেশ-গমনের আদেশ প্রদান করিয়া আমার পক্ষে পরম বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। রাজা বিক্রমকেশরী দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করুন।

ধনপতি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সাধ্বী খুল্লনা, স্বামীর পাদপ্রক্ষালনের জন্য সুশীতল বারি লইয়া স্বামীর নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার বিরস বদন দর্শন করিয়া বিষাদের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধনপতি সবিষাদে রাজার আদেশ বাক্য খুল্লনাকে শ্রবণ করাইলেন।

স্বামীর মুখে তাঁহার সিংহল-যাত্রার কথা শ্রবণ করিয়া খুল্লনার বোধ হইল যেন তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি স্বামীর নিকট আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, "চন্দন, শঙ্খ প্রভৃতি আনয়ন করিবার জন্য সিংহলে গমন করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের গৃহে চন্দন, শঙ্খ, নীলকান্ত মণি, মাণিক্য, প্রবাল প্রভৃতি যে সকল মহার্ঘ দ্রব্য আছে, তাহাই আপনি রাজভবনে প্রেরণ করিয়া রাজার অভাব মোচন করুন এবং সুখে নিজগৃহে অবস্থান করুন। আমি আপনাকে বিনতি করিয়া বলিতেছি, অনন্ত যোজন বিস্তৃত সাগরে আপনি তরণী লইয়া গমন করিবেন না। সাগরের লবণাক্ত জলের বায়ুতে লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। শুনিয়াছি সাগরের জলে মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি ভীষণ জলজন্তু এবং সাগরকূলে অরণ্যে ভয়ানকদর্শন শার্দ্দূলচয় বিচরণ করে। আমি পিতার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, যে সিংহল দেশে গমন করে, সে অত্যন্ত ক্লেশ পায়। শুনিয়াছি, সিংহলের রাজা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত এবং পরপীড়ক। কেহ তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে তিনি নানা ছলে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়েন।" খুল্লনা এইরূপ নানা প্রকার

বাক্যে স্বামীকে সিংহল-গমনে ক্ষান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লহনা যখন সহচরীমুখে শ্রবণ করিলেন যে, খুল্লনা ধনপতিকে সাগরপারে গমন করিতে নিষেধ করিতেছেন, তখন তাঁহার এই ভয় হইল যে, যদি ধনপতি খুল্লনার অনুরোধে সিংহলে যাইতে অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। খুল্লনার নিকট হইতে ধনপতিকে দূরে রাখাই এখন লহনার একমাত্র অভিপ্রায়। সেই জন্য তিনি যখন স্বামীর মুখে সিংহল-গমনের বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া স্বামীর চিত্তহরণের চেষ্টা করিলেন এবং বলিলেন, "রাজার অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করাই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সিংহলে গমন করুন, কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিলম্ব করিবেন না। আমি আপনাকে আর কি বুঝাইব? ক্রয় বিক্রয় দ্বারাই ধন উপার্জ্জন হইয়া থাকে, ইহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। সঞ্চিত অর্থ যতই প্রচুর হউক না কেন, উহা ব্যয় করিলে কতদিন থাকে? যদি আয় না থাকে, নদীসৈকতের বালুকা-কণার ন্যায় অসংখ্য অর্থ থাকিলেও তাহা শেষ হইয়া যায়।"

লহনার মুখে এই প্রকার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনপতি মনে মনে হাস্য করিয়া খুল্লনার সমীপে গমন

করিলেন। খুল্লনা স্বামীকে একান্তে লইয়া লজ্জা-বিনম্র বদনে ধীরে ধীরে বলিলেন "আপনি বিদেশে গমন করিতেছেন, সে দেশে আপনাকে কত দিন থাকিতে হইবে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই; অতি দীর্ঘকাল বিলম্ব হইবারও সম্ভাবনা। দেশে অনেকেই শত্রু আছে, আমি গর্ভবতী হইয়াছি, পরে আমার পুত্র অথবা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে শত্রুরা পুনরায় আমার বৃথা কলঙ্ক ঘোষণা করিতে পারে। আপনি সিংহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আমাকে হয় ত পুনরায় পরীক্ষা দিবার জন্য তাহারা অনুরোধ করিবে।"

খুল্লনার কথা শ্রবণ করিয়া ধনপতি কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। পরে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া খুল্লনার হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন "এই পত্র তোমার নিকটে থাকিলে কেহই তোমার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে পারিবে না।" তিনি সেই পত্রে লিখিলেন যে, যখন খুল্লনা ছয়মাস গর্ভবতী, সেই সময়ে ধনপতি রাজার আদেশে সিংহলে বাণিজ্য করিতে গমন করেন। অধিকন্তু ঐ পত্রে খুল্লনার প্রতি এরূপ অনুরোধ রহিল যে, যদি খুল্লনার গর্ভে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই কন্যার নাম শশিকলা রাখিতে হইবে এবং পরে তাহাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিতে হইবে। আর যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের নাম শ্রীমন্ত

অথবা শ্রীপতি রাখিতে হইবে এবং তাহার বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই পুত্র বড় হইলে, তাহাকে সিংহলে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রেরণ করিবে। যদি ধনপতি সিংহল হইতে বার বৎসরের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রকে পিতার অনুসন্ধানে সিংহলে প্রেরণ করিবে। এইরূপ মর্ম্মের এক পত্র লিখিয়া ধনপতি সেই পত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং খুল্লনার হস্তে পত্র সমর্পণ পূর্ব্বক শুভ লগ্ন স্থির করিবার জন্য দৈবজ্ঞের অন্বেষণে ভৃত্যকে প্রেরণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আয়োজন।

যথাসময়ে ধনপতির ভৃত্য একজন দৈবজ্ঞকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলে, ধনপতি সেই গণককে সিংহল যাত্রার জন্য শুভ দিন নির্দ্দেশ করিতে অনু-রোধ করিলেন। গণক কিয়ৎক্ষণ গণনা করিয়া বলিলেন "আপাততঃ কিছুকাল যাত্রিক শুভদিন দেখিতে পাইতেছি না। এখন যাত্রা না করাই আমার মতে সঙ্গত।" দৈবজ্ঞের কথায় ধনপতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন এবং যে দিন হউক এক দিন গোধূলি লগ্নে যাত্রা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ধনপতির তরণী-সমূহ জলে নিমজ্জিত ছিল। ধনপতি সেই সকল তরণীকে পুনরায় ভাসাইবার জন্য দুই জন সুদক্ষ ডুবুরী লইয়া ভ্রমরার ঘাটে গমন করিলেন। ঐ দুইজন ডুবুরী জলমধ্য হইতে "মধুকর" "দুর্গাবর" "গুমাবেকী" "শঙ্খশূল" "চন্দ্রপাল" "ছোটমুটি" ও "নাটশালা" নামক সাত খানি তরণীকে তীরে

উত্তোলন করিল এবং মোম ও ধূনা প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদের জীর্ণ সংস্কার করিল। তরণীগুলি জলে ভাসাইয়া ধনপতি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ভাণ্ডার হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিলেন। তিনি সিংহলের পথে বন্দরসমূহে এবং সিংহলে বিক্রয়ার্থ ও বিনিময়ের জন্য নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে বণিকগণ সাধারণতঃ একদ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিতেন; ধনপতি কোন্ দ্রব্যের বিনিময়ে কোন্ দ্রব্য পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা কবিকঙ্কণকৃত নিম্নলিখিত কবিতায় বিবৃত হইয়াছে ;—

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুঁঠের বদলে টঙ্ক।
পতিঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব
পায়রা বদলে শুয়া,
গাছফল বদলে জায়ফল পাব
বহড়ার বদলে গুয়া।
পাটশণ বদলে ধবল চামর পাব
কাচের বদলে নীলা।

লবণ বদলে সৈন্ধব পাব
জোয়ানী বদলে জীরা
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা।
চয়ের বদলে চন্দন পাব
ধুতির বদলে গড়া,
শুকৃতি বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।”

ধনপতি বাণিজ্যের জন্য মাষকলায়, মসুর, তণ্ডুল, বরবটি ছোলা, তৈল, ঘৃত, গোধূম, সর্ষপ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া তরণী সকল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে গণক গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপাততঃ কিছু দিনের মধ্যে বিদেশ যাত্রা করিবার উপযোগী শুভ লগ্ন নাই; কিন্তু ধনপতি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার ইচ্ছামত দিনে যাত্রার সময় স্থির করিলেন। স্বামী শুভ দিনের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সিংহল যাত্রার জন্য আয়োজন করিতেছেন শুনিয়া খুল্লনা মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং পাছে বিদেশে স্বামী কোন বিপদে পতিত হয়েন, সেই ভয়ে তিনি চণ্ডীর পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চণ্ডী খুল্লনার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন।

খুল্লনাকে পূজায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া লহনা ত্বরিত গমনে ধনপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে একান্তে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, "খুল্লনা প্রতি মঙ্গলবারে কোন ডাকিনীর পূজা । সেরূপ পূজাপদ্ধতি কেহ কখন দর্শন করে নাই। তাহার কার্য্য দর্শন করিয়া প্রতিবেশীরা নানা প্রকার অপ্রিয় কথার আলোচনা করে। জানিনা, খুল্লনার মনোগত অভিপ্রায় কি ; হয়ত সে আমারই অশুভ কামনা করিয়া ডাকিনীর পূজা করে। আপনি স্বয়ং অন্তরাল হইতে তাহার পূজার প্রক্রিয়া দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি কি সত্য কথা কহিতেছি।"

লহনার কথা শ্রবণ করিয়া ধনপতি পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দেবী ভগবতী পৃথিবীতে আপনার পূজার প্রচার করিবার জন্যই খুল্লনাকে উপলক্ষ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। খুল্লনা কাননমধ্যে দেববালাগণের নিকটে চণ্ডীর পূজার নূতন পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকাল প্রচলিত দেবপূজার সহিত খুল্লনার অনুষ্ঠিত পূজার অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। ধনপতি লহনার কথায় যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক একেবারে খুল্লনার পূজাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীর উদ্দেশ্যে স্থাপিত ঘট উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক খুল্লনার নিকটে গমন

করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ধনপতি ক্রোধভরে বলিলেন "খুল্লনা, তুমি এ কোন্ দেবতার পূজা করিতেছ? যদি রাজা তোমার এই বিচিত্র পূজার কথা জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন, জ্ঞাতি বন্ধুরা জানিতে পারিলে পুনরায় আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। তুমি ভালরূপই অবগত আছ যে, আমি কখনও স্ত্রী দেবতার পূজা করি না।"

স্বামীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া খুল্লনা ভগবতী চণ্ডীর ক্রোধের আশঙ্কা করিয়া সবিনয়ে করযোড়ে স্বামীকে বলিলেন "আপনি প্রবাসে গমন করিতেছেন, সেই জন্য আমি আপনার কল্যাণ কামনা করিয়া ভগবতীর পূজা করিতেছি। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আপনাকে আমি কি বুঝাইব? আপনি ত জানেন যে, দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সবংশ দশাননকে সংহার করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, দ্বাপর যুগে দেবকী ভগবতীর পূজা করিয়া কংসের কোপানল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আমি সেই ভগবতীরই পূজা করিতেছি।"

ক্রোধোন্মত্ত ধনপতি খুল্লনার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পদাঘাতে দেবীর ঘট ভগ্ন করিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। দেবী ভগবতী অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক ধনপতির কথা

শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার কার্য্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই-লেন। দেবী ভগবতী তাঁহার সখী পদ্মাবতীকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন "ধনপতি আমার যেরূপ অবমাননা করিল, আমি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। তুমি অবিলম্বে প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি ভূতযোনিদিগকে আদেশ কর, তাহারা যেন ধনপতির নৌকা লুণ্ঠন করিয়া তরণীগুলি জলে নিমজ্জিত করিয়া দেয় এবং অবিলম্বে যেন ধনপতির ছিন্ন মস্তক আনিয়া আমাকে উপহার দেয়। ধনপতি মহাদেবের পরম ভক্ত সত্য, কিন্তু যখন সে আমার অবমাননা করিয়াছে, তখন আর তাহার রক্ষা নাই। তাহার কার্য্যে আমাকে দেব-সমাজে লজ্জিত হইতে হইল।"

ভগবতীর কথা শ্রবণ করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন "দেবি, আপনি আত্মবিস্মৃত হইতেছেন। আপনার পূজার প্রচার করিবার জন্যই আপনি রত্নমালা বিদ্যাধরীকে খুল্লনারূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, মালাধর নামক বিদ্যাধরকে পৃথিবীতে প্রেরণ পূর্ব্বক খুল্লনার গর্ভে বাস করাইতেছেন। আপনি শান্ত হউন, আমি ধনপতিকে বিস্তর দুঃখ দিয়া অবশেষে তাহার দ্বারাই আপনার পূজা করাইব, আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। যদি আপনি তাহার প্রাণ বিনাশ করেন, তাহা হইলে আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।"

এদিকে স্বামীর অন্যায় আচরণ দর্শন করিয়া পতিব্রতা খুল্লনা অত্যন্ত ভীতা হইয়া সসম্ভ্রমে পুনরায় দেবীর ঘট স্থাপন করিলেন এবং নানাবিধ উপচারে দেবীর পূজা করিয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনের জন্য নানাপ্রকার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসলা দেবী ভগবতী খুল্লনার স্তবে তুষ্ট হইয়া ধনপতির অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং খুল্লনাকে অভয় প্রদান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সিংহলের পথে।

ধনপতি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হইলে নানাবিধ অশুভকর লক্ষণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি যে সময়ে গৃহের তোরণ অতিক্রম করিয়া রাজপথে পদার্পণ করেন, সেই সময়ে তাঁহার পদাঙ্গুলিতে উচোট লাগিল; তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র একটা সিয়াকুল কণ্টকে বাধিয়া গেল; যাত্রার সময়ে দাঁড় কাক ও চিল তাঁহার মাথার উপর উড়িতে লাগিল। কাঠুরিয়ারা কাষ্ঠভার মস্তকে লইয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিল, সন্নিহিত বৃক্ষের শুষ্ক শাখাতে বসিয়া একটা কোকিল বারংবার ধ্বনি করিতে লাগিল; সন্ন্যাসীরা ভিক্ষার্থ তাঁহার সম্মুখে ভ্রমণ করিতে লাগিল; তাঁহার সম্মুখস্থ পথিমধ্যে তৈলবিক্রেতারা তৈল বিক্রয় করিবার জন্য ভ্রমণ করিতেছিল। তাঁহার বাম দিক্ দিয়া একটা ভুজঙ্গম ও দক্ষিণ দিক্ দিয়া একটা শৃগাল চলিয়া গেল। ফলতঃ, তৎকালে যে সকল বস্তুকে লোকে যাত্রাবিঘ্নকর

বলিয়া মনে করিত, ধনপতি তৎসমস্তই দর্শন করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল দুর্লক্ষণে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভ্রমরার ঘাটে গমন করিলেন। "মধুকর" নামক তরণী তাঁহার নিজ ব্যবহারের জন্য পূর্ব্বাবধি নির্দ্দিষ্ট এবং সুসজ্জিত ছিল, তিনি হৃষ্টচিত্তে সেই তরণীতে আরোহণ করিলেন।

নাবিকেরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা অজয়নদ দিয়া প্রথমে ইন্দ্রাণী নামক গ্রামে গমন করিল। তথায় ধনপতি ইন্দ্রদেবের পূজা করিয়া নাবিকগণকে দ্রুতবেগে তরণী-চালনা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নৌকা দক্ষিণে ভাগু সিংহের ঘাট ও বামদিকে মাটিয়ারি গ্রাম রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকা কিছুক্ষণ পরে চণ্ডী-গাছা ও বেলনপুর বা ধলনপুর অতিক্রম করিল। অনন্তর নৌকা পূর্ব্বস্থলী পার হইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইল। ধনপতি কোথাও বা রন্ধনাদি করিয়া ভোজন করিতেন, আবার কোথাও বা দধি, খণ্ড, কদলী প্রভৃতি ভোজন করিয়া তিনি সমুদ্রগড়, মুজাপুর, আম্বুয়া প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বামদিকে শান্তিপুর ও দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া রাখিয়া তরণী উলা নগরের সন্নিহিত হইল। ধনপতি কোথাও কালবিলম্ব না করিয়া দিবারাত্রি গমন করিতে লাগিলেন। উলার পর তিনি মহেশপুর, ফুলিয়া,

হালিসহর, ত্রিবেণী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নগর সকল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই একাংশ, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কলরবে ত্রিবেণীর ঘাট সর্ব্বদা মুখরিত। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র বণিক্ সপ্তগ্রামে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন, কিন্তু সপ্তগ্রামের বণিকেরা স্ব স্ব গৃহে বসিয়াই বাণিজ্য করিতেন, তাঁহাদিগকে কখনও বিদেশে গমন করিতে হইত না। ধনপতি সেই মহানগর সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বামদিকে গরিফা, জগদ্দল ও দক্ষিণ দিকে গোন্দলপাড়া রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধনপতি সমুদ্রে গমন করিতেছিলেন, তথায় সুমিষ্ট নির্ম্মল পানীয় জল পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া তিনি ত্রিবেণী পার হইয়াই নৌকায় সুমিষ্ট জল সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনন্তর আরও কয়েকটী নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া ধনপতি বৈদ্য-বাটীর নিমাইতীর্থের ঘাটে উপনীত হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই ঘাটের উপর একটা নিম্ব বৃক্ষে জবাফুল ফুটিয়াছিল। অনন্তর ধনপতি দক্ষিণ দিকে মাহেশ, বামদিকে খড়দহ, দক্ষিণ দিকে কোন্নগর, কোতরঙ্গ, চিত্রপুর ও সালিখা এবং বামদিকে কলিকাতা রাখিয়া সন্ধ্যার সময় বেতড় গ্রামে উপস্থিত হইলেন। বেতড় হইতে পশ্চিমদিকে হিজলীর পথ চলিয়া গিয়াছে। ধনপতি বেতড় হইতে বালুঘাট ও তথা

হইতে কালীঘাট গমন করিলেন। বেতড় নামক স্থানে তিনি রাজহংস ও পারাবত ক্রয় করিয়া লইলেন। কালীঘাট হইতে ধনপতি বামদিকে নাচনঘাটা, বৈষ্ণবঘাটা ও দক্ষিণে বারাশত গ্রাম রাখিয়া ছত্রভোগে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে ধনপতি বহু জনপদ, গ্রাম, নগর, বন্দর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া মগরা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। মগরা অতি ভীষণ স্থান, তথায় অনন্ত বারিরাশি নিয়ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উচ্চতালবৃক্ষসম তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিত। ধনপতি বহু দূর হইতে মগরার জলকল্লোল শুনিতে পাইলেন। দূর হইতে আষাঢ় মাসের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া ধনপতি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সাগর-সঙ্গমের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি নাবিকদিগকে অতি সাবধানে তরণী চালনা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

এদিকে দেবী ভগবতী ধনপতিকে মগরায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সখী পদ্মাবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া মগরাতে বিষম ঝঞ্ঝাবাত সৃষ্টি করিলেন। চতুর্দ্দিক কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন ও অশনিপাত হইতে লাগিল; প্রবল বেগে পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল। এরূপ প্রবলবেগে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল যে, জল স্থলের পার্থক্য রহিল না। ঘন ঘন বজ্রধ্বনিতে সকলের কর্ণ বধির হইয়া গেল; নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ

মেঘে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হওয়াতে এত অন্ধকার হইল যে, কেহই সময় নিরূপণ করিতে পারিল না, দিবস কি রজনী তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। এই ভয়ানক দুর্য্যোগের উপর আবার শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড়ের বেগে ধনপতির নৌকার আচ্ছাদন কোথায় উড়িয়া গেল। তাঁহার নৌকা-সমূহ জলে পরিপূর্ণ হইল। এক একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া নৌকাগুলিকে যেন তৃণের ন্যায় আন্দোলিত করিতে লাগিল। সেই ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি দেখিয়া ধনপতির ও তাঁহার অনুচর-গণের মনে হইল, বুঝি পৃথিবীর যাবতীয় নদ নদী মগরায় একত্র হইয়া প্রকৃতিদেবীর চিত্তবিনোদনের জন্য তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। অবশেষে দেবীর আদেশে মারুতি ধনপতির ছয়খানি নৌকাকে মগরার অতল জলমধ্যে নিমজ্জিত করিলেন, কেবল "মধুকর" নামক নৌকাখানি রক্ষা পাইল; ধনপতি স্বয়ং ঐ নৌকাতে ছিলেন, সুতরাং তিনিও রক্ষা পাইলেন।

ধনপতি মহাদেবের উপাসক ছিলেন। পাছে মহাদেব বিরক্ত হয়েন, এই আশঙ্কায় দেবী চণ্ডী ধনপতিকে বিনাশ করিলেন না। দেবীর কৃপায় তিনি রক্ষা পাইয়া সমুদ্রপথে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঝড় বৃষ্টি দূর হইলে ধনপতি সঙ্কেতমাধব নামক স্থানে সুবর্ণময় মহাদেবের পূজা করিয়া মদনমল্ল, বীরখানা, কলাহাটী, ধূলিগ্রাম, অঙ্গারপুর

প্রভৃতি স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক বিংশতি দিবসে দ্রাবিড় রাজ্যে প্রবেশ করিল। দ্রাবিড় রাজ্যের অন্তর্গত জগন্নাথক্ষেত্রে এক দিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া ধনপতি ভগবান জগন্নাথের পূজা করিলেন এবং তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। অনন্তর তিনি জগন্নাথক্ষেত্র হইতে চিল্কা হ্রদ, চুলীডিঙ্গা অতিক্রম পূর্ব্বক বালিঘাটা, রাসপুর প্রভৃতি জনপদে গমন করিলেন। তথা হইতে আরও অগ্রসর হইয়া তিনি ফিরাঙ্গীর দেশে উপস্থিত হইলেন। ফিরাঙ্গীরা জলদস্যু বলিয়া বিখ্যাত ছিল, তরণীলুণ্ঠনভয়ে ধনপতি রাত্রি-কালে অতি গোপনে তাহাদের অধিকার অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ফিরাঙ্গীর দেশ হইতে ধনপতির নৌকা চিঙ্গড়িদহে উপস্থিত হইল. ঐ দহে লক্ষ লক্ষ চিঙ্গড়ি মৎস্য দিবারাত্রি সন্তরণ করিত। তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগস্থিত শুণ্ড দর্শন করিয়া তাহা সুদীর্ঘ তৃণ বলিয়া ধনপতির ভ্রম হইল। "মধুকরের" কর্ণধার অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল; সে জানিত যে এই সকল দহের মধ্য দিয়া গমনকালে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। নাবিক সেই দহে গুড় ও তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলে চিঙ্গড়ি মৎস্য-গণ তাহাই ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; ইত্যবসরে ধনপতির নৌকা চিঙ্গড়িদহ পার হইয়া কর্কটদহে উপস্থিত হইল।

. কর্কটদহে বিরাটকায় কর্কটগণ নৌকার চতুর্দ্দিক এরূপ ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল যে, নৌকার গতিরোধ হইল তখন বুদ্ধিমান নাবিক তাহার অনুচরদিগকে শৃগালের ন্যায় উচ্চ নিনাদ করিতে বলিল। তাহারা শৃগালের রব-অনুকরণ করিয়া চীৎকার করাতে কর্কটগণ শৃগালের আগমন আশঙ্কা করিয়া গভীর জলমধ্যে মগ্ন হইল, ধনপতির নৌকা নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনন্তর তথা হইতে নৌকা সর্পদহে উপস্থিত হইল। সেই দহে ভীষণাকার বিষধর সর্পগণ সর্ব্বদা বিচরণ করিত। চতুর মাঝি তাহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে বাবুই ও ইশার মূল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল ; সর্পদহে নৌকা উপস্থিত হইবামাত্র নাবিক ঐ সকল দ্রব্য নৌকার চতুর্দ্দিকে ঝুলাইয়া দিল। সর্পগণ বাবুই ও ইশার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না ; তাহারা ঐ গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র দূরে চলিয়া গেল। ধনপতির তরণী নির্ব্বিঘ্নে সর্পদহ অতিক্রম পূর্ব্বক কুম্ভীরদহে উপনীত হইল।

কুম্ভীরদহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুম্ভীরগণ করাল মুখ ব্যাদান করিয়া ধনপতির নৌকা আক্রমণ করিতে আসিল। বুদ্ধিমান নাবিক কয়েকটা ছাগ কাটিয়া তাহাদের দেহ অৰ্দ্ধদগ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভীরগণ ছাগমাংস ভক্ষণ করিবার

জন্য পরস্পরের সহিত মারামারি করিতে লাগিল, ইত্যবসরে ধনপতির নৌকা কুম্ভীরদহ হইতে কড়িদহে উপস্থিত হইল। ধনপতির নৌকা দর্শন করিয়া কড়ির দল সমুদ্রের জলের উপর লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। ধনপতি প্রথমে উহাদিগকে দর্শন করিয়া সফরী মৎস্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, নাবিক তাঁহার এই ভ্রমাপনোদন করিয়া দিল এবং নাবিকের পরামর্শে ধনপতি জোয়ারের সময়ে সমুদ্রের কূলে অনেকটা স্থান লৌহের জাল দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলেন। ভাটার সময়ে জল দূরে অপসৃত হইলে লৌহ-জাল-বেষ্টিত স্থানে অসংখ্য কড়ি সংগৃহীত হইল। ধনপতি সমুদ্রকূলে গভীর গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তন্মধ্যে কড়িগুলি পুতিয়া রাখিলেন এবং নিদর্শন স্বরূপ সেই স্থানে একটি রাম কলার গাছ রোপণ করিলেন।

কড়িদহ হইতে সাধুর নৌকা শঙ্খদহে উপস্থিত হইল। ধনপতি প্রথমে শঙ্খদিগকে রোহিত মৎস্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরে নাবিকের কথায় তাঁহার ভ্রমাপনোদন হইলে তিনি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অনেক শঙ্খ সংগ্রহ করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিলেন। শঙ্খদহ হইতে নৌকা হাথিয়া (জলৌকা) দহে গমন করিল। সেই দহে জলমধ্যে এরূপ ভীষণ সিকতাময় স্থান ছিল যে, তথায় নৌকা একবার বাধা প্রাপ্ত হইলে

আকুল হইয়া গুঞ্জন সহকারে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। দেবী স্বয়ং একটী প্রকাণ্ড সহস্রদল পদ্মের উপর ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন; পদ্মাবতী দেবীর আদেশে করিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। যে কালীদহ অনন্ত সুনীল অম্বরের ন্যায় নীলাম্বুপূর্ণ তরঙ্গ-সমাকুল ছিল, দেবীর মায়াতে তাহা এইরূপ অতি মনোরম কমল-কানন বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

ধনপতি দূর হইতে এই মায়াময় কমল-কাননে অলোক-সামান্য-রূপবতী কামিনী দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নির্ন্নিমেষলোচনে সেই নারীমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। ধনপতি সাগর বক্ষে যে কমলকানন ও রমণী দর্শন করিয়াছিলেন, নাবিকগণ তাহা দেখিতে পায় নাই। ধনপতি যে স্থানে বিবিধ বর্ণের কমল ও পদ্মপত্র দর্শন করিতেছিলেন, নাবিকগণ তথায় নিরবচ্ছিন্ন জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা ধনপতির মোহের কোন কারণই বুঝিতে পারিল না।

মোহাপনোদন হইবামাত্র ধনপতি পুনরায় সেই কমল-কানন ও কামিনীকে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, সেই সুগভীর জলরাশির উপর শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, সেই কমলকাননের

মধ্যে কুমুদ, কহ্লার, ইন্দীবর প্রভৃতি অন্যান্য জলজ পুষ্পও শোভা পাইতেছে। তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই কমলকাননে ষড়ঋতুর একযোগে আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি দেখিলেন, সেই কমলবনে রাজহংস সুখে বিচরণ করিতেছে, সারস সারসী, খঞ্জন খঞ্জনী, চক্রবাক চক্রবাকী ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি বিস্ময়সহকারে দেখিলেন, কালীদহের প্রবল স্রোতে নৌকা এক মুহূর্তের জন্য স্থির থাকিতে পারিতেছে না, কিন্তু কমল গুলি স্থির হইয়া রহিয়াছে। তিনি অধিকতর বিস্ময়-সহকারে দেখিলেন, যে কমল ভ্রমরের পদভরে কম্পিত হইতেছে, সেই কমলের উপর এক পূর্ণযৌবনা রূপবতী রমণী সহাস্য আস্যে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার শরীরের ভরে কমলাসন জলমগ্ন হইতেছে না; কেবল তাহাই নহে, সেই রমণী একটি প্রকাণ্ড হস্তীকে ধরিয়া এক একবার নিজ মুখ মধ্যে পূরিয়া গলাধঃকরণ করিতেছেন, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে সুন্দরীর মুখ হইতে সেই হস্তী বহির্গত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রমণী অবলীলাক্রমে বাম হস্ত দ্বারা সেই গজরাজকে ধরিয়া পুনরায় গলাধঃকরণ করিতেছেন! কামিনী এইরূপ বারংবার হস্তীকে উদরস্থ করিতেছেন, হস্তীও বারং-বার পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। রমণী যখন সেই গজবরকে

স্বীয় মুখে স্থাপন পূর্ব্বক গলাধঃকরণ করিতেছেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল আদৌ বিকৃত হইতেছে না! তাঁহার মুখে পূর্ব্বে যেরূপ ঈষৎ হাস্য শোভা পাইতেছিল, হস্তীকে গলাধঃকরণ করিবার সময়েও সেইরূপ মৃদু হাস্য দেখা যাইতেছিল।

ধনপতি বহুক্ষণ ধরিয়া এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া অবশেষে নাবিকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "হে নাবিক-গণ, তোমরা বিচিত্র কমলবন ও কমলে-কামিনী দর্শন করিতেছ, আমি সিংহল রাজ্যে উপস্থিত হইয়া এই কথা রাজার গোচর করিব। যদি রাজা আমার কথায় আস্থা স্থাপন না করেন, তাহা হইলে তোমরা সাক্ষ্যস্বরূপ আমার কথায় সমর্থন করিও।"

ধনপতির কথা শ্রবণ করিয়া নাবিকগণ বলিল "হে সাধু-নন্দন, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? এই অগাধ অনন্ত কালীদহে কমলকাননের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কোথায়ই বা কমলবন, আর কোথায়ই বা কমলে-কামিনী? আমরা ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমরা আপনার উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"

নাবিকগণের কথা শ্রবণ করিয়া ধনপতি মনে করিলেন যে, দ্বাপর যুগে নন্দরাণী যশোদা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, আমিও বোধ হয় সেইরূপ

কোন দেবতার কৃপায় ও আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-পুণ্যবলে এই দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। যাহা হউক, সিংহলেশ্বরের সভাতে বহু পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা নিশ্চয় এই অলৌকিক রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হইবেন।

এইরূপ স্থির করিয়া ধনপতি নাবিকগণকে সিংহলের রত্নমালা নামক ঘাটে নৌকা লইয়া যাইবার জন্য অদেশ প্রদান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সিংহলেশ্বর।

রাত্রিকালে ধনপতির নৌকা সিংহলে রত্নমালার ঘাটে উপস্থিত হইল। সে সময়ে সিংহলবাসীরা নিদ্রামগ্ন ছিল। ধনপতি ঘাটে উপস্থিত হইয়া যথারীতি বাদ্যধনি সহকারে আপনার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। সেই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুপ্তিমগ্ন সিংহলীরা চমকিত হইয়া উঠিল। সহসা গভীর রাত্রিতে গম্ভীর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহারা উহার কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া ভীত হইয়া উঠিল। সিংহলেশ্বর শালবানও সেই বাদ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন; তিনি বাদ্যধ্বনি শ্রবণ মাত্র নগররক্ষককে আদেশ করিলেন "রত্নমালার ঘাটে কে এই অসময়ে বাদ্যধ্বনি করিতেছে, তাহার তথ্যানুসন্ধান কর। যদি দেখ যে, আমাদের স্বপক্ষীয় কোন ব্যক্তি আসিয়াছেন, তাহা হইলে সমাদর সহকারে তাঁহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস; যদি আগন্তুককে শত্রুপক্ষীয় বলিয়া বুঝিতে পার, তাহা হইলে তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দাও; আর যদি

আগন্তুক আমাদের শত্রু অথবা মিত্র না হইয়া কোন বৈদেশিক ভদ্র লোক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমার আদেশ জ্ঞাপন পূর্ব্বক এখানে আনয়ন করিবে। সে যদি আমার আদেশ গ্রাহ্য না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সিংহল হইতে দূর করিয়া দিবে।”

নগররক্ষক কালুদত্ত রাজার আদেশ শ্রবণপূর্ব্বক রত্নমালার ঘাটে গমন করিল ও তথায় ধনপতিকে দর্শন করিয়া তাঁহার পরিচয় এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ধনপতি আত্মপরিচয় প্রদান করিলে কালুদত্ত তাঁহাকে রাজার আদেশ জ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজদর্শনে গমন করিতে বলিল।

পরদিন ধনপতি সিংহলেশ্বরকে উপহার দিবার জন্য মর্ত্তমান কলা, গুবাক, তাম্বূল, আম্র, পনস, নারিকেল, শালি-তণ্ডুল, পুষ্পমধু, দধি, ছাগ, মিষ্টান্ন, গঙ্গাজল, অসময়ে সুপক্ক তাল, কুল, করঞ্জা, খর্জ্জুরজাত গুড় এবং নানাপ্রকার পক্ষী ও শিকারী কুকুর, মেষ, অশ্ব প্রভৃতি জন্তু এবং বিবিধ প্রকার বস্ত্র লইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণ পূর্ব্বক রাজদর্শনে গমন করিলেন।

সভাগৃহে রাজা শালবান ধনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধনপতি উপহারগুলি রাজার সম্মুখে স্থাপন-পূর্ব্বক রাজাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রাজা

প্রদত্ত অনুরোধপত্র সিংহলেশ্বরকে প্রদান করিলেন। রাজা শালবান সমাদর সহকারে ধনপতির অভ্যর্থনা করিয়া রাজা বিক্রমকেশরীর প্রস্তাবে অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে সম্মত হইয়া ধনপতিকে আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ একশত কাহন কড়ি ও নানা প্রকার ভূষণ চন্দন দানে সম্মানযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় প্রদান করিলেন।

ধনপতি প্রস্থান করিলে পর রাজার পুরোহিত অগ্নিশর্ম্মা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার উপহার দ্রব্য দেখিয়া, কে সেই উপহার দিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা পুরোহিতকে প্রণামপূর্ব্বক ধনপতির আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। অগ্নিশর্ম্মা অত্যন্ত কোপনস্বভাব ও লোভী ছিলেন। তিনি আপনার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলে অন্যের ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না। বিদেশী বণিক্ অগ্রে রাজপুরোহিতকে নানাবিধ উপহার প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম না করিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং রাজ-সভা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা নানাপ্রকার উপহারদানে ও বিনয় বচনে ব্রাহ্মণের ক্রোধশান্তি করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, সেই বিদেশী বণিকের নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হইয়াই তুমি আপ্যায়িত হইয়াছ, কিন্তু তাহাকে

পথের বিবরণ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি ? বিদেশী বণিক্ কোন রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে, তাহাকে পথের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ইহা ভদ্রতাসম্মত ।”

পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া রাজা নগরপালের দ্বারা ধনপতিকে পুনরায় সভামধ্যে আহ্বান করিলেন। ধনপতি রাজাজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক পথিমধ্য হইতেই রাজসভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা ধনপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “হে সাধুনন্দন, তুমি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার রাজ্যে আগমন করিবার সময়ে পথিমধ্যে কোন্ কোন্ স্থান দর্শন করিয়াছ ও কোথাও কোনরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়াছ কি না, তাহা আমার নিকটে আমূল বর্ণনা কর।”

রাজাজ্ঞায় ধনপতি, উজ্জয়িনী হইতে আরম্ভ করিয়া পথিমধ্যে মগরায় ঝড়বৃষ্টি, সমুদ্রে নানা স্থানের নানা প্রকার দৃশ্য এবং অবশেষে কালীদহের কমলবন ও কমলে-কামিনীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ধনপতির মুখে কমলে-কামিনীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজার সভাসদ্‌গণ অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিয়া উঠিলেন। অনেকে ধনপতিকে উপহাস করিতে লাগিলেন, রাজাও ধনপতির বচন অবিশ্বাস্য মনে করিয়া ঈষৎ

হাস্য করিলেন। তখন ধনপতি কহিলেন, "মহারাজ! আপনার সভাসদ্‌গণ আমার বাক্যে অবিশ্বাস করিতেছেন, আপনিও বোধ হয় আমার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আপনি যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি কালীদহ হইতে পদ্ম আনয়ন করিয়া আপনার সভাগৃহ পূর্ণ করিয়া দিতে পারি। অথবা অন্য কথার প্রয়োজন কি? মহারাজ স্বয়ং আমার সহিত কালীদহে চলুন, আমি আপনাকে তথায় কমলে-কামিনী দর্শন করাইব।" ধনপতি এরূপ কথা বলিলে সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে ভণ্ড ও প্রতারক মনে করিলেন। ধনপতিও তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সবিনয়ে বলিলেন, "হে রাজন্, আমি আপনার নিকটে প্রতিশ্রুত হইতেছি, যদি কালীদহে কমলবন ও কামিনী-কুঞ্জর দেখাইতে না পারি, তাহা হইলে আমি দ্বাদশ বৎসর কাল আপনার কারাগারে আবদ্ধ থাকিব এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনি রাজভাণ্ডারসাৎ করিয়া দিবেন।" রাজাও ধনপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে সাধুতনয়, আমিও তোমার নিকটে প্রতিশ্রুত হইতেছি, যদি তুমি কালীদহে আমাকে কমলেকামিনী দেখাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ ও অর্দ্ধসিংহাসন প্রদান করিব।"

উভয়ে এইরূপ পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কালীদহে গমনের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজা কমলেকামিনী দর্শন করিবার জন্য গমন করিতেছেন, এই কথা শুনিয়া রাজান্তঃপুর-বাসিনীরাও শিবিকারোহণে রাজার সহিত গমন করিতে লাগিলেন; সভাসদ্‌গণও পূর্ব্ব হইতেই রাজার সমভিব্যাহারে ছিলেন, বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত নাগরিকও রাজার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সকলে সাগরকূলে গমনপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করিয়া কালীদহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ধনপতিও আপনার নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক রাজার সহিত কালীদহে গমন করিলেন।

কালীদহে উপস্থিত হইয়া রাজা অথবা তাঁহার অনুচরগণ কোথাও কমলকানন দেখিতে পাইলেন না। যেখানে ধনপতি পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ কমল-কুমুদ-কহ্লার শোভিত, ভ্রমর-গুঞ্জিত কমলবন দর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে ধনপতি ও অন্যান্য সকলে দিগন্তবিস্তৃত অগাধ জলরাশিই দর্শন করিলেন। কোথায় বা কমলবন, আর কোথায় বা কামিনীকুঞ্জর। রাজা কালীদহে কমলেকামিনী দেখিতে না পাইয়া ধনপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বণিক্, এই ত আমরা কালীদহে উপস্থিত হইয়াছি, কোথায় সেই কমলবন, আর কোথায় সেই কমলদলবিহারিণী রমণী?" ধনপতি প্রথমে রাজার এই

প্রশ্নে কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং কমলেকামিনী দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া রাজার কথায় একেবারে হতাশ হইলেন না; তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজ, আমি আপনার রাজ্যে গমনকালে এই স্থানেই কমলবন ও কমলেকামিনী দর্শন করিয়াছিলাম। এখন আমি আপনাকে সেই কমলবন দেখাইতে পারিতেছি না সত্য, কিন্তু আমি যাহা স্বয়ং দর্শন করিয়াছি, তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিব কিরূপে? আমার বোধ হয়, বহু ব্যক্তির আগমনে সেই কমলদলবাসিনী কামিনী ভীত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। আপনার এই শত শত নৌকার তরঙ্গ বিক্ষোভে কমলকানন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্রোতোবেগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি যে এই স্থানে কমলেকামিনী দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা আমার নৌকার কর্ণধার ও নাবিকগণ অবগত আছে।

তখন রাজা, ধনপতির নাবিকগণকে বলিলেন, "সত্য বল দেখি, এই স্থানে তোমরা কমলবন ও কমলেকামিনী দর্শন করিয়াছ কি না? তোমরা সত্য কথা বলিবে; কারণ, সত্য কথা বলিলে পরকালে স্বর্গলাভ হয়। লোকে পিতৃপুরুষের উদ্ধার-কামনায় কত যজ্ঞ করে, কত তীর্থ ভ্রমণ করে, কত দান করে। এত কষ্টে যে পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন হয়, একটি মাত্র

মিথ্যা কথা বলিলে সেই পিতৃপুরুষের অধোগতি হয়। পৃথিবী সকল ভার সহ্য করেন, কিন্তু মিথ্যাবাদীর ভার সহ্য করিতে পারেন না ; তোমরা জলে অবতরণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া সত্য কথা বল। তোমাদের কথা শ্রবণ করিবার জন্য তোমাদের একানব্বই পুরুষ শূন্যদেশে অবস্থান করিতেছে। তোমরা সত্য কথা বলিলে তাহারা স্বর্গে গমন করিবে আর যদি তোমরা মিথ্যা কথা বল, তাহা হইলে তাহারা এই মুহূর্ত্তেই নরকস্থ হইবে।”

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া নাবিকগণ একবাক্যে বলিল “হে ধর্ম্মাবতার, আমরা সত্য কথাই বলিতেছি ; এই কালী-দহে আমরা কমলকানন অথবা কামিনীকুঞ্জর দর্শন করি নাই। আপনার রাজ্যে গমন সময়ে আমরা যখন এই কালীদহে উপস্থিত হই, তখন সাধু ধনপতি আমাদিগকে কমলবন ও কমলে-কামিনীর কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই। হে রাজন্, আমরা সত্য কথাই বলিতেছি।”

নাবিকগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ধনপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন “রে অনৃতভাষী বণিক, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হও। আর তোমার কিছুই বক্তব্য থাকিতে

পারে না। কারণ, তোমার নাবিকগণই তোমার কথার অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছে ; এক্ষণে তুমি কারাগারে গমন কর।” এই বলিয়া নগরপালকে ইঙ্গিত করিবামাত্র নগরপাল কালুদত্ত ধনপতিকে বন্ধন করিয়া কারাগারে লইয়া গেল।

রাজাদেশে ধনপতি কারাগারে নীত হইলেন। কারারক্ষী তাঁহার মহামূল্য বসনভূষণ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ তস্করাদির ন্যায় জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিল, তাঁহার হস্ত, পদ ও গলদেশে লৌহনিগড় বন্ধন পূর্ব্বক বক্ষের উপর একটা গুরুভার প্রস্তর স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বাতায়নশূন্য, অন্ধকারময়, সুদীর্ঘ কারাগৃহের একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিল। ধনপতি, সহসা এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় দর্শনে, যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ধনপতি এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও স্বীয় মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার জন্য ভগবতী রাত্রিকালে সাধুকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিলেন। ভগবতী বলিলেন “ধনপতি, তুমি কেন এত কষ্ট ভোগ করিতেছ? তুমি আমার পূজা কর, আমি তোমার মঙ্গলসাধন করিয়া আমার মঙ্গলচণ্ডী নাম সার্থক করিব। আমি তোমাকে কারামুক্ত করিব, কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শন করাইব, তোমার এই “মধুকর” তরণী মণিমুক্তায় পূর্ণ করিয়া দিব এবং মগরার জলে নি ম

তোমার নৌকাগুলি পুনরায় তোমাকে প্রদান করিব। কিন্তু যদি তুমি আমার পূজা না কর, তাহা হইলে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যা খুল্লনাকে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। অতএব তুমি আমার পূজা কর।”

এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিবামাত্র ধনপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে মহাদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, “যদি এই কারাগারে আমার জীবনান্ত হয় তাহা হইলেও আমি মহাদেব ব্যতীত কাহারও পূজা করিব না। মহাদেব ভিন্ন কোন দেবতার পূজা করিতে পারিব না।” ভগবতী ধনপতির এইরূপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, “এই সাধু যে মহাদেবের প্রকৃত ভক্ত, তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এ যখন আমার অবমাননা করিয়াছে, তখন ইহাকে আরও কিছু দিন শিক্ষা দিতে হইবে।”

ধনপতি কারারুদ্ধ হইয়া কখনও অনশনে, কখন বা অর্দ্ধাশনে, অতিকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্ত সওদাগর।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীমন্ত সওদাগর।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্ত।

যখন ধনপতি সিংহলে যাত্রা করেন, তখন খুল্লনা গর্ভবতী ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ধনপতির গৃহে অবস্থান-কালে লহনা খুল্লনার সহিত যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, এবারে ধনপতি প্রবাসে গমন করিলে পর, লহনা খুল্লনাকে সুখে রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রমণীদিগের সাধারণতঃ খাদ্য দ্রব্যে রুচি থাকে না। সে সময়ে নানা প্রকার উপাদেয় ও বলকর দ্রব্য ভোজন না করাইলে

গর্ভিণীরা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। খুল্লনার খাদ্য দ্রব্যে অরুচি হইলে লহনা অতি যত্নসহকারে নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খুল্লনাকে ভোজন করাইতেন। রমণীদিগের প্রথা অনুসারে লহনা খুল্লনাকে নবম মাসে সাধ ভক্ষণ করাইলেন। অবশেষে যথাসময়ে শুভলগ্নে শুভ মুহূর্ত্তে খুল্লনা একটি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন।

শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় নবকুমার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই নয়নানন্দকর শিশুকে যে দর্শন করিত, সেই তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিত। খুল্লনা সেই শিশুর প্রসূতি হইলেও লহনা তাহাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, তাহাতে লহনা যে তাহার বিমাতা, একথা কেহই বুঝিতে পারিত না। ধনপতির অনুরোধ স্মরণ করিয়া সেই শিশুর নাম শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত রক্ষা করা হইল। শ্রীমন্ত অতি শৈশব কাল হইতেই ধার্ম্মিক ছিল। দুর্ব্বলা শ্রীকৃষ্ণচরিত গান করিত, শ্রীমন্ত তাহা শ্রবণ করিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িত এবং সেই সঙ্গীতের তালে তালে করতালি দিয়া নৃত্য করিত। দুর্ব্বলা বনমধ্যে শ্রীমন্তকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পীতধড়া, বনমালা পরাইয়া দিত, শিশু শ্রীমন্ত কৃষ্ণ সাজিয়া নৃত্য করিত। শ্রীমন্ত এইরূপে জননী, বিমাতা ও দুর্ব্বলার স্নেহময় ক্রোড়ে পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত অতিবাহন করিল।

পঞ্চম বর্ষে শ্রীমন্তের কর্ণবেধ হইল। ধনপতি খুল্লনাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার পুত্র হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেন সুব্যবস্থা করা হয়। খুল্লনা স্বামীর সেই অনুরোধ স্মরণ করিয়া কুল-পুরোহিতকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বামীর অনুরোধের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন "আপনি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার এই সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করুন। এজন্য যতই অর্থব্যয় হউক না কেন, আমি তাহাতে কাতর হইব না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীমন্তকে নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। এই পঞ্চম বর্ষীয় বালক উহার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দিবস কেবল ক্রীড়ায় অতিবাহন করে। আমার স্বামী আপনার যজমান, সেইজন্য তাহার বংশের কল্যাণ কামনা করা আপনার উচিত। আপনি বিজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত, যাহাতে আমার শ্রীমন্ত আচার বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণসমূহে ভূষিত হয়, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।"

খুল্লনার বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দ সহকারে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং শুভদিন দেখিয়া বালকের বিদ্যারম্ভ করিলেন। অলোক-সামান্য-প্রতিভাশালী বালক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে ব্যাকারণ, কাব্য, অলঙ্কার, অভিধান এবং পুরাণ, ইতিহাস ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে

ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। এইরূপে শ্রীমন্ত বিদ্যাশিক্ষায় সাত বৎসর অতিবাহন করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে উপনীত হইল। শ্রীমন্ত আপনার শিক্ষণীয় পাঠ শেষ করিয়া সতীর্থদিগের সহিত একদিন গুরুর সাক্ষাতে কোন সহপাঠীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল "পূর্ব্বকালে অজামিল নামক ব্রাহ্মণ হীনচরিত্র হইয়াও বিষ্ণুকে পুত্র মনে করিয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন; পূতনা, কৃষ্ণ-বিদ্বেষী কংসের আদেশে কৃষ্ণের প্রাণ সংহার মানসে আপনার স্তনে বিষ মিশ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইয়াছিল, অথচ সেই পূতনা মৃত্যুর পরে দিব্য গতি প্রাপ্ত হইল; কিন্তু সূর্পণখা শ্রীরামরূপী নারায়ণে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়াছিল বলিয়া লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন অথচ শাস্ত্রকারগণ নবভক্তির মধ্যে আত্মদানকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তবে সূর্পণখা কেন দিব্যগতি পাইল না? ইহার কারণ কি?"

শ্রীমন্তের সতীর্থগণ এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারিল না দেখিয়া তাহার গুরুদেব বলিলেন যে, "সকলই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কেহই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।"

শ্রীমন্ত গুরুর কথা শ্রবণ করিয়া বলিল "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই বা এরূপ ইচ্ছা হয় কেন? একজন শত্রু হইয়াও তাঁহার ইচ্ছায় মুক্তিলাভ করে, আর তাঁহার একজন ভক্তকেই বা বারংবার দেহধারণ করিতে হয় কেন? আপনার কথায় ত ইহার কিছু সিদ্ধান্ত হইল না।" শ্রীমন্ত সরল বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই এই কথা বলিল, কিন্তু তাহার গুরুদেব মনে করিলেন যে, বালক তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ঐ কথা বলিল। তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা স্থান পাইবামাত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শ্রীমন্তকে নানা অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিলেন এবং অবশেষে তাহাকে 'জারজ' বলিয়া গালি দিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন "বহুকাল হইল তোর পিতা সিংহলে প্রস্থান করিয়াছে, তাহার প্রবাস যাত্রার অনেক দিন পরে তুই জন্মগ্রহণ করিয়াছিস; তোর পিতা এত দিন জীবিত আছে কি না সন্দেহ, অথচ তোর জননী খুল্লনা এখনও সধবার ন্যায় বেশভূষা করিতেছে, আমিষ ভোজন করিতেছে। তোর এতদূর স্পর্দ্ধা যে তুই আমার সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক করিতে ইচ্ছা করিস? এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।"

বৃদ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত অভিমানে ও রোষে আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিল এবং

বলিল "ব্রাহ্মণ, তুমি ক্রোধে এতই আত্মবিস্মৃত হইয়াছ যে, আমাকে 'জারজ' বলিয়া গালি দিতেছ, কিন্তু তুমি জারজের বিত্ত গ্রহণ করিতেছ কিরূপে? আমি যদি জারজ হই, তাহা, হইলে তুমিও যে আমার বিত্ত গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছ।"

এই কথা বলিয়া বালক ক্রোধকম্পিত-কলেবরে গুরুর গৃহ পরিত্যাগ করিল এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একবার নিজ বাটীতে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। যখন শ্রীমন্ত বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন লহনা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে যে কোনরূপ মানসিক কষ্ট পাইতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অভিমান।

শ্রীমন্ত বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শয়নকক্ষে গমন করিয়াছেন, এ সংবাদ খুল্লনা জানিতেন না, সুতরাং তিনি প্রত্যহ যেরূপ পুত্রের জন্য পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ও অন্ন রন্ধন করিতেন, সে দিনও সেইরূপ রন্ধন করিয়া পুত্রের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল অথচ শ্রীমন্ত গৃহে আসিল না দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন এবং দুর্ব্বলাকে শ্রীমন্তের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। দুর্ব্বলা প্রথমে শ্রীমন্তের পারাবতশালায় গমন করিল, কিন্তু তথায় তাহার দর্শন পাইল না। তখন দাসী শ্রীমন্তের প্রত্যেক বন্ধু ও সমবয়স্কের বাটীতে গমন করিয়া তাহাদিগকে শ্রীমন্তের কথা জিজ্ঞসা করিল, কিন্তু কেহই শ্রীমন্তের কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। অনন্তর দুর্ব্বলা, যে সকল স্থানে শ্রীমন্তের গমনের সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল স্থানে, বাজারে ও বিবিধ পল্লীতে শ্রীমন্তের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোন স্থানেই তাহার

সংবাদ না পাইয়া অবশেষে হতাশ-হৃদয়ে রোরুদ্যমানা হইয়া খুল্লনার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে সকল কথা নিবেদন করিল।

খুল্লনা, দুর্ব্বলার মুখে যখন শ্রবণ করিলেন যে কোন স্থানেই শ্রীমন্তের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তাঁহার বোধ হইল যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া তাঁহার মস্তকের উপর পতিত হইল। তিনি শ্রীমন্তের অনুসন্ধানে স্বয়ং গমন করিলেন, দুর্ব্বলা তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিল। খুল্লনা পথে যাইতে যাইতে শত শত বার আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি কেন পুত্রকে বাটীতে রাখিয়াই তাহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলাম না? হা পুত্র! তুমি আমার একমাত্র অবলম্বন তুমি আমার অন্ধের নয়ন, হা-পুত্রীর পুত্র, কোথায় যাইলে আমি তোমার দর্শন পাইব?" খুল্লনা এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন বা আপনার ছায়া দর্শন করিয়া তাহাই শ্রীমন্ত মনে করিয়া চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কখনও বা শ্রীমন্তের সমবয়স্ক কোন বালককে দর্শন পূর্ব্বক তাহাকেই শ্রীমন্ত মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পথে পথে এইরূপে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি পুরোহিতগৃহে উপস্থিত হইলেন। খুল্লনা পুরোহিতের নিকট গমন করিয়া একেবারে তাঁহার

চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে বলিলেন "হে দ্বিজবর! আমার শ্রীমন্ত কোন অনুচর বা কোন সহচরকে সঙ্গে না লইয়া একাকী খুঙ্গী পুঁথী লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছিল ; বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু এখনও সে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না কেন ? আমি কত স্থানে, কত পল্লীতে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে আপনার নিকটে আসিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমি আপনাকে যে পরিমাণ সুবর্ণ বৃত্তিস্বরূপ দিয়া থাকি, তাহার দ্বিগুণ স্বর্ণ দান করিব, আমার লোচনানন্দকর পুত্র কোথায়, তাহা আপনি বলিয়া দিন। আমার নয়নতারা শ্রীমন্তকে হারাইয়া দিবা দ্বিপ্রহরে সমস্ত অন্ধকারময় দেখিতেছি। হে দ্বিজবর! আমার শ্রীমন্ত কোথায় আমায় বলিয়া দিন!" ব্রাহ্মণ খুল্লনার কাতরতা দর্শন করিলেন, কিন্তু শ্রীমন্তের কথায় তিনি এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, খুল্লনার কাতর বচনে বিচলিত না হইয়া বরং অধিকতর ক্রোধ সহকারে তাহাকে "দ্বিচারিণী" "কুল-কলঙ্কিনী" প্রভৃতি রূঢ় বাক্যে অভিহিত করিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

পুরোহিতের বাটীতে শ্রীমন্তের কোন সংবাদ না পাইয়া, বরং পুরোহিতের নিকট লাঞ্ছিতা হইয়া খুল্লনা স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক "হা শ্রীমন্ত" "হা কুমার" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন

করিতে :লাগিলেন। লহনা তাঁহার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎসকাশে আগমন করিলেন এবং তিরস্কারের স্বরে তাঁহাকে বলিলেন "খুল্লনা, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার ? শ্রীমন্ত গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, আর তুমি কুলকামিনী হইয়া তাহার অন্বেষণের ছলে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছ এবং রোদন করিতেছ ?" সপত্নীর তিরস্কার বাক্যে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার শ্রীমন্ত যে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সংবাদে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া খুল্লনা শ্রীমন্তের শয়নকক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন। খুল্লনা সেই কক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, শ্রীমন্ত ভিতর হইতে সেই কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। খুল্লনা বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীমন্ত কোনরূপ দারুণ মনঃপীড়া ভোগ করিতেছেন। তখন খুল্লনা বলিলেন "বৎস, দ্বার উন্মোচন কর. আমি তোমাকে হারাইয়া এতক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম। এখন একবার তোমার মুখচন্দ্র আমাকে দেখাইয়া আমার সকল দুঃখ দূর কর। তুমি কিসের জন্য এরূপ অভিমান করিয়াছ ? কিসের অভাব ? তুমি যদি কাহাকেও ধন রত্ন দান করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, বল, আমি ভাণ্ডারের যাবতীয় ধন রত্ন বাহির করিয়া দিতেছি। বিধাতা আমার প্রতি একান্ত বাম বলিয়াই

তোমার পিতা শঙ্খ, চন্দন আনয়ন করিবার জন্য সিংহলে গমন করিয়াছেন; এখন যদি তুমিও আমার প্রতি বিরূপ হও, তাহা হইলে আমার এই জীবন ধারণে ফল কি?"

জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতৃভক্ত শ্রীমন্ত দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলে খুল্লনা প্রাণ-প্রিয়তম পুত্রকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। দুর্ব্বলা সুশীতল বারি আনয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শ্রীমন্তের চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিল; শ্রীমন্ত মাতার বক্ষঃস্থলে বদন স্থাপন করিয়া অবিরত রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের দুঃখের কারণ জানিতে না পারিয়া খুল্লনাও অবিরত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে খুল্লনা পুত্রকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্ত, পুরোহিত দনাই ওঝার তিরস্কারের কথা বিবৃত করিলেন এবং বলিলেন "আজ পুরোহিত সভার মধ্যে আমাকে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা আমি কথনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। যতদিন আমি আমার পিতৃদেবের চরণদর্শন করিতে না পাইব, ততদিন কিছুতেই আমার মনে শান্তির উদ্রেক হইবে না। আপনি বলিলেন, আমার জনক সিংহলে গমন করিয়াছেন, আমিও সিংহলে জনকের উদ্দেশ্যে গমন করিব। যদি আপনি আমাকে সিংহল-গমনের অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলেই

আমি এ জীবন ধারণ করিব, নচেৎ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।" দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রের সিংহল-গমনের সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া খুল্লনার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি পুত্রকে বলিলেন "তোমার পিতা প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল সিংহলে গমন করিয়াছেন, আর দুই তিন মাস পরে তাঁহার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তুমি আরও কিছুদিন গৃহে অবস্থান কর, তিনি বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এই স্থানেই তাঁহার দর্শন লাভ করিবে। বিশেষতঃ এখন তোমার সিংহলে গমন করিবার সুবিধা হইবে না, কারণ আমাদের যে সাতখানি তরণী ছিল, তাহা তোমার পিতা লইয়া গিয়াছেন, যদি নূতন তরণী নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে বিস্তর অর্থব্যয় হইবে এবং এক বৎসরের ন্যূন কালে কেহই সাতখানি তরণী নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি আপাততঃ সিংহল-গমনের অভিলাষ পরিত্যাগ কর।" এইরূপে খুল্লনা যতই শ্রীমন্তকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া সিংহল-গমনের সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্ত ততই আগ্রহ-সহকারে পিতৃ-অন্বেষণে সিংহলে গমন করিবার জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তথাপি খুল্লনা বালককে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন "শুনিয়াছি সিংহলের পথ অতি ভীষণ; সমুদ্রে তিমি, তিমিঙ্গিল প্রভৃতি

বিরাটকলেবর বহুসংখ্যক হিংস্র জীব বাস করে ; সমুদ্রের লবণাক্ত জলে মানবের নানা প্রকার দুরারোগ্য রোগ হয় ; কেহ জলে অবতরণ করিলে তাহাকে অবিলম্বে মকরের উদরস্থ হইতে হয় ; জলে মকর ও কুম্ভীর প্রভৃতির ভয়, স্থলে শার্দ্দূল ও দস্যুর ভয়। সিংহলের কথা অধিক আর কি বলিব, সে দেশের ছারপোকা, মশক প্রভৃতি কীট পতঙ্গগুলাও প্রকাণ্ড-কলেবর ; তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন। সিংহলের রাজা শালবান অত্যন্ত খল-প্রকৃতি ; কেহ তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিলে তিনি ছলে, বলে, কৌশলে আগন্তুকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করেন।”

খুল্লনা এইরূপ নানা প্রকার কল্পিত বিভীষিকার উল্লেখ করিয়া পুত্রকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই শ্রীমন্ত নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তখন খুল্লনাও বুঝিতে পারিলেন যে, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালককে সঙ্কল্পচ্যুত করা সুকঠিন। বিশেষতঃ ধনপতি প্রবাসে গমনকালে খুল্লনাকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর কাল তাঁহার প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা: করিয়া পরে যেন তাঁহার পুত্রকে অনুসন্ধানের জন্য সিংহলে প্রেরণ করা হয়। স্বামীর সেই অনুরোধের কথা স্মরণ করিয়া এবং শ্রীমন্তের একাগ্রতা দর্শন করিয়া খুল্লনা অবশেষে পুত্রকে সিংহল-গমনের

অনুমতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। মাতার নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমন্ত হৃষ্টচিত্তে স্নান আহার করিলেন এবং আহারান্তে সিংহলগমনের উদ্‌যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আয়োজন।

শ্রীমন্ত জননীর নিকট হইতে সিংহল-গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু নৌকা কোথায় পাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটা সুদীর্ঘ বংশদণ্ডে একশতটা সুবর্ণকুষ্মাণ্ড বাঁধিয়া, নগরপালের সাহায্যে, দুন্দুভি বাদ্য সহকারে এই বলিয়া নগরে ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি অতি সত্বরে সাতখানি সুবৃহৎ জলযান নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ঐ সকল স্বর্ণকুষ্মাণ্ড পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করা হইবে। তরণী-নির্ম্মাণ কার্য্য বহু সময়সাপেক্ষ, সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যে সাতখানি তরণী নির্ম্মাণ করিবার জন্য কেহই সাহসী হইল না।

ভগবতী চণ্ডী দেখিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যে সাতখানি তরণী নির্ম্মাণ করা মানবের সাধ্য নহে। অথচ যদি তরণী-নির্ম্মাণ না হয়, তাহা হইলে জগতে তাঁহার পূজাপ্রচারে বিলম্ব ঘটিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবী বিশ্বকর্ম্মাকে

এবং পবন-নন্দন হনুমানকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন "হে দেবশিল্পি, হে পবনাত্মজ, আমার পরম ভক্ত শ্রীমন্ত সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইবে, কিন্তু তরণীর অভাবে তাহার যাত্রার বিঘ্ন হইতেছে। অতএব তোমরা অবিলম্বে উজ্জয়িনীতে গমনপূর্ব্বক নরদেহ ধারণ করিয়া শ্রীমন্তের জন্য সমুদ্রগামী সাতখানি সুদৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া দাও।"

দেবীর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক উজ্জয়িনীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং শ্রীমন্তের প্রতিশ্রুত পুরস্কারস্বরূপ সেই স্বর্ণকুম্ভগুলি গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই বৃদ্ধের আকার ধারণ করিয়াছিলেন। দুইজন অপরিচিত বৃদ্ধকে মানবের অসাধ্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। শ্রীমন্ত বিস্ময় সহকারে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবশিল্পী অস্পষ্ট ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের নিবাস পুরন্দর পুরে। আমাদিগকে যদি যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা নৌকা নির্ম্মাণ করিতে পারি।"

শ্রীমন্ত তাঁহাদিগকে পুরস্কার দানে প্রতিশ্রুত হইলে তাঁহারা নৌকানির্ম্মাণের আয়োজনে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলেন। রাত্রিকালে সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে, দেবশিল্পী ও

মারুতি নৌকানির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। মারুতি দূরদেশ হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, তাল, তমাল, ডহু, প্রভৃতি নানা প্রকার কাষ্ঠ আনয়ন করিলেন এবং সূত্রধারগণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারাও যে সকল কাষ্ঠ ছেদন করিতে পারে না, পবনাত্মজ সেই সকল কাষ্ঠ তৃণবৎ বিদীর্ণ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা শ্রীমন্তের জন্য যে সকল নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য একশত গজ এবং প্রসার বিংশতি গজ। ঐ সাতখানি নৌকার মধ্যে কোনখানির সম্মুখের গঠন মকরের মুখের ন্যায়, কোন খানির বা হস্তীর মস্তকের ন্যায়, কোন খানির বা সিংহের মস্তকের ন্যায়। এক রাত্রির মধ্যেই সাত খানি নৌকার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইল। মারুতি নৌকাগুলিকে আনিয়া ভ্রমরার ঘাটে রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঐ দিনে রাত্রিকালে শ্রীমন্ত স্বপ্নে স্বীয় জনককে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন ধনপতি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া রোদন করিতেছেন। এই স্বপ্ন দর্শনমাত্র শ্রীমন্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি নিদ্রাভঙ্গে কোকিলের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রজনী প্রভাত হইয়াছে। তিনি শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া, অপরিচিত বৃদ্ধ শিল্পীরা নৌকা নির্ম্মাণকার্য্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য ভ্রমরার ঘাটের দিকে

গমন করিলেন। যথাসময়ে তিনি ভ্রমরার ঘাটে উপস্থিত হইয়া অতি সুন্দর, বিবিধ রত্নে খচিত, নানা প্রকার বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত সাতখানি জলযান দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নৌকাগুলির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি নৌকাগুলি দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, কোন দেবতা তাঁহার উপকারার্থ ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া নৌকানির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যখন দেবতা তাঁহার সহায়, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে আর তাঁহার কণামাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি হৃষ্টমনে বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শুভলগ্ন স্থির করিবার জন্য একজন জ্যোতিষীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্যোতিষী আসিয়া গণনা করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যাত্রার শুভলগ্ন উপস্থিতপ্রায়। যদি তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া যাত্রা করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকিবে না। এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্ত আনন্দিত মনে জ্যোতিষীকে প্রচুর ধনদান করিয়া বিদায় করিলেন।

শ্রীমন্ত বালক হইলেও বণিকের পুত্র। সিংহলে পিতৃ-অন্বেষণের জন্য গমনের আয়োজন করিলেও তিনি বাণিজ্যের জন্য নানা প্রকার দ্রব্যে তরণী সাতখানি পরিপূর্ণ করিলেন। অবশেষে তিনি নৃপতির নিকট সিংহলযাত্রার অনুমতি গ্রহণ

করিবার জন্য গমন করিলেন। শ্রীমন্ত নানা প্রকার উপহার-দ্রব্যসহ রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া রাজাকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি যে পিতার অন্বেষণে সিংহলযাত্রার আয়োজন করিয়াছেন ও সেই জন্য রাজার অনুমতি গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, একথা রাজার চরণে নিবেদন করিলেন।

ধনপতি রাজা বিক্রমকেশরীর বন্ধু ছিলেন। রাজা সেইজন্য শ্রীমন্তকে ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া সস্নেহ সম্বোধন করিলেন এবং ধনপতির অদর্শনে তিনি যে অত্যন্ত চিন্তিত ও শোকার্ত্ত হইয়াছেন, এরূপ ভাবও প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বালক শ্রীমন্ত পিতার অন্বেষণে সুদূর সিংহলে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন জানিয়া রাজা, মনে মনে শ্রীমন্তের পিতৃভক্তির প্রশংসা করিয়া, প্রকাশ্যে বলিলেন "বৎস, তোমার পিতাকে সিংহলে প্রেরণ করিয়া আমি অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়াছি। তুমি পুনরায় সেই সিংহলে যাইতে উদ্যত হইয়াছ শুনিয়া আমার মনে আশঙ্কার সঞ্চার হইতেছে। তুমি সিংহলে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।"

শ্রীমন্ত সবিনয়ে করযোড়ে বলিলেন "রাজন্, আমার পিতা সিংহলে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি জীবিত আছেন কি না, তাহার কোন নিদর্শনই আমরা পাই নাই। আমার জননী

স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় এখনও সধবার চিহ্নসমূহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া আত্মীয়-সমাজে তাঁহার নিন্দা হইতেছে। সুতরাং আমার জনক জীবিত আছেন কি না, তাহার একটা স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।”

রাজা বলিলেন, “বৎস, তোমার প্রস্তাব সারগর্ভ বটে, কিন্তু এখন তুমিই তোমার জননীর একমাত্র অবলম্বন। তুমি তাঁহার নয়নপথের অন্তরাল হইলে তিনি তোমার শোকে নিশ্চয়ই মৃতপ্রায় হইবেন। অতএব তুমি জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার নিকটেই অবস্থান কর, ইহাই আমার অভিলাষ।”

শ্রীমন্ত বলিলেন, “দেব, আপনি আমার পূজ্য, আপনার অনুমতি ব্যতীত আমি কোথাও গমন করিতে পারি না। কিন্তু—

“পিতা ধর্ম্ম, পিতা কর্ম্ম, জপ তপ পিতা,
পিতা মহাগুরু, পিতা পরম দেবতা।
পিতার উদ্দেশ্য হেতু চলিব পাটন,
ইথে যদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ॥”

হে রাজন, আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি সিংহলে গমন করি।” শ্রীমন্তের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বিক্রম-কেশরী অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং শ্রীমন্তকে বলিলেন

"বৎস, আমি তোমার প্রগাঢ় পিতৃভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে সিংহল-গমনে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্ন মনে পিতৃ-অন্বেষণে গমন কর। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সিংহলরাজ্যে উপস্থিত হও এবং পিতৃসমভিব্যাহারে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

রাজার নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া শ্রীমন্ত রাজচরণে প্রণামপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি জননীর নিকট হইতে সিংহল-গমনের অনুমতি পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। যখন তিনি জননীর নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন, তখন খুল্লনার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালক সত্য সত্যই সুদূর সিংহলে গমন করিবে। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, ভ্রমরার ঘাটে সাতখানি দিব্য তরণী প্রস্তুত হইল, রাজা বিক্রমকেশরীও বালককে সিংহল-গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন আর তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রোদন করিতে করিতে তিনি বলিলেন "বৎস, তোমার সিংহল-গমনের কথা শুনিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে,—যে সিংহলে গমন করে,

সে আর কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে না। আমি কোন্ প্রাণে তোমাকে সিংহল-গমনের জন্য বিদায় দিব? যদি একান্তই যাইতে হয়, তাহা হইলে না হয় যাত্রা করিবার পর আরও একমাস কাল গৃহে অপেক্ষা কর। এই একমাসের মধ্যে তোমার পিতার প্রত্যাগমন হইলেও হইতে পারে। এই এক মাসের মধ্যে যদি তিনি আগমন না করেন, তাহা হইলে তুমি সিংহলে গমন করিও।"

জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যত সহজে জননীর নিকট হইতে সিংহল-গমনে অনুমতি পাইয়াছিলেন, তত সহজে বিদায় পাইবেন না। তখন তিনি করযোড়ে বলিলেন "মা, আপনি আমাকে অকারণে নিষেধ করিতেছেন। আমার জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত প্রভৃতি এরূপ নিকট জ্ঞাতি কেহই নাই, যিনি পূর্ব্বপুরুষগণকে তিলোদক দান করেন। আমার পিতা জীবিত আছেন কিনা, তাহা যদি আমি স্থির করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার জীবনই বৃথা; আপনি আমার ন্যায় পিতৃদর্শনবিহীন পুত্রের আশা করিবেন না। যদি আমার পিতা জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে আমি সিংহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পিতার শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া তাঁহার পারলৌকিক উপায় করিব। আমি সিংহল পাটনে গমন করিবার জন্য দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, কিছুতেই আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবে না। যাত্রাকালে বাধা প্রদান করিবেন না, তাহাতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। অতএব আপনি প্রসন্ন মনে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি সিংহলে গমন করি।”

খুল্লনা যখন দেখিলেন যে, শ্রীমন্তকে নিষেধ করিলে কোন ফল হইবে না, তখন তিনি অগত্যা পুত্রের কল্যাণ কামনা করিয়া বহুসংখ্যক সধবা রমণীর সহিত, ভ্রমরার ঘাটে চণ্ডীর পূজা করিবার জন্য গমন করিলেন। তিনি তথায় চন্দনের দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যভাগে আম্রশাখা সমন্বিত পূর্ণ ঘট স্থাপন করিলেন এবং যথারীতি দেবী ভগবতীর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীমন্তের জন্য ভ্রমরার ঘাটে যে সকল তরণী সজ্জিত ছিল, খুল্লনা সেই সকল নৌকা প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধানে নৌকার পূজা করিলেন। দ্বাদশ বৎসরের বালক শ্রীমন্ত পিতৃ-অন্বেষণে সিংহলে গমন করিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া সকলেই শ্রীমন্তের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা দর্শন করিবার জন্য ভ্রমরার ঘাটে বহু লোকের সমাগম হইল। খুল্লনা একান্তে উপবেশন পূর্ব্বক চণ্ডিকার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী অন্যের অলক্ষ্যে খুল্লনার নিকটে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে অভয়

দিয়া বলিলেন "বৎসে, তুমি কাতর হইও না। শ্রীমন্ত নির্ব্বিঘ্নে সিংহলে উপস্থিত হইবে এবং তথায় ধনপতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তুমি শ্রীমন্তের জন্য চিন্তা করিও না। আমার আশীর্ব্বাদে তাহার সর্ব্বথা কল্যাণ হইবে। তুমি প্রসন্ন মনে তাহাকে বিদায় দান কর।"

শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে শ্রীমন্ত দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের চরণে প্রণাম করিলেন এবং খুল্লনা ও লহনার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে নৌকায় আরোহণ করিলেন। শ্রীমন্তের আদেশে কর্ণধার তরণীগুলি কূল হইতে গভীর জলে লইয়া গেল। যতক্ষণ নৌকাগুলি দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই ভ্রমরার ঘাট পরিত্যাগ করিল না। যখন নৌকাগুলি দৃষ্টিপথের অতীত হইল, তখন সকলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক, শ্রীমন্তের প্রগাঢ় পিতৃভক্তির প্রশংসা করিয়া, তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতে করিতে স্ব স্ব আবাস-অভিমুখে প্রস্থান করিল। সকলেই শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রাকে শ্রীরামের বনগমনের সহিত তুলনা করিতে লাগিল। পুরনারীগণ শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্র-বিরহ-বিধুরা খুল্লনা ও লহনাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নৌকাগুলি বহুদূরে, দৃষ্টির অতীত হইলে, শ্রীমন্তের জননী সহচরী-পরিবৃতা

হইয়া স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একান্ত আগ্রহ সহকারে মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা ও শ্রীমন্তের কল্যাণ কামনা করিয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।
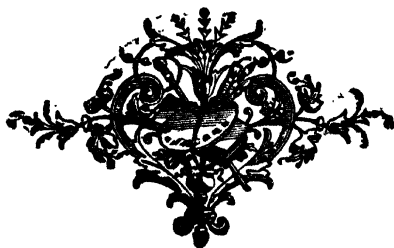
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সিংহলে শ্রীমন্ত।

পিতৃভক্ত শ্রীমন্ত প্রশান্তচিত্তে নৌকায় উপবেশন পূর্ব্বক অজয়ের উভয় কূলের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ধনপতি যে সকল নগর, বন্দর, গ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্তও সেই সকল নগর, বন্দর ও গ্রাম অতিক্রম করিলেন এবং যখন ভাগীরথীতে তাঁহার তরণী উপনীত হইল তখন তিনি গঙ্গার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া ভক্তি-ভরে সুরনদী ভাগীরথীর পূজা করিলেন এবং কর্ণধার ও নাবিকগণের নিকটে গঙ্গার উৎপত্তির বর্ণনা করিলেন। তিনি দিবা নিশি ভগবতী চণ্ডীকে স্মরণ করিতেন এবং যখনই কোন দেবমন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইতেন, তখনই যথারীতি সেই দেবতার পূজা করিতেন।

শ্রীমন্ত সম্পৎকালে চণ্ডীর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু বিপদে পতিত হইলে তাঁহার সেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য

ভগবতী চণ্ডী পদ্মাবতীর সহিত পরামর্শ করিলেন এবং যখন শ্রীমন্ত মগরা নামক ভীষণ স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবী ভগবতী ধনপতিকে ঝঞ্ঝাবাতে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, শ্রীমন্তকেও সেইরূপ কষ্ট দিবার সঙ্কল্প করিলেন। মগরাতে শ্রীমন্তের তরণীনিচয় উপস্থিত হইবামাত্র প্রলয়কালীন অন্ধকারের ন্যায় নিবিড়-কৃষ্ণ-জলদ-মালায় গগন আবৃত হইল। মুহুর্ম্মুহুঃ মেঘগর্জ্জন হইতে লাগিল এবং করকাপাতের সহিত প্রবল বেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। পবন ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মগরার অতলস্পর্শ জলরাশিকে আলোড়িত করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিলেন। প্রবল ঝড়ে নৌকার আবরণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল, শ্রীমন্ত প্রকৃতির এই ভীমা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে ভগবতী চণ্ডিকার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে দেবীর সন্তোষ-উৎপাদনে আপনাকে অসমর্থ মনে করিয়া, নৌকা হইতে সেই গ্রাহ-কুম্ভীরাদি-সমাকুল তরঙ্গায়িত জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। ভগবতী শ্রীমন্তের একনিষ্ঠা দর্শন করিয়া প্রীত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। মহামায়ার মায়াতে, সেই স্থানের জল অগভীর হওয়াতে শ্রীমন্তের জানু পর্য্যন্ত মগ্ন হইল। তখন দেবীর ইচ্ছায় আকাশের মেঘমালা দূরে অপসৃত হইল, দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইল এবং ঝঞ্ঝাবাত দূর হইলে চতুর্দ্দিকে

নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কর্ণধার আনন্দিত মনে নৌকা চালনা করিয়া সমুদ্রে উপস্থিত হইল।

অজয় নদ পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ কালে শ্রীমন্ত যেরূপ নাবিকগণকে গঙ্গার উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়াছিলেন, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ সগরবংশ-ধ্বংসের কাহিনী ও ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানের মুক্তি-লাভের বিবরণ বর্ণনা করিলেন। কিরূপে ভগীরথ দুশ্চর তপস্যা করিয়া, কপিলের শাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনাকালে পিতৃ-উদ্ধার-কামী শ্রীমন্ত লোমাঞ্চকলেবর হইলেন এবং উদ্দেশে বারংবার ভগীরথকে প্রণাম কলিলেন।

সাগরসঙ্গম অতিক্রম করিয়া উপকূলবর্ত্তী বন্দর সকল দর্শন করিতে করিতে শ্রীমন্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার অক্ষয় কীর্ত্তি শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং নাবিকদিগের নিকটে সেই পুণ্যনগরী পুরীর উৎপত্তি ও জগন্নাথ দেবের মহিমা বর্ণন করিলেন। পিতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষী শ্রীমন্ত সেই মহাতীর্থে একদিন মাত্র অবস্থানপূর্ব্বক জগন্নাথ দেবের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। ধনপতি যেরূপ সিংহলের পথে ফিরাঙ্গীর দেশ, চিঙ্গড়িদহ, কর্কটদহ, কড়িদহ, কুম্ভীরদহ, শঙ্খদহ প্রভৃতি ভীষণ দহ সকল নাবিকের বুদ্ধিনৈপুণ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীমন্তও

সেইরূপ কর্ণধারের দূরদর্শিতায় সেই সকল স্থান অতিক্রম করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্ত সেতুবন্ধে উপস্থিত হইলে, পিতৃসত্যপালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, পঞ্চবটী বনে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, কপি-সৈন্যের সহায়তায় শ্রীরামের দ্বারা সমুদ্রে সেতুনির্ম্মাণ প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যায়িকা তদীয় স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হইল; তিনি কর্ণধার ও নাবিকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পবিত্র রামচরিত্র বর্ণনা করিলেন।

সেতুবন্ধ হইতে শ্রীমন্ত যক্ষরাজের অধিকৃত চন্দ্রকূট পর্ব্বতের পাদমূল অতিক্রম করিয়া কালীদহে উপনীত হইলেন। কালীদহে ভগবতী, মায়া-কমল-কাননের সৃষ্টি করিয়া যেরূপে ধনপতিকে ছলনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীমন্তকেও ছলনা করিবার জন্য মায়া-কমল-কাননের সৃষ্টি করিলেন এবং স্বয়ং একটি সহস্রদল পদ্মের উপর উপবেশন পূর্ব্বক গজমূর্ত্তি-ধারিণী পদ্মাবতীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত দূর হইতে ঐ কমলবন, অলোকসামান্যরূপবতী কামিনী ও কুঞ্জর দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি নাবিকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দেবীর মায়াময় কমলকানন অথবা কমলে-কামিনী তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। তাহারা

শ্রীমন্তের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল "হে সাধুনন্দন, কোথায় বা কমলবন, আর কোথায় বা কমলদল-বাসিনী রমণী? আমরাত এই কালীদহে দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুনীল অম্বুরাশিই দর্শন করিতেছি।"

শ্রীমন্ত নাবিকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একদৃষ্টে মহামায়ার মায়াপ্রসূত সেই কমলকানন ও কামিনী-কুঞ্জর দর্শন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এইরূপে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কমলবন-শোভা ও কমলবাসিনী কামিনীর আলোকসামান্য রূপরাশি দর্শন করিয়া নাবিকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "তোমরা এই কমলবন ও কমলে-কামিনী দর্শন করিলে; আমি সিংহলরাজের নিকট যখন এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব, তখন তোমরা আমার বাক্যে সমর্থন করিও।"

যথাসময়ে শ্রীমন্তের তরণীনিচয় সিংহলের রত্নমালার ঘাটে উপস্থিত হইল; সেই ঘাট দর্শন করিয়া শ্রীমন্তের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। যে পিতার চরণদর্শন মানসে শ্রীমন্ত সুদূর বঙ্গদেশ হইতে যাত্রা করিয়া নানা প্রকার ভীষণ বিপদ অতিক্রমণ পূর্ব্বক সিংহলে আগমন করিয়াছেন, সেই পরম পূজনীয় পিতৃদেব এই সিংহলে দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে আগমন করিয়াছেন; তিনি এত দিন জীবিত আছেন কি না, যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলেই বা তিনি কোথায় কি ভাবে

অবস্থান করিতেছেন, শ্রীমন্ত কিরূপে তাঁহার সন্ধান পাইবেন, এই সকল চিন্তা বালকের হৃদয়ে যুগপৎ আবির্ভূত হইল। তিনি তরণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূলে অবতরণ করিয়া তথায় শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং আপনার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য বাদকদিগকে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে বাদ্যকরগণ ভেরী, মহুরী, বীরকালী, স্বরমঙ্গল, বীণা, ডমরু, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, নাগরা, মরিচি, জয়ঢাক প্রভৃতি তৎকাল-প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র সকল বাজাইতে লাগিল।

রাজা শালবান প্রাসাদে অবস্থান করিয়াই সেই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিলেন এবং নগরপালকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন "রত্নমালার ঘাটে কে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি করিতেছে, তাহা নির্ণয় কর। যদি আগন্তুক শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে বন্দর হইতে দূর করিয়া দাও; যদি সে আমাদের মিত্র হয়, তাহা হইলে তাহার যথোচিত সৎকার করিবে, আর যদি সে অপরিচিত বিদেশী হয়, তাহা হইলে আমার আদেশ জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহাকে রাজসভায় আনয়ন করিবে।"

নগরপাল কালুদত্ত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রত্নমালার ঘাটে উপস্থিত হইল এবং শ্রীমন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

শ্রীমন্ত আত্মপরিচয় প্রদান করিলে কালুদত্ত বলিল "তুমি যে অসাধু বা তস্কর নও, সাধু বণিক, তাহার প্রমাণ কি? যদি তুমি তোমার মস্তকের সুবর্ণময় টোপর পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারি।"

বালক শ্রীমন্ত নগরপালের বাক্য শ্রবণমাত্র আপনার মস্তকস্থিত বহুমূল্য, রত্নখচিত কনক-টোপর উন্মোচনপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীমন্তের এইরূপ নির্লোভতা দর্শন করিয়া নগরপালের সন্দেহ দূর হইল; সে আনন্দিতচিত্তে সসম্ভ্রমে শ্রীমন্তকে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিল। শ্রীমন্তও রাজাজ্ঞা অবশ্য-পালনীয় জানিয়া রাজদর্শনের জন্য আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীমন্তকে টোপর নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ভগবতী চণ্ডী মনে করিলেন যে, অবোধ বালক নগরপালের কথায় এই বহুমূল্য উষ্ণীষ পরিত্যাগ করিয়া বালকোচিত বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছে। যাহা হউক, সে আমার দাসীর নন্দন, তাহার ক্ষতি দর্শন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা আমার উচিত নহে। আমি এই উষ্ণীষ লইয়া উজ্জয়িনীতে গমন পূর্ব্বক খুল্লনাকে উহা প্রদান করি এবং তাহার পুত্রের মঙ্গল বারতা তাহাকে জ্ঞাপন করিয়া তাহার চিন্তা দূর করি।

এইরূপ স্থির করিয়া ভগবতী সেই টোপর গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন ও খুল্লনাকে বিরলে লইয়া গিয়া সেই টোপর প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "খুল্লনা, তুমি পুত্রের জন্য চিন্তিত হইও না, সে নির্ব্বিঘ্নে সিংহলে উপস্থিত হইয়াছে এবং শীঘ্র তথায় প্রচুর সম্মান লাভ করিয়া ও সফল-প্রযত্ন হইয়া তোমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তুমি অমঙ্গল আশঙ্কা করিও না।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

ধনপতি যেরূপ বিবিধ উপহার লইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণ পূর্ব্বক রাজদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্তও সেইরূপ নানাবিধ ফল, মূল, মিষ্টান্ন, গঙ্গোদক এবং অশ্ব, গজ প্রভৃতি পশু ও নানা জাতীয় পক্ষী রাজাকে উপহার দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণ পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন। বাদ্যকরগণ তাঁহার চতুর্দ্দোলের পুরোভাগে বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে গমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আসন্নকাল।

সিংহলেশ্বর রাজা শালবান পাত্র, মিত্র, অমাত্য সভাসদ্গণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে সুবর্ণময় সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, এমন সময়ে বালক শ্রীমন্ত রাজসভায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক রাজচরণে প্রণি-পাত করিলেন এবং সমানীত উপহার-সামগ্রীনিচয় রাজার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। রাজা উপহৃত দ্রব্যসম্ভার দর্শনে প্রীত হইয়া শ্রীমন্তকে আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহার সুকুমার কমনীয় কান্তি দর্শনে বিমোহিত হইয়া সস্নেহে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্ত যথাবিধান সম্ভ্রম সহকারে কহিলেন "হে রাজন, আমার নিবাস বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশে; রাঢ় দেশের রাজা বিক্রমকেশরী আমাকে বাণিজ্যার্থ আপনার সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাণ্ডারে চন্দন, শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যের অভাব হইয়াছে। আমি আমাদের দেশজ নানা প্রকার দ্রব্যে সাতখানি তরণী পূর্ণ করিয়া আপনার রাজ্যে আসিয়াছি এবং সেই সকল

দ্রব্যের বিনিময়ে আপনার রাজ্য হইতে চন্দন, শঙ্খ প্রভৃতি লইয়া যাইব, ইহাই আপনার প্রতি মহারাজ বিক্রমকেশরীর অনুরোধ।"

বণিক্‌বালকের এইকথা শ্রবণ করিয়া রাজা শালবান আনন্দ সহকারে রাজা বিক্রমকেশরীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং শ্রীমন্তকে নানাপ্রকার অলঙ্কার ও চন্দনে ভূষিত করিয়া আহারাদির জন্য বিদায় প্রদান করিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরে, পুরোহিত অগ্নিশর্ম্মার অনুরোধে শ্রীমন্তকে পথের বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। রাজার আদেশে শ্রীমন্ত, পথি-মধ্যে যে সকল দ্রষ্টব্য নগর ও বন্দরাদি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করিয়া অবশেষে কালীদহে কমলে-কামিনীর কথাও বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তাহা অবিশ্বাস্য বোধে অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু শ্রীমন্ত যখন সাতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে কমলে-কামিনীর সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যত্ন প্রকাশ করিলেন, তখন রাজা শালবান, ধনপতিকে যেরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রীমন্তকেও সেইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

রাজা সভাসদ্‌গণের সহিত কালীদহে কামিনী-কুঞ্জর দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রাজান্তঃপুর-বাসিনীরাও

কালীদহ দর্শন করিবার জন্য বিবিধ যানে আরোহণ পূর্ব্বক রাজার সহিত কালীদহ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সকলে রত্নমালার ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে বহুসংখ্যক তরণীতে আরোহণ করিয়া সকলে কালীদহে গমন করিলেন। শ্রীমন্তও আপনার নৌকাতে আরোহণ করিয়া রাজার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

সকলে যথাসময়ে কালীদহে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তথায় শ্রীমন্তের বর্ণিত কমলবন দূরে থাকুক, একটী কমলও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাজা অত্যন্ত কুপিত হইয়া শ্রীমন্তকে তাঁহার মিথ্যা ভাষণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্ত করযোড়ে বলিলেন "মহারাজ, আমি আপনার নিকটে এক বর্ণও মিথ্যা বলি নাই। আমি যাহা দর্শন করিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই বর্ণন করিয়াছি। আমার নৌকার নাবিকগণও সম্ভবতঃ তাহা দর্শন করিয়া থাকিবে।"

রাজা তখন শ্রীমন্তের নাবিকদিগকে সত্য কথা বলিতে আদেশ করিলে তাহারা বলিল "মহারাজ, আমরা মিথ্যা বলিব না। সাধুনন্দন সিংহলে আগমনকালে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া একদৃষ্টিতে কালীদহের অগাধ জলরাশির প্রতি দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন 'ঐ কমলবন দর্শন কর, কমলাসনা কামিনী দর্শন কর ;' আমরা সত্যই বলিতেছি,

আমরা তাঁহার কথিত কমলকানন বা কমলে-কামিনী দেখিতে পাই নাই।”

নাবিকগণের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শালবান নগরপালকে সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রীমন্তের প্রতি যথোচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। নগরপাল রাজার আদেশে শ্রীমন্তকে বন্ধন করিয়া তাঁহার রত্নালঙ্কার ও পণ্যদ্রব্যসমূহ কাড়িয়া লইল এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিল। তখন শ্রীমন্ত অনন্যোপায় হইয়া সবিনয়ে রাজাকে বলিলেন “মহারাজ, আমি বালক, যদি বালসুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া কোন অন্যায় কার্য্যই করিয়া থাকি, তাহা হইলেও আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা আপনার উচিত নহে। জয় পরাজয় দৈবাদেশেই ঘটিয়া থাকে। যিনি জয়লাভে আনন্দিত এবং পরাজয়ে অবসন্ন না হয়েন, তিনিই যথার্থ মহাশয় ব্যক্তি। আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন, আমি আপনার ভৃত্য হইয়া আপনার পরিচর্য্যা করিব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। মানবের দেহ অনিত্য, কীর্ত্তিই চিরস্থায়ী, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া অক্ষয় যশঃ অর্জ্জনপূর্ব্বক জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করুন।” শ্রীমন্ত এই প্রকার কাতর-বচনে বারংবার রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ রাজার কোপশান্তি করিতে পারিলেন না।

যখন শ্রীমন্ত দেখিলেন যে, কিছুতেই রাজার ক্রোধাপ-নোদন হইল না, নগরপাল তাঁহাকে দক্ষিণ মশানে লইয়া গিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন তিনি স্বীয় তরণীর কর্ণধারকে বলিলেন "হে কর্ণধার, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমার নিকটে উপবেশন করিয়া আমার শেষ অনুরোধ শ্রবণ কর। তোমরা আর এ দেশে থাকিও না, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলে আমার জননীকে প্রণাম জানাইয়া আমার অদৃষ্টের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিও। রাজা বিক্রমকেশরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিও যে, শ্রীমন্ত সিংহলে তাহার পিতার অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিল, কিন্তু তথায় তাহার পিতার কোন সংবাদই পায় নাই। অধিকন্তু তথায় তাহার সর্ব্বস্ব নগরপালের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। আমার মাতা এবং বিমাতাকে তোমরা সান্ত্বনা দিও এবং তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিও। আমার গুরুদেবকে বলিও যে, শ্রীমন্ত মশানে নিহত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কথাতেই যে আমার এই শোচনীয় দশা হইয়াছে, তাহা বলিও না। দুর্ব্বলা দাসীকে আমার প্রণাম জানাইও। আমার দুঃখিনী মাতার পালন করিও। আমি জননীর একমাত্র সন্তান, আমার মৃত্যুসংবাদে জননী অত্যন্ত কাতর হইবেন সন্দেহ নাই; তাঁহার নিকটে

আমার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ গোপন করিও। তাঁহাকে বলিও যে, শ্রীমন্তের তরণী জলমগ্ন হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; অথবা বলিও যে, বসন্তরোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাজাদেশে মশানে আমার শিরশ্ছেদন হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিলে আমার হতভাগ্যা জননী এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিবেন না।"

শ্রীমন্তের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নাবিকগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সকলেই শ্রীমন্তের আসন্ন বিপদাশঙ্কায় হাহাকার করিতে লাগিল। ক্রূরহৃদয় নগরপাল শ্রীমন্তের নাবিকগণকে দূর করিয়া দিয়া শ্রীমন্তকে বন্ধনপূর্ব্বক মশানে লইয়া চলিল। কালুদত্ত তরণীবন্ধন রজ্জুদ্বারা তাঁহার করযুগল ও কটিদেশ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। তখন শ্রীমন্ত উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনার কুঞ্চিত কেশপাশের অভ্যন্তরে নিহিত রত্ন লইয়া কালুদত্তকে প্রদান-পূর্ব্বক তাহার কৃপা ভিক্ষা করিলেন। উৎকোচগ্রাহী নগরপাল ঐ রত্ন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমন্তের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিলে শ্রীমন্ত নগরপালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে নিশীশ্বর, তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আরও কিয়ৎকাল আমাকে জীবিত রাখ। আমি অল্পবয়স্ক বালক, আমার জীবনের কোন সাধই এখনও পূর্ণ হয় নাই। শমন আমাকে

আহ্বান করিয়াছেন। যদি আমাকে অনুমতি প্রদান কর, তাহা হইলে আমি স্নান করিয়া শুচি হই।" শ্রীমন্তের সকাতর অনুরোধে কালুদত্ত সম্মত হইল এবং তাঁহাকে স্নান করিবার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অনুচরগণকে লইয়া সেই সরোবর বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। তখন শ্রীমন্ত সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ধারণ করিলেন এবং যব, তিল, কুশ, তুলসীপত্র প্রভৃতি লইয়া পিতৃপুরুষের তর্পণ করিলেন।

তিনি পিতাকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে পিতঃ, আপনি আমার প্রদত্ত এই তর্পণের সলিল গ্রহণ করুন।" মাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "জননি, আমি আর তোমার চরণ দর্শন করিতে পাইব না, তুমি আমার প্রদত্ত তর্পণোদক গ্রহণ কর; মাতঃ লহনা, আমি তোমার উদ্দেশেও এই জল দান করিতেছি; ধাত্রী দুর্ব্বলা, তুমি জননীর ন্যায় স্নেহ সহকারে আমাকে লালন পালন করিয়াছ, আমার প্রদত্ত এই জল গ্রহণ কর।" এইরূপে তর্পণ শেষ হইলে তিনি সর্ব্ব-পাপঘ্ন দিবাকরকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "হে দিনমণি, যদি আমি সত্য সত্যই কালীদহে কামিনী-কুঞ্জর দর্শন করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিও।" অনন্তর তিনি গুরুর চরণ স্মরণপূর্ব্বক উদ্দেশে প্রণাম করিলেন

এবং জন্মাবধি কথনও পিতৃচরণ দর্শন করিতে পাইলেন না বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্তকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া নগরপাল তাঁহাকে জল হইতে স্থলে উঠিবার জন্য বারংবার কঠোরস্বরে আদেশ করিতে লাগিল। শ্রীমন্ত তাহার আদেশে কূলে উঠিবামাত্র নগরপালের অনুচরগণ তাহাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। কেহ তাঁহার সুকোমল কেশরাশি ধরিয়া রহিল। কেহ বা তাহার চরণ যুগল রজ্জুতে বন্ধন করিয়া সবলে আকর্ষণ করিল, নগর-পালের আদেশে কেহ বা শাণিত কৃপাণ উদ্যত করিল। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া শ্রীমন্ত নগরপালকে বলিলেন "আর এক মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা কর, আমি ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করি।" নগরপাল তাহার অনুচরগণকে বিলম্ব করিতে ইঙ্গিত করিল, ইত্যবসরে শ্রীমন্ত, তন্ময়চিত্তে ভগবতী চণ্ডিকাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জরতী।

কালীদহে মায়াময় কমল-কাননের সৃষ্টি করিয়া এবং সেই কমলবনে অলোকসামান্য-রূপবতী কামিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমন্তকে দর্শন দিয়া ভগবতী চণ্ডিকা কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। মশানে আসন্নমৃত্যু অবগত হইয়া শ্রীমন্ত যখন একান্ত চিত্তে দেবীকে স্মরণ করিলেন, তখন কৈলাসে দেবীর চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহসা কেন এরূপ ভাবের উদয় হইল, পদ্মাবতীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মাবতী বলিলেন "দেবী, তোমার দাসীপুত্র এবং পরম ভক্ত বালক শ্রীমন্ত সিংহল দেশের নৃপতি শালবানের আদেশে নগরপাল কর্ত্তৃক মশানে নীত হইয়াছে। এখনি তাহার প্রাণ-বিনাশ হইবে। তাহাকে বধ করিবার জন্য ঘাতকগণ অসি উদ্যত করিয়াছে। আপনি অবিলম্বে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করুন, নতুবা এখনই তাহার ইহলীলার শেষ হইল।"

পদ্মাবতীর কথা শ্রবণ করিয়া ভগবতী যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি, শালবান রাজার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, সে আমার দাসীপুত্র ও পরম ভক্তের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রদান করিয়াছে? এখনই আমি তাহার উদ্ধারার্থ গমন করিতেছি। যদি যমরাজও তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যমপুরী চূর্ণ করিয়া আমি শ্রীমন্তকে রক্ষা করিব। তুমি আমার অনুচরগণকে অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া আমার অনুসরণ করিতে বল।"

এই কথা বলিয়াই ভগবতী কৈলাসপর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে সিংহলের মশানে আবির্ভূতা হইলেন। পদ্মাবতীও দেবীর আদেশে যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতি দেবতা ও উপদেবতাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেবীর অনুগমন করিলেন। দেবর্ষি নারদ ভগবতীকে সমরসজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া সহসা ঐ প্রকার বেশ-ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দেবীর নিকটে সকল কথা শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন "দেবী, আপনি এ কি করিতেছেন? সামান্য মানবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এরূপ ভীষণ সমরায়োজন করিয়াছেন? আপনি পক্ষিরাজ গরুড় হইয়া মশকতুল্য নগণ্য সেই সিংহলরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন?

আমার মতে, সে আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেও আপনার তাহা গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। আমার পরামর্শ এই যে, আপনি প্রথমে জরতীবেশ ধারণ পূর্ব্বক নগরপালের নিকট গমন করিয়া শ্রীমন্তের জীবন ভিক্ষা করুন। যদি সে আপনার প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তখন যথাকর্ত্তব্য বিধান করিবেন।”

দেবর্ষির এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া দেবী পদ্মাবতীর আনীত সেনাদলকে অন্তরালে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, বাতরোগে অত্যন্ত কাতর, চলিতে অশক্ত, একগাছি যষ্টি লইয়া অতিকষ্টে ধীরে ধীরে নগরপালের নিকটে গমন করিলেন: এবং আশীর্ব্বাদ করিবার ছলে তাহার মস্তকে দর্ভ, চন্দন, পুষ্প ও দূর্ব্বা স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন “হে নগরপাল, তুমি পরম ভাগ্যবান বলিযাই আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। এ পৃথিবীতে আমার এরূপ আত্মীয় কেহ নাই যে, এই অসময়ে আমাকে সাহায্য করে। আমার একটি মাত্র পৌত্র আছে, তাহাকেও আমি বিগত কয়েক দিন দেখিতে না পাইয়া বড়ই শোকার্ত্ত হইয়াছিলাম। ভাগ্যবশতঃ অদ্য তোমার নিকটে তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তুমি তাহাকে বন্ধন

করিয়াছ কেন? ঐ নিষ্পাপ বালক দস্যু, তস্কর বা লম্পট নহে। আহা! বৎসকে কত দেশেই যে অন্বেষণ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই! এক্ষণে আমাকে ঐ বালককে ভিক্ষা দাও, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধাবেশধারিণী দেবী শ্রীমন্তের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। নগরপাল কালুদত্ত, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষম বিপদে পতিত হইল; এক-দিকে রাজার আদেশ, অন্যদিকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর সকাতর অনুরোধ। সে তখন গত্যন্তর না দেখিয়া বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক বৃদ্ধাকে বলিল "আমি রাজার দাস, পরাধীন; আমি রাজার আদেশে শ্রীমন্তকে বিনাশ করিবার জন্য এখানে আনয়ন করিয়াছি। এই বণিক্‌বালক মিথ্যাবাদী। বালক রাজার নিকটে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল বলিয়াই রাজা উহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। দানধর্ম্মের পরিণাম যে মঙ্গলময়, তাহা আমার অবিদিত নাই। কিন্তু কি করিব, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ। শ্রীমন্তের জীবন দান করিলে রাজার আদেশে আমার প্রাণ যাইবে। তুমি শ্রীমন্তের জীবন ব্যতীত যাহা প্রর্থনা করিবে, তাহাই দিব। আমি তোমাকে একটি পরামর্শ দিতেছি, যদি এই বালকের

জীবনভিক্ষাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তুমি রাজ-সকাশে গমন কর। রাজা কর্ণের ন্যায় দাতা; তিনি তোমাকে শ্রীমন্তের জীবন ভিক্ষা দিতে পারেন।"

দেবী নগরপালের এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া সন্নিহিত একটি বকুলতরুমূলে উপবেশন করিলেন। সহসা বৃদ্ধাকে এইরূপে শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে করিতে দেখিয়া নগরপাল কালুদত্তের মনে মহা-বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। এই বৃদ্ধা কে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। তাহার মনে একবার এরূপ সন্দেহ হইল যে, বোধ হয় কোন দেবী বৃদ্ধাবেশে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। সে উভয় সঙ্কটে পতিত হইল। বৃদ্ধার অনুরোধে কালুদত্ত রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে রাজা তাহার সবংশে বিনাশ সাধন করিবেন। আবার যদি রাজাদেশ পালন করিয়া শ্রীমন্তকে বিনাশ করে, তাহা হইলে, এই বৃদ্ধারূপিণী দেবীর কোপেও তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। কালু-দত্তকে এইরূপ চিন্তামগ্ন দেখিয়া বৃদ্ধা পুনরায় বলিলেন "হে নগরপাল, আমার অনুরোধ রক্ষা কর; বালককে আমায় ভিক্ষা দাও।" বৃদ্ধার এই অনুরোধ বৃথা হইল। কালুদত্তের এক অনুচর বৃদ্ধার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীমন্তের কণ্ঠদেশে সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত করিল। কিন্তু দেবীর মায়াতে

শ্রীমন্তের নবনীত-সুকোমল গলদেশ বজ্রের ন্যায় কঠিন হইল, ঘাতকের তরবারি তাহার :কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল।

তরবারি চূর্ণ হইল দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত নগরপালের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাহার আদেশে একজন ধানুকী তীর ধনু লইয়া শ্রীমন্তকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইল। সে যখন ধনুতে জ্যা-রোপণ করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল এবং সে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন অন্য একব্যক্তি তবক বা বন্দুক লইয়া অগ্রসর হইল; সে তবকের মধ্যে গুলি পূরিয়া এবং অগ্নিসংযোগ করিয়া যেমন অগ্নিতে ফুৎকার দিবে, অমনি তাহার মুখ অগ্নিতে দগ্ধ হইল, সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এইরূপে ঘাতকগণ নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। কেহ বা অস্ত্রনিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই স্বয়ং সেই অস্ত্রে আহত হইল। আর কাহারও অস্ত্র শ্রীমন্তের অঙ্গে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তখন কালুদত্ত দেখিল যে, এইরূপ শত চেষ্টা করিলেও কোন ফল হইবে না, অথচ এদিকে বেলাও অধিক হইতেছে। তখন সে স্থির করিল যে, এই বৃদ্ধা নিশ্চয় ডাকিনী। সে শ্রীমন্তকে স্পর্শ করিয়া আছে বলিয়াই তাহারা শ্রীমন্তের কোন ক্ষতি করিতে পারিতেছে

না। এইরূপ স্থির করিয়া, বলপূর্ব্বক বৃদ্ধাকে অপসারিত করিবার জন্য সে একজন অনুচরকে আদেশ প্রদান করিল। অনুচর নগরপালের আদেশে সবলে বৃদ্ধাকে এক ধাক্কা মারিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ।

কালুদত্তের অনুচর দেবীর অঙ্গে হস্তার্পণ করিবামাত্র দেবী মহাক্রোধে বলিয়া উঠিলেন "পাপিষ্ঠ, তুই ব্রাহ্মণীর গাত্রে হস্তার্পণ করিলি? এই পাপে তুই সবংশে মৃত্যুমুখে পতিত হইবি। তোরা সাত সহোদর সকলে নিহত হইবি।"

বৃদ্ধার এইরূপ অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া নগরপাল তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল। দেবী তখন পদ্মাবতীকে ইঙ্গিত করিলেন। পদ্মাবতী দেবীর ইঙ্গিতে এক দল দানবকে দেবীর সাহায্যার্থ মশানে প্রেরণ করিলেন। সেই সকল দানব মশানে উপস্থিত হইয়া নগরপালের অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যে দেবীকে অপসারিত করিবার জন্য তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল, এক দানব তাহার মস্তকচ্ছেদন করিল। তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বধিয়া গেল। দেবীও সেই সমরক্ষেত্রে আজানুলম্বিত-জটাজুটধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী মহাঘোরা কালী-মুর্ত্তিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে নগরপালের

অনুচরগণ দানবনিচয়ের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল; নগরপাল গোপনে রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাকে সকল কথা জ্ঞাপন করিবার জন্য রাজপ্রাসাদাভিমুখে গমন বাধিত হইল।

নগরপাল রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া কম্পিত-কলেবরে করযোড়ে বলিল "রাজন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমি আপনার আদেশে সেই মিথ্যাবাদী বণিক্‌পুত্রের প্রাণবিনাশের জন্য তাহাকে মশানে লইয়া গিয়াছিলাম। যে সময়ে আমরা তাহার প্রাণবিনাশের উদ্‌যোগ করিতেছিলাম, সেই সময়ে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আসিয়া আমার নিকটে শ্রীমন্তের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিল। আমি আপনার আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক তাহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, সে সহসা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মশানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং বহুসংখ্যক দানব আসিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই মানব ও দানবের সংঘর্ষে আমার যাবতীয় অনুচর প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কেবল আপনাকে সংবাদ দিবার জন্য আমি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি।"

নগরপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইলেন। তিনি সেনাপতিদিগকে সমরসজ্জা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। দামামাধ্বনি করিয়া

রাজার আদেশ নগরমধ্যে প্রচার করা হইল। সিংহলের বীরগণ সেই দামামাধ্বনি শ্রবণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত হইল। রাজা স্বয়ং চতুর্দ্দোলে আরোহণ পূর্ব্বক মশান অভিমুখে গমন করিলেন। যুবরাজ এবং সেনাপতিগণও রাজার অনুসরণ করিলেন। রায়বীণা, গন্ধবীণা, রুদ্রবীণা, দগড়, ঘণ্টা, কাংস্য ও করতাল, জয়ঢাক, বীরঢাক, প্রভৃতি রণ-বাদ্য সমূহের নিনাদে সমগ্র সিংহল রাজ্য নিনাদিত হইয়া উঠিল। রাজার অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণ পিপীলিকার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভীষণ অস্ত্র সকল আস্ফালন করিতে করিতে সমরক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেনাপতি সৈন্যগণকে নানা দলে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। তাহারা একই সময়ে সহসা রণক্ষেত্র পরিবেষ্টন করিয়া বৃদ্ধার প্রতি লক্ষ্য স্থাপন পূর্ব্বক অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

বালক শ্রীমন্ত রাজসৈন্যগণের কালান্তকের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে দেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "দেবি, চলুন, আমরা সত্বর সিংহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করি। আমি রাজার সমরসজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। দেখুন, লক্ষ লক্ষ বীর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

আপনি অবলা রমণী, আমি বালক বৈশ্যনন্দন, যুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ। আপনি আমার জন্য কেন আত্মবিনাশ করিবেন? আমাকে এই মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।”

শ্রীমন্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী সহাস্যে বলিলেন “বৎস, তুমি অকারণ ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি একস্থানে নিশ্চিন্ত মনে উপবেশন পূর্ব্বক দর্শন কর, আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজার সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিব।” এই কথা বলিয়া তিনি পদ্মাবতীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র পদ্মাবতী তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া দানব, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতা-গণকে সমরে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

তখন সেই সুবিস্তৃত মশান এক ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে পরিণত হইল। দানবগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল হস্তে লইয়া রাজসৈন্যের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের বিকট হুঙ্কার শব্দে সকলের কর্ণ বধির হইয়া গেল। তাহাদের পদতাড়িত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়াতে দিবাকর লোক-চক্ষুর অগোচর-হইলেন; মধ্যাহ্নকালেই অমাবস্যার ঘন অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। নরশোণিতের স্রোতে নদ নদী সকল প্লাবিত হইল। রাজার সৈন্যগণ অন্ধকারে শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষের কোনরূপ

পার্থক্য বুঝিতে পারিল না, তাহারা অন্ধকারে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। দানবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দর্শনপূর্ব্বক মহা আনন্দ অনুভব করিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিল। কয়েক দণ্ডের মধ্যে রাজ-সেনার মৃতদেহে মশানক্ষেত্র সমাছন্ন হইল। যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবলই নরমুণ্ড, কবন্ধ, অশ্ব-গজাদির শব এবং ভগ্ন রথ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দানবগণ সেই শবরাশির উপর মহানন্দে বিকট কলরবে বিচরণ করিতে লাগিল।

রাজসৈন্যের এই প্রকার বিনাশ দর্শন করিয়া রাজা শালবান অতীব চিন্তিত হইলেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অমাত্যগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। এক জন দূরদর্শী অমাত্য রাজাকে বলিলেন "মহারাজ, এই বৃদ্ধা যেরূপ ভাবে যুদ্ধ করিতেছে তাহাতে ইহাকে সামান্যা মানবী বলিয়া মনে করিবেন না। আমার বোধ হয় ইনি সাক্ষাৎ মহামায়া। আপনি এই দেবীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষমা করিতে পারেন। নচেৎ কিছুতেই আপনার রক্ষা নাই।"

অমাত্যের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরাজয়ের নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় গলদেশে কুঠার বন্ধন ও দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন

"দেবি, আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনার ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্যই আপনি স্বয়ং এই মশানে আগমন করিয়াছেন। আপনি ভক্ত শ্রীমন্তকে রক্ষা করিবার জন্যই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু আপনিইত আমাকে এই সিংহলের সিংহাসন দান করিয়াছেন। এখন যদি আপনি আমার উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনার চরণে আত্মবলিদান করিতেছি, আপনি আমাকে বিনাশ করুন।"

নৃপতির এইরূপ সবিনয় কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া করুণাময়ীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি রাজার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন "বৎস, শ্রীমন্ত তোমার রাজ্যে আসিয়া কোনরূপ অশান্তির সঞ্চার করে নাই, তবে তুমি অকারণে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলে কেন ? তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ, আমিই আদ্যাশক্তি মহামায়া ; আমার ভক্তকে বিপদে রক্ষা করিবার জন্যই আমি এখানে আগমন করিয়াছি। যাহা হউক, আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম। বৎস, যদি আমার সন্তোষ: সাধনে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তোমার কন্যা সুশীলাকে :শ্রীমন্তের হস্তে সমর্পণ করিয়া শ্রীমন্তকে সম্মানিত কর।"

দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন "জননি, আমি যদি পূর্ব্বে জানিতাম যে, শ্রীমন্ত তোমার দাস, তাহা হইলে আমি উহাকে নানাপ্রকার উপহার দানে সংবর্দ্ধিত করিতাম। তোমার ভক্ত শ্রীমন্ত :রাজসভামধ্যে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পালন করিতে অসমর্থ হওয়াতেই এই অনর্থপাত হইয়াছে। তিনি যদি আমার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আর এত গোলযোগ হইত না। শ্রীমন্ত তাঁহার নিজের কর্ণধারগণকে সাক্ষ্য দিতে বলিয়াছিলেন, তাহাদের বাক্যেই শ্রীমন্ত অপরাধী বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি সেই শ্রীমন্তের হস্তে আমার কন্যাকে সমর্পণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেছেন! আপনার অপার মহিমা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অগোচর; যাহা হউক আপনি আমাকে যে আদেশ করিতেছেন, তাহা আমি কিরূপে পালন করিব? আমি ক্ষত্রিয়, শ্রীমন্ত বণিক্। ক্ষত্রিয় হইয়া বণিকের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলে আমার জাতিগত মর্য্যাদা নষ্ট হইবে।"

রাজার কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবতী চণ্ডিকা বলিলেন "রাজন, সামান্য জাত্যভিমান পরিত্যাগ কর। আমার আদেশ পালন অপেক্ষা তোমার জাতিগৌরব রক্ষা করাই কি তোমার পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে? যদি

এখনও আপনার মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে আমার আদেশ পালনে অন্যথা করিও না।”

রাজা বলিলেন “দেবী, শ্রীমন্ত প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ হওয়াতেই আমি তাঁহার প্রতি দণ্ডের বিধান করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। যদি শ্রীমন্ত আমাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমিও তাঁহাকে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করিতাম।”

এই কথা শুনিয়া দেবী বলিলেন “শালবান, শ্রীমন্ত তোমার নিকটে কালীদহে যে কমলে-কামিনীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিল, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সে সত্য সত্যই কালীদহে কামিনী-কুঞ্জর দর্শন করিয়াছিল। এখনও সেই কালীদহে সেইরূপ কমলবন ও কামিনী-কুঞ্জর আছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি তথায় গমন করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পার।”

দেবীর বাক্যে রাজা বিস্মিত হইয়া কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। রাজার সহিত তাঁহার অমাত্যবর্গ, সভাসদ্‌গণ ও রাজান্তঃপুর-বাসিনীরাও কালীদহ অভিমুখে গমন করিলেন। দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশেই, শ্রীমন্তের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রাজার সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

সকলে যথাসময়ে কালীদহে উপস্থিত হইলেন। এবারে রাজা কমলকানন ও কামিনী-কুঞ্জর দর্শন করিলেন। দেবী ধনপতি ও শ্রীমন্তকে যেরূপ কমলে-কামিনী দর্শন করাইয়াছিলেন, রাজা ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিবৃন্দকেও সেইরূপ দর্শন করাইলেন। সকলে বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কমলবন ও অলোকসামান্য-রূপবতী কামিনী এবং গজরাজের সহিত তাঁহার ক্রীড়া দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া মনে করিলেন। অনেকক্ষণ পরে রাজা করযোড়ে বলিলেন "জননি! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে; আমি কমলে-কামিনী দর্শন করিলাম, সুতরাং শ্রীমন্তকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিয়া আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিব। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি তাঁহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব; কিন্তু যুদ্ধে আমার জ্ঞাতি কুটুম্বগণের মৃত্যু হওয়াতে আমার অশৌচ হইয়াছে। এক বৎসর অতীত না হইলে আমি কিরূপে শ্রীমন্তের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিব? শ্রীমন্ত এক বৎসর কাল আমার রাজ্যে বাস করুন, এক বৎসর অতীত হইলে আমি হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব।"

তখন দেবীর অনুগ্রহে যাবতীয় মৃত সৈন্য পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইল। তাহারা যেন সুদীর্ঘ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান

হইল। সিংহলেশ্বর দেবীর এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া ভক্তিভরে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মহা সমারোহ সহকারে শ্রীমন্তকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া নানা প্রকারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পিতৃ-সম্ভাষণ।

ভগবতী শ্রীমন্তকে রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে শ্রীমন্ত দেবীর চরণ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"জননি, আপনি এখন আমাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন না। আমি পিতার অনুসন্ধানে এই সুদূর সিংহলে আগমন করিয়াছি, যত দিন পর্য্যন্ত আমি তাঁহার কোন অনুসন্ধান না পাইব, ততদিন কিছুতেই আমার চিত্ত স্থির হইবে না। আমি পিতৃশোকে একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছি, এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইব? কিরূপেই বা নববধূ লইয়া উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব? যদি সিংহলে আমার পিতার কোন সন্ধান প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে আমি তাঁহার অনুসন্ধানে পুনরায় দেশভ্রমণে বাহির হইব।"

পিতৃবৎসল শ্রীমন্তের মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া দেবী মনে মনে যথোচিত সন্তোষ লাভ করিলেন এবং রাজা শালবানকে বলিলেন "বৎস শালবান, তোমার বন্দিগৃহে যে সকল ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইয়া আছে, আমি তাহাদিগকে

স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য তোমাকে আদেশ করিতেছি। তুমি আমার এই আদেশ পালন কর।" দেবীর বাক্য শ্রবণ-মাত্র রাজা সহাস্য-বদনে দেবীর প্রীতি-সম্পাদনার্থ বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার ভৃত্যগণ কারাগার হইতে একে একে বন্দীদিগকে রাজসভাতে আনয়ন করিতে লাগিল, শ্রীমন্ত প্রত্যেকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে পাথেয় এবং বস্ত্র-ভোজ্যাদি উপহার দিয়া নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে নানাবিধ ধন রত্নাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল বন্দীই মুক্তিলাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ধনপতিকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীমন্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। এমন কি, যখন তিনি শ্রবণ করিলেন যে, বন্দিগৃহে আর কেহই বন্দী নাই, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্তকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার তরণীর নাবিকগণ বন্দিগৃহসমূহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য গমন করিল।

কারাগারের এক পার্শ্বে অন্ধকারে ধূলিধূসরিত-কলেবর ধনপতি অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় শয়ন করিয়াছিলেন। কারারক্ষীরা যখন একে একে বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করে, সে

সময়ে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তিনি যখন দেখিলেন যে, একে একে সকল বন্দীই মুক্তি লাভ করিল, অথচ কেহ তাঁহাকে লইয়া গেল না, তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, যখন শত সহস্র বন্দী মুক্তিলাভ করিল, অথচ কেহ তাঁহাকে মুক্তি দিতে আসিল না, তখন নিশ্চয়ই কোন দেবতার নিকটে তাঁহাকে বলিদান করা হইবে। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীমন্তের তরণীর কর্ণধারগণ ধনপতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কারাকক্ষে প্রবেশ করিল এবং কক্ষের এক পার্শ্বে অন্ধকারময় কোণে একজন বন্দীকে দেখিতে পাইল। তাহারা সেই বন্দীকে সমভিব্যাহারে লইয়া শ্রীমন্তের নিকটে গমন করিল। ধনপতি নাবিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহাকে রাজ-জামাতার আদেশে তাঁহার নিকটে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

ধনপতি দ্বাদশ বৎসর কাল কারাগারে বন্দী ছিলেন। এই দ্বাদশ বৎসর কাল নিয়ত দুর্ভাবনায়, অনাহার ও অনিদ্রায় তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর মস্তকে সুদীর্ঘ কেশরাশি ও গুম্ফ শ্মশ্রু প্রভৃতি থাকাতে তাঁহার আকৃতির এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, তাঁহার সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলে তাহার অতি নিকট সম্পৃক্ত

ব্যক্তিগণও তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। শ্রীমন্তের নাবিকগণও সেই জন্যই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

ধনপতিকে শ্রীমন্তের নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। ধনপতিকে দর্শন করিয়াই শ্রীমন্তের হৃদয়ে কেমন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি অনিমেষ-নয়নে ধনপতিকে দেখিতে লাগিলেন। ধনপতি স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে, তিনি যাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহারই পুত্র। তিনি শ্রীমন্তকে রাজ-জামাতা মনে করিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনি বন্দীদিগের পিতৃস্বরূপ হইয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, আপনার অসীম করুণা। আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলেই আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আপনি আমার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ না হইলে আমি আপনাকে প্রণাম করিতাম। আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে রাজত্ব করুন। আপনার জনক জননী আপনাকে লইয়া সুখে থাকুন। হায়! আমি দ্বাদশ বৎসর কাল কারাগারে বন্দী হইয়া আছি। দেশে আমার দুইটী পত্নী আছে, না জানি কতই নিরানন্দে তাহারা কাল যাপন করিতেছে। আমি আপনার নিকটে আর কিছুই প্রার্থনা করি না, আমাকে একখানি পরিধেয় বস্ত্র প্রদান

করুন, আমি তাহাই পরিধানপূর্ব্বক শিবপূজা করিয়া স্বদেশ যাত্রা করি। আমাকে বিদায় দিতে আপনি বিলম্ব করিতেছেন বলিয়া আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে।"

বন্দীর কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত তাঁহার পরিচয় ও বাসস্থান প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। ধনপতি উত্তর করিলেন, "আমি গৌড়দেশের অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশে মঙ্গল-কোটের সন্নিহিত উজ্জয়িনী নামক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি জাতিতে গন্ধবণিক্, আমার নাম ধনপতি দত্ত। রাজা বিক্রমকেশরী আমাদের দেশের রাজা।"

শ্রীমন্ত তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কত দিন গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন? আপনি কোন্ গোত্রজ? আপনার মাতামহ, শ্বশুর প্রভৃতির পরিচয় কি? আপনার গৃহে কে আছেন? আপনি সুদূর গৌড়দেশ হইতে সিংহলে কেন আসিয়াছিলেন?"

ধনপতি তখন মাতামহের নাম, সিংহলে আগমনের কারণ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিলেন। সিংহলে আসিয়া যে জন্য বন্দী হইয়াছিলেন, তাহাও বিবৃত করিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন "আমি যখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সিংহলে আগমন করি, তখন আমার কনিষ্ঠা পত্নী

খুল্লনা গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার পুত্র হইয়াছে, কি কন্যা হইয়াছে, তাহা আমি জানি না।”

ধনপতির পরিচয় পাইয়া তিনিই যে শ্রীমন্তের জনক, এ কথা শ্রীমন্ত বুঝিতে পারিলেন। আনন্দে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত হইল ; তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি ধনপতির চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া জীবন সার্থক করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় তখন প্রকাশ করিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন “মহাশয়, আপনার দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত বিচলিত-চিত্ত হইয়াছি।” তখন শ্রীমন্তের আদেশে পরিচারকগণ ধনপতির পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। নরস্থন্দর আসিয়া তাঁহার শ্মশ্রু, গুম্ফ ও কেশরাশি ছেদন করিল। কোন পরিচারক তাঁহার অঙ্গে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিল, কেহ তাঁহাকে সুশীতল জলে স্নান করাইয়া দিল। কেহ বা তাঁহার শিব-পূজার অয়োজন করিয়া দিল।

ধনপতির স্নান ও পূজা শেষ হইলে শ্রীমন্ত তাঁহাকে বলিলেন “আপনি অদ্য আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমার আবাসে অদ্য আহারাদি করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।” এই বলিয়া শ্রীমন্ত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য পাচকগণকে আদেশ প্রদান করিলেন।

পিতা ও পুত্র একত্র আহার করিলেন। আহারাদি শেষ হইলে শ্রীমন্ত কহিলেন "মহাশয় আপনি যখন বাঙ্গালী, তখন বাঙ্গালা অক্ষর আপনি পাঠ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। এই পত্রখানা পাঠ করুন।" এই বলিয়া শ্রীমন্ত ধনপতির হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন।

ধনপতি সিংহলে আসিবার পূর্ব্বে খুল্লনাকে যে অভিজ্ঞান-পত্র দিয়া আসিয়াছিলেন, শ্রীমন্ত সেই পত্র জননীর নিকট হইতে সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই পত্রখানিই ধনপতির হস্তে প্রদান করিলেন। ধনপতি যত্ন সহকারে সেই পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহা পাঠ করিলেন এবং পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক হওয়াতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।

তখন শ্রীমন্ত আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, তিনিও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পিতার চরণে পতিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। ধনপতির স্বগৃহ পরিত্যাগ করিবার পর হইতে তাঁহার বাটীতে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, শ্রীমন্ত তাহা পিতৃসকাশে নিবেদন করিলেন এবং আচার্য্যের তিরস্কার হেতু তিনি পিতৃচরণ দর্শন করিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, জননী, বিমাতা ও রাজা বিক্রম-কেশরীর নিকট হইতে যেরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন,

সিংহলের পথে তিনি যে সকল বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, অবশেষে কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শন ও রাজরোষে পতিত হইয়া নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ এবং পরে চণ্ডিকার অনুগ্রহে মুক্তিলাভ প্রভৃতি সকল কথা বর্ণন করিলেন। রাজা শালবান কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া শ্রীমন্তকে অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন, এ কথাও তিনি পিতাকে জ্ঞাপন করিলেন।

ধনপতি পুত্রের পরিচয় পাইয়াই তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বন্ধন করিয়াছিলেন। এক্ষণে কৃতকর্ম্মা পুত্রের পিতৃভক্তি ও কার্য্যকলাপের পরিচয় পাইয়া তিন আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কিন্তু যখন শ্রীমন্ত বলিলেন যে, রাজা শালবান তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিবেন, তখন ধনপতির হৃদয়ে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি সিংহলে পদার্পণ করিয়াই রাজার দ্বারা লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব ও কারারুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, সিংহলরাজ অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত। সেই জন্য তিনি পুত্রকে, সিংহলরাজের কন্যার পাণিপীড়ন করিতে নিষেধ করিলেন। শ্রীমন্ত বিনয় সহকারে পিতার ভ্রান্ত ধারণার কথা বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে তাঁহার সম্মতি গ্রহণে সমর্থ হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

শুভ দিনে, শুভ লগ্নে রাজা শালবান শ্রীমন্তের হস্তে কন্যা সুশীলাকে সমর্পণ করিলেন। রাজা, ধনপতির সহিত যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বারংবার বৈবাহিকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ধনপতিই যে পরে তাঁহার বৈবাহিক হইবেন, এ কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে তিনি কখনই ধনপতির সহিত এরূপ কঠোর ব্যবহার করিতেন না। ধনপতিও সান্ত্বনা দিয়া নানা প্রকার সদালাপে রাজার সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। শ্রীমন্তের সহিত সুশীলার পরিণয় উপলক্ষে সিংহল রাজ্যের সর্ব্বত্রই মহোৎসব হইতে লাগিল। দীন দরিদ্রগণ আশাতীত ধন, রত্ন, ভোজ্য ও বস্ত্রাদি পাইয়া আনন্দিত চিত্তে বধূবরকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

পাছে শ্রীমন্ত শ্বশুরের আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া চির-দুঃখিনী জননীকে বিস্মৃত হয়েন এবং সিংহলেই দীর্ঘকাল অবস্থান করেন, সেই আশঙ্কায় ভগবতী শ্রীমন্তকে ছলনা করিবার সঙ্কল্প

করিলেন। শ্রীমন্তের বিবাহের পর ফুলশয্যার রজনীতে ভগবতী খুল্লনার রূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নে শ্রীমন্তকে দর্শন দিলেন এবং সরোদনে আপনার দুরবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীমন্তের বোধ হইল, যেন তাঁহার জননী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন "বৎস শ্রীমন্ত, তুমি রাজকন্যার সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া সুখে স্বর্ণ-শয্যোপরি শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেছ, কিন্তু আমার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে অবলোকন কর। তোমাকে এত কষ্টে দশমাস কাল উদরে ধারণ করিয়া আমার কি লাভ হইয়াছে, তাহা দেখ। তোমার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া রাজা বিক্রমকেশরী আমাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছেন, আমি তোমার শোকে 'হা পুত্র হা পুত্র' বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছি। আমরা দুই সপত্নীতে হাটে সূতা বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, আর তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া পরম সুখে সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যাইতেছ ?"

স্বপ্নে জননীরূপিণী দেবীর মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি মাতার শোকে কাতর হইয়া পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী সুশীলা বালিকা হইলেও পতিকে রোদন করিতে দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে

তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্ত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক বধূর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন "রাজনন্দিনী, আমি স্বপ্নে জননীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। আর আমি এ দেশে থাকিব না। রাত্রি প্রভাত হইলেই পিতাকে লইয়া স্বদেশে গমন করিব।"

স্বামীর কথা শ্রবণ করিয়া সুশীলা বলিলেন "আমি বালিকা, আপনাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? শুভ পুষ্প-বাসরে অশ্রুবর্ষণ করিলে অমঙ্গল হইয়া থাকে। আপনি চিত্ত স্থির করুন।" এইরূপে রাজকুমারী স্বামীকে নানা কথায় অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিংহলে বারমাস কতপ্রকার উপাদেয় ভোজ্য উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি দেবী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে কিরূপ নব নব মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীমন্তকে অন্ততঃ একবৎসর সিংহলে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ শ্রীমন্ত কিছুতেই আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না।

সুশীলা যখন দেখিলেন, স্বামী তাঁহার অনুরোধে কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না, তখন তিনি রোরুদ্যমানা হইয়া জননীকে এই সংবাদ প্রদান করিতে গমন করিলেন। রাজমহিষী কন্যার মুখে জামাতার স্বদেশগমনের সঙ্কল্প অবগত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়

হইয়া পড়িলেন; অবশেষে বাগ্‌বিভবসম্পন্না, বুদ্ধিমতি এক পরিচারিকাকে জামাতার নিকটে প্রেরণ করিলেন।

পরিচারিকা শ্রীমন্তের নিকটে গমন করিয়া সবিনয়ে বলিল "হে রাজজামাতা, আপনার শ্বশ্রূদেবী আমার দ্বারা আপনাকে কয়েকটি কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, সিংহল রাজবংশে কোন বধূবরকে নয় দিবস গৃহ পরিত্যাগ করিতে নাই, নয় দিবস সূর্য্য দর্শন করিতে নাই, বরকন্যাকে একমাস নৌকায় আরোহণ করিতে নাই। যদি একান্তই আপনি স্বদেশে গমন করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আর একবৎসর পরে সমুদ্র পথে গমন করিবেন, ইহাই রাজমহিষীর অনুরোধ।"

রাজকিঙ্করীর বাক্য শ্রবণমাত্র বুদ্ধিমান্ শ্রীমন্ত বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে কিছুদিন সিংহলে রাখিবার জন্যই রাজ-মহিষী সুচতুরা সহচরী দ্বারা এইরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শুভে, তুমি আমার মাতৃতুল্য শ্বশ্রূদেবীকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া বলিও যে, তিনি আমাকে নয় দিবস গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আদেশবাণী আমার শ্রুতিগোচর হইবার পূর্ব্বেই আমি যাত্রা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি। বিশেষতঃ আমাদের এইরূপ বংশগত

প্রথা আছে যে, আমরা সূর্য্য অর্ঘ্য প্রদান না করিয়া জলগ্রহণ করি না। সুতরাং আমি আমার বংশগত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে অসমর্থ।"

কিঙ্করী রাজমহিষী সমীপে গমনপূর্ব্বক সকল কথা প্রকাশ করিলে রাজমহিষী অনন্যোপায় হইয়া আপনার পুত্রবধূকে জামাতার নিকটে প্রেরণ করিলেন। যুবরাজপত্নী শ্রীমন্তের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে আরও কিছুদিন সিংহলে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শ্রীমন্ত কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। যখন রাজমহিষী দেখিলেন যে, শ্রীমন্ত মনে মনে যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন না, তখন তিনি রাজা শালবানের দ্বারা একবার শেষ অনুরোধ করাইবার সঙ্কল্প করিলেন। মহিষী রাজার নিকট গমন করিয়া শ্রীমন্তের স্বদেশ-যাত্রার প্রস্তাব রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন এবং যাহাতে শ্রীমন্ত আরও কিছুদিন সিংহলে বাস করেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

রাজা মহিষীর নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীমন্তের সকাশে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নানা প্রকার মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়া কিছুদিন সিংহলে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন "বৎস, আমার এত বড় সিংহল রাজ্যের অর্দ্ধাংশ যাঁহাকে প্রদান

করিয়াছি, তিনি কোন্ দুঃখে সিংহল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ?”

শ্রীমন্ত এই কথা শুনিয়াই সবিনয়ে বলিলেন “মহারাজ, আপনি আমাকে রাজ্যার্দ্ধ দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমার জননীর জন্য আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনি আমাকে রাজ্যের কথা কি বলিতেছেন, আমাদের ভাণ্ডারে স্পর্শমণি আছে।”

রাজা শ্রীমন্তের এই শেষ কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন “বৎস, যাহার ভাণ্ডারে স্পর্শমণি থাকে, তিনি কি কখনও ধনলাভের আশায় স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে গমন করেন ?”

শ্রীমন্ত বলিলেন “মহারাজ, আমি আপনার রাজ্যে ধনোপার্জ্জনের জন্য আগমন করি নাই। আমার পিতার অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছিলাম। তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পাইয়াছি, সুতরাং এদেশে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমার পিতাও ধনলাভের আশাতে এ দেশে আগমন করেন নাই। তিনি রাজা বিক্রম-কেশরীর আদেশে শঙ্খ, চন্দনাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সিংহলে আসিয়াছিলেন।”

শ্রীমন্তের বাক্যে রাজা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন “শ্রীমন্ত, তুমি স্বপ্নে তোমার জননীকে দর্শন করিয়া এত উৎকণ্ঠিত হইলে

কেন? যদি জননীকে দর্শন করিবার জন্য তোমার এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি না হয়, রাঢ়দেশে লোক প্রেরণ করিয়া তোমার জননীকে সিংহলে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছি, তুমি আরও কিছু দিন সিংহলে অবস্থান কর।”

শ্রীমন্ত পূজনীয় শ্বশুরের এই প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না দেখিয়া রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন “শ্রীমন্ত, জনক জননী সকলের চিরদিন থাকেন না। কাহারও জননী না থাকিলে কি তাহার জীবন ধারণ হয় না?”

শ্রীমন্তও অভিমান ভরে বলিলেন “মহারাজ, যতদিন জনক জননী জীবিত থাকেন, ততদিনই লোকে তাঁহাদের প্রত্যাশা করে। তাঁহাদের স্বর্গারোহণ হইলে কে আর সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে?”

বুদ্ধিমতি সুশীলা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতার বাক্যে শ্রীমন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। সেই জন্য তিনি পিতাকে একান্তে আহ্বান করিয়া বলিলেন “আপনি আর কোন কথা বলিয়া আপনার জামাতার হৃদয়ে ক্ষোভের সঞ্চার করিবেন না। কারণ আপনি এখন যে সকল কথা বলিবেন, ভবিষ্যতে সেই সকল কথা আমার পক্ষে ‘খোঁটা’ হইবে। অতএব আর কিছু না বলিয়া জামাতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করুন।”

রাজা ও রাজমহিষী কন্যার কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অগত্যা শ্রীমন্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শ্রীমন্ত স্বদেশগমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে রাজা শালবান, বৈবাহিক ধনপতিকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক, বাষ্প-বিগলিত লোচনে তাঁহার নিকটে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজা বৈবাহিকের নিকটে বিনীত বচনে বলিলেন "মহাভাগ, আমি আপনার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া এবং আপনাকে সুদীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার চরণসেবা করিবার জন্য আমার কন্যা সুশীলাকে আপনার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আমি কিরূপে জানিব যেই আপনি আমার বৈবাহিক হইবেন? যদি তাহা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি কখনও আপনাকে কষ্ট দিতাম? আপনি যে সময় কারাগারে অবস্থানপূর্ব্বক অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছিলেন, সে সময়ে আমি নানা প্রকার উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্যে উদর পূর্ণ করিয়াছি, এ কথা যখনই আমার মনে উদিত হইতেছে, তখনই আমার মনে হইতেছে যে, আমি গত দ্বাদশ বৎসর কাল কেবল বিষ ভোজন করিয়াছি। বিধাতা আপনার অদৃষ্টে কষ্ট লিখিয়াছিলেন বলিয়াই আপনি এত কষ্ট পাইলেন। যাহা হউক আপনি

আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

ধনপতি করযোড়ে রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার সর্ব্বথা পূজ্য। আমি দেবতার কোপে পতিত হইয়াই এই কষ্ট ভোগ করিতেছি। আমার পত্নী আমার অবাধ্য হইয়া নারী-দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আমি আমার ইষ্ট দেবতা মহাদেবের পূজা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চণ্ডীর পূজা করিতে সম্মত হই নাই বলিয়াই সেই দেবী আমার প্রতি কোপপ্রকাশ করিয়া আমাকে এত কষ্ট দিয়াছেন। তিনিই কালীদহে কমলে-কামিনী হইয়া আমাকে ছলনা করিয়াছিলেন। যদি আমার প্রাণান্ত হয়, তাহা হইলেও আমি মহাদেব ব্যতীত অন্য কাহারও পূজা করিব না।"

ধনপতির কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শালবান হস্তদ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া বলিলেন "হে বণিক্‌শ্রেষ্ঠ, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আপনি সুপণ্ডিত হইয়াও মূর্খের ন্যায় কথা বলিতেছেন কেন? আপনি মহাদেব ও মহাদেবীর মধ্যে পার্থক্য করিতেছেন কেন? আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন।" অনন্তর নৃপতি, রাজা বিক্রমকেশরীর জন্য, ধনপতির হস্তে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শঙ্খ ও চন্দন প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং ধনপতির যে সকল

সম্পত্তি তাঁহার আদেশে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার শতগুণ সম্পত্তি প্রদান করিলেন। রাজা শালবান শ্রীমন্তকেও নানাবিধ বহুমূল্য রত্নালঙ্কার যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন।

শ্রীমন্তের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে রাজা বৈবাহিকের সহিত গজে আরোহণ পূর্ব্বক রত্নমালার ঘাটে গমন করিলেন। শ্রীমন্ত একটি সুন্দর অশ্বে আরোহণ করিয়া পিতা ও শ্বশুরের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাদ্যধ্বনিতে সমগ্র সিংহল রাজ্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; রাজার বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন সকলেই শ্রীমন্তকে যথাসাধ্য যৌতুক প্রদান করিলেন।

রাজমহিষী প্রাণাধিকা কন্যাকে বিদায় দিবার সময়ে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কোথায় সিংহল আর কোথায় বঙ্গদেশ! হয়ত ইহ জীবনে আর কখনও দুহিতাকে দেখিতে পাইবেন না, এই কথা মনে করিয়া তিনি অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজ্ঞীর সহচরীগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দান করিলে রাজ্ঞী কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক কন্যা ও জামাতাকে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং রাজকুমারী অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিবামাত্র রাজমহিষী শোকে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। কিঙ্করীগণ সরোদনে রাজমহিষীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

স্বদেশ-যাত্রা।

ধনপতি রাজাকে প্রণাম করিয়া একটি তরণীতে আরোহণ করিলেন; শ্রীমন্ত এবং সুশীলাও রাজার চরণে প্রণাম করিয়া অন্য একটি নৌকায় আরোহণ করিলেন। শুভক্ষণে নৌকা ছাড়িয়া দিল। ধনপতি ও শ্রীমন্তের বিবিধ-পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ নৌকাগুলিও একে একে শ্বেত 'বাদাম' বিস্তার করিয়া ধবল-রাজহংসের মত সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের সহিত নাচিতে নাচিতে ক্রমে ক্রমে দিগন্তের ক্রোড়ে অদৃশ্য হইতে লাগিল। যতক্ষণ ধনপতির নৌকাগুলি দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা শালবান একদৃষ্টে সেই সকল নৌকার প্রতি দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন নৌকাগুলি দৃষ্টিপথের অতীত হইল, তখন রাজা পরিজনবর্গের সহিত শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ধনপতি ক্রমে ক্রমে কালীদহে উপস্থিত হইলেন। এই কালীদহে তিনি কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। শ্রীমন্ত পিতার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

"পিতঃ, আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, ভক্তবৎসলা ভগবতীর ছলনায় আপনি বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন, আবার তাঁহারই অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিলেন। আপনি তাঁহার আরাধনা করুন।" ধনপতি পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত নীরব হইয়া রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সিংহলের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া হাতিয়াদহে উপনীত হইলেন। তথা হইতে শঙ্খদহে গমন করিলে ধনপতি ও শ্রীমন্ত যে সকল শঙ্খ সমুদ্রতীরে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়াছিলেন, নাবিকগণ তাহা বাহির করিয়া নৌকায় তুলিয়া লইল। এই রূপে কড়িদহে উপস্থিত হইয়া কড়ি সংগ্রহ করা হইল।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া মগরায় উপস্থিত হইলে ধনপতি সদুঃখে বলিলেন "এই মগরায় আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার পণ্যদ্রব্যপূর্ণ ছয়খানি নৌকা এই স্থানে জলমগ্ন হইয়াছে। আমার অনুগত ভৃত্য এবং নাবিকগণ এই মগরার অতল জলমধ্যে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। আমি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া আনন্দিত মনে বাটীতে গমন করিলে, সেই সকল ভৃত্যের পত্নী ও পুত্রগণ আসিয়া যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে 'যাহারা ছায়ার ন্যায় সম্পদে বিপদে আপনার অনুসরণ করিত, তাহারা কোথা গেল' তখন আমি তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? আমি আর স্বদেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করিব না, এই মগরাতে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে ধনপতি সহসা উন্মত্তের ন্যায় নৌকা হইতে মগরার অগাধ সলিলে ঝম্প প্রদান করিলেন।

পিতাকে অকস্মাৎ এইরূপ বিচলিতচিত্তে জলে ঝম্প প্রদান করিতে দেখিয়া শ্রীমন্তের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং একান্তচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতে লাগিলেন। দেবী শ্রীমন্তের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ সেই স্থানে ধনপতির আজানু জল করিয়া দিলেন। অধিকন্তু দেবীর আদেশে জলাধিপতি বরুণ, ধনপতির জলমগ্ন নৌকাগুলি পণ্যরাজির সহিত জলের উপর ভাসাইয়া দিলেন। সেই সকল নৌকাতে যত আরোহী ছিল, তাহারা সকলেই দেবীর কৃপায় যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া অক্ষুন্ন শরীরে বরুণালয়ে অবস্থিতি করিতেছিল। এক্ষণে নৌকাগুলির উদ্ধারের সহিত তাহাদেরও চেতনার সঞ্চার হইল। শ্রীমন্ত ভগবতীর এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অনুগ্রহের কথা পিতৃসমীপে নিবেদন করিরা তাঁহাকে দেবীর আরাধনা করিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন।

ধনপতি যথাসময়ে পুত্র, পুত্রবধূ ও অতুল ধনসম্পত্তি এবং পণ্যসম্ভার সহ স্বদেশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের

আগমনবার্ত্তাপ্রচার ও বধূবরকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য এক জন নাবিককে অগ্রে স্বীয় আবাসে প্রেরণ করিলেন। সেই নাবিক দ্রুতপদে ধনপতির বাটীতে গমন করিয়া লহনা ও খুল্লনাকে প্রণাম করিয়া বলিল "শ্রীমন্ত পিতার উদ্ধারসাধন এবং রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া সুস্থ শরীরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। আপনারা তাঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করুন।"

দূতমুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া খুল্লনা অবিরত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দূতকে নানাবিধ রত্নালঙ্কার এবং বহুমূল্য বস্ত্র প্রদান করিয়া চতুর্দ্দোল সাজাইয়া স্বয়ং ভ্রমরার ঘাটে গমন করিলেন। ধনপতি শ্রীমন্ত ও সুশীলাকে লইয়া নৌকা হইতে কূলে অবতরণ করিলেন। শ্রীমন্ত দূর হইতে জননীকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকটে গমন পূর্ব্বক জননীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। খুল্লনা বহুদিন পরে একমাত্র পুত্র শ্রীমন্তকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া ব্যগ্রতাসহকারে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পুত্রবধূকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক শতবার তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন।

শ্রীমন্ত বধূর সহিত চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলেন। বাদ্যকরগণ নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। গায়কগণ মঙ্গলগীত গান করিতে করিতে বাদকদলের অনুগমন করিল। শ্রীমন্ত পিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সিংহলের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, এই সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে উজ্জয়িনী নগরের প্রত্যেক গৃহে প্রচারিত হইল। শ্রীমন্তকে উজ্জয়িনী নগরের বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ভালবাসিত; সুতরাং শ্রীমন্তের প্রত্যাগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র সকলেই যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। শ্রীমন্তের প্রত্যাগমনে সমগ্র উজ্জয়িনী নগরী আনন্দস্রোতে প্লাবিত হইল। ব্রাহ্মণগণ ধান্য ও দূর্ব্বা লইয়া ধনপতি এবং শ্রীমন্তকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। খুল্লনা যথারীতি সধবাগণের সহিত মিলিত হইয়া বধূবরকে বরণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ধনপতি সিংহল হইতে আনীত দ্রব্যসম্ভার যথাস্থানে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

উপসংহার।

পরদিন প্রাতঃকালে ধনপতি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজ-সকাশে গমন করিলেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই রাজার আদেশে আনীত শঙ্খ চন্দনাদি এবং নানাবিধ উপহার লইয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে সেই উপহার প্রদান করিয়া রাজচরণে প্রণিপাত করিলেন।

রাজা, প্রিয়বন্ধু ধনপতি ও বন্ধুপুত্র শ্রীমন্তকে দর্শন করিয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ধনপতি ও শ্রীমন্ত রাজার আদেশে আসন পরিগ্রহণ করিয়া রাজসভাতে তাঁহাদের সিংহল-যাত্রার ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের মুখে কমলে-কামিনীর কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ও রাজসভাসদ্‌গণ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত যখন বলিলেন যে, তিনি রাজা শালবানকে কমলবনে সেই কামিনী-কুঞ্জর দেখাইয়াছেন, তখন সকলেই তাঁহার কথা মিথ্যা বোধে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। কোন সভাসদ্ বলিলেন "সাধু, সন্ন্যাসী, মুনি, ঋষি থাকিতে দেবী তোমার নিকটে আবির্ভূতা হইলেন কি জন্য? তুমি সাবধানে কথা বলিও, রাজার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিও না।"

রাজা শ্রীমন্তকে বলিলেন "ভাল, যদি সিংলরাজকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পার, তাহা হইলে এখানে আমাকেও অবশ্য দেখাইতে পারিবে। যদি তুমি এখানে আমাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব এবং সিংহলরাজের ন্যায় আমিও আমার কন্যা জয়াবতীর সহিত তোমার বিবাহ দিব। কিন্তু যদি দেখাইতে না পার, তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।"

শ্রীমন্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পিতা, রাজা ও রাজ-সভাসদগণের সহিত ভ্রমরার ঘাটে গমন করিলেন এবং তথায় মায়াময় কমল-কানন ও কমলে-কামিনী রূপ প্রকাশ করিবার জন্য বারংবার ভগবতী চণ্ডাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দেবী সে অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সিংহলে যেরূপ প্রথমে আপনার অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া পরে রাজা শালবানকে দর্শন দিয়াছিলেন, রাজা বিক্রম-কেশরীকেও সেইরূপ ভাবে দর্শন দিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সেই জন্যই শ্রীমন্তের অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা ভ্রমরার ঘাটে কমলে-কামিনী দেখিতে না পাইয়া শ্রীমন্তকে যথোচিত দণ্ড দিবার জন্য নগরপালের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

রাজার ইঙ্গিতে নগরপাল শ্রীমন্তকে বিনাশ করিবার জন্য উত্তর মশানে লইয়া গেল। তথায় শ্রীমন্তের গলদেশে আঘাত করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিবামাত্র চণ্ডিকা তথায় আবির্ভূতা হইয়া শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করিলেন। নগর-পালের অনুচরগণ দেবীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে দেবীর দানবগণ নগরপালের অনুচরবর্গকে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনাশ করিয়া ফেলিল। ভগ্নদূতের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা সসম্ভ্রমে উত্তর মশানে গমন করিলেন এবং তথায় দেবীর ক্রোড়ে শ্রীমন্তকে উপবিষ্ট দেখিয়া করযোড়ে দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবী নৃপতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নিহত রাজসৈন্যগণের জীবন দান করিলেন এবং রাজার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া ভ্রমরার জলে কমলে-কামিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন।

রাজা বিক্রকেশরী সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাবে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন এবং আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক শুভদিনে শুভক্ষণে মহা সমারোহে জয়াবতীকে শ্রীমন্তে করে সমর্পণ করিলেন। রাজা জামাতাকে বহুমূল্য র অলঙ্কার ও প্রচুর ধন সম্পত্তি যৌতুক প্রদান করিলেন।

ধনপতি একদিন শিবপূজা করিবার সময়ে মুদিত নয়ে ধ্যান করিতে করিতে একত্র হর-গৌরী মূর্ত্তি জ্ঞাননেত্রে দ করিলেন। তিনি একই শরীরের অর্দ্ধেক ভগবতীর মূর্ত্তি

অপর অর্দ্ধেক শিবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এতদিন দেবীকে উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। সেই দিন অবধি তাঁহার হৃদয় হইতে দেবীবিদ্বেষ দূর হইল। ধনপতি পরম সুখে লহনা, খুল্লনা, শ্রীমন্ত ও পুত্রবধূদ্বয়কে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

পরিশিষ্ট।

যোগেন্দ্রকুমার—আমার 'অভিমত' জানিতে চাহিয়াছ, তাই লিখিতেছি—এটা তোমার পুস্তকের সমালোচনা নহে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রথমেই আমার একরূপ হর্ষ-বিষাদ হয়। তোমার লেখার গুণে কবিকঙ্কণের প্রসার বৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল; সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, হয়ত অনেকে তোমার পুস্তক পড়িয়াই আর কবিকঙ্কণ পড়িতে ইচ্ছুক হইবে না। এই কথা মনে উঠিতেই এক রূপ বিষাদে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তুমি অবশ্য জান, অনেকে ল্যাম্বের গল্প পড়িয়া সেক্সপিয়ারে পণ্ডিত হয়; আমাদের সে দুর্দ্দশা হইবে না, তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝি?

তাহার পর তোমার গ্রন্থে কবিকঙ্কণের উপর একটু কটাক্ষ আছে। তুমি বলিতেছ—অজয়ের মোহানা হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত নৌকাপথে গ্রাম নগরের বর্ণনায়, কবি ভৌগলিক ক্রম রক্ষা করেন নাই; আমি তাহা ধরিতে পারি নাই। তুমি বলিতেছ, "অজয় নদ হইতে গঙ্গায় উপনীত হইয়া সাগরাভিমুখে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে যে গ্রামের পর যে গ্রাম হওয়া সঙ্গত, মুকুন্দরাম তাহা করেন

নাই।" এই কথাটি বুঝিতে পারিলাম না। ১৩০৯ সালের ২১শে ভাদ্রের "রঙ্গালয়ে" শ্রীক্ষেত্রনাথ মল্লিক বি, এল, পূর্ব্বের নামগুলির সঙ্গে এখনকার নামের মিল দেখাইয়াছেন। সে গুলি অধিকাংশ অজয় তটের বর্ণনা। তাহার পর ইন্দ্রাণী হইতে হালিসহর বা ত্রিবেণীর কথা আমরা সকলেই জানি। কেবল এক উলা ও কাছিমা (খিদ্‌মে) এখনকার স্থূল দৃষ্টিতে বুঝা যায় না, কিন্তু এইটুকু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, ঐ গুলিও গঙ্গার ধারে ছিল। সমুদ্রতটের বর্ণনা অনেকটা কল্পনাপ্রসূত বটে।

এখনকার দিনে লোকের দোষ দেখানকেই সমালোচনার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; আমিও তোমার দোষ দেখাইতেছি। তবে আমার এটি সমালোচনা নয়। পাছে তোমার পাঠক অনর্থক কবিকঙ্কণকে দোষী করেন, সেই আশঙ্কায় এত কথা লিখিলাম।

তোমার ভাষার গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রসাদগুণ বেশ আছে, সে বিষয়ে আমার প্রশংসার প্রয়োজনাভাব। আর ভাব ত কবিকঙ্কণের, তাহারই বা কি নূতন প্রশংসা করিব?

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।